Inter-Parliamentary Union
For democracy. For everyone.

UNHCR
The UN Refugee Agency

জাতীয়তা এবং রাষ্ট্রহীনতা

মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দের জন্য হ্যান্ডবুক - সংখ্যা ২২

সূচীপত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ২

মুখবন্ধ ৩

ভূমিকা ৫

রাষ্ট্রহীনতা হ্রাসকরণ ও জাতীয়তার অধিকার বিষয়ে আন্তর্জাতিক আইনি কাঠামো ৭

রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের শনাক্তকরণ ও সুরক্ষা ১৭

রাষ্ট্রহীনতার প্রতিরোধ ২৯

UNHCR-এর ভূমিকা ৪৩

সংসদ সদস্যবৃন্দ কিভাবে সহায়তা করতে পারে ৪৯

সারণি ১ রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের মর্যাদা সংক্রান্ত ১৯৫৪ সালের কনভেনশনের পক্ষভূক্ত রাষ্ট্রসমূহ ৫৭

,, ২ রাষ্ট্রহীনতা হ্রাসকরণ সংক্রান্ত ১৯৬১ সালের কনভেনশনের পক্ষভূক্ত রাষ্ট্রসমূহ ৬০

,, ৩ রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের মর্যাদা সংক্রান্ত ১৯৫৪ সালের কনভেনশনের পক্ষভুক্ত হওয়ার আদর্শ দলিল ৬২

রাষ্ট্রহীনতা হ্রাসকরণ সংক্রান্ত ১৯৬১ সালের কনভেনশনের পক্ষভুক্ত হওয়ার আদর্শ দলিল ৬৩

IPU এবং UNHCR এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ৬৪

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার জন্য ইন্টার-পার্লামেন্টরিয়ান ইউনিয়ন-এর কমিটির সহযোগিতায় এই হ্যান্ডবুক প্রস্তুত করা হয়েছে।

গবেষণা ও বিশ্লেষণঃ

প্রথম সংস্করণ (২০০৫) : ক্যারল ব্যাচেলর ও ফিলিপ লে ক্লেরক (UNHCR)

দ্বিতীয় সংস্করণ (২০১৪) : মার্ক ম্যানলি ও রাধা গোভিল (UNHCR)

রচনায় : ম্যারিলিন এ্যাচিরন, নবায়নে রাধা গেভিল

দ্বিতীয় সংস্করণের সম্পাদনা পরিষদ :

UNHCR : মার্ক ম্যানলি, রাধা গোভিল, জ্যানিস এল মার্শাল ও জেমে রিয়েরা

IPU : এনডারস বি. জনসন, কারেন জাবরে ও নোরাহ ব্যাবিক

মূল গ্রন্থ : ইংরেজি

প্রচ্ছদ : ইমপ্রিমেরিয়ে সেন্ট্রালে, লুক্সেমবার্গ

মুখবন্ধ

২০০৫ সালে এই হ্যান্ডবুকের প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পর থেকে মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ বিশ্বব্যাপী রাষ্ট্রহীনতা সমাধানে অভূতপূর্ব অবদান রেখেছেন। জাতিসংঘের রাষ্ট্রহীনতা বিষয়ক দুটি কনভেনশনে রাষ্ট্রসমূহের অন্তর্ভুক্তির হার অত্যন্ত দ্রুততার সাথে বৃদ্ধির পাশাপাশি নতুন রাষ্ট্রহীনতা প্রতিরোধ এবং দীর্ঘদিনের চলমান রাষ্ট্রহীনতা অবস্থার সমাধানের জন্য জাতীয় পর্যায়ে নাগরিকতা আইন সংস্কারের প্রবণতাও লক্ষণীয়। সেই সাথে নাগরিকত্ব নিবন্ধন (Civil Registration) এবং জাতীয়তা সনদ প্রণয়ন কার্যক্রমও ত্বরান্বিত হয়েছে।

এরপরেও রাষ্ট্রহীনতা সমস্যা বিদ্যমান এবং জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশন (UNHCR)-এর হিসাব অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী এই জনগোষ্ঠীর সংখ্যা অন্তত ১ কোটি। বাবা-মায়ের রাষ্ট্রহীনতার কারণে প্রতি বছর হাজারে ১০টি শিশু রাষ্ট্রহীন হয়ে জন্মায়। রাষ্ট্রহীনতা সৃষ্টি হয় স্বেচ্ছাচারী জাতিগত বৈষম্য ও নির্বিচার বঞ্চনা, রাষ্ট্রের অধিকৃতকরণ, অপর্যাপ্ত নাগরিক নিবন্ধন ব্যবস্থা, জাতীয়তা অর্জনের নথি প্রাপ্তিতে সমস্যা এবং জাতীয়তা বিষয়ক সুস্পষ্ট আইনের অভাবে।

একজন রাষ্ট্রহীন ব্যক্তি তিনি যিনি কোন রাষ্ট্র কর্তৃক নাগরিক হিসেবে স্বীকৃত নন এবং রাষ্ট্রহীনতা একজন ব্যক্তির, তার পরিবারের এবং সামাজিক জীবনের ওপর বাস্তব ও বিধ্বংসীমূলক প্রভাব ফেলে। জাতীয়তা মানুষকে কেবল পরিচয় এবং একাত্মতার অনুভূতিই দেয় না বরং রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বৈধ কর্মসংস্থান, সম্পদের মালিকানা, রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ও চলাফেরার স্বাধীনতার মতো গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকারসমূহ উপভোগের সুযোগ করে দেয়। মূলত জাতীয়তার অধিকারের মৌলিক গুরুত্ব সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণাপত্রের অনুচ্ছেদ ১৫ এর পাশাপাশি অসংখ্য অনুসমর্থিত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তিতেও স্বীকৃত হয়েছে। রাষ্ট্রহীনতা সমস্যার সুরাহা না হলে তা সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে, যা অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের প্রচেষ্টাকে উল্লেখযোগ্যভাবে বাধাগ্রস্ত করে, এমনকি সহিংসতা ও বাস্তুচ্যুতির মতো অবস্থার সূচনা করে।

যখন কিছু রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিকে পালিয়ে গিয়ে শরণার্থী হতে বাধ্য করা হয় তখন অধিকাংশ রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিই তাদের জন্ম এবং বেড়ে ওঠার দেশে রয়ে যায়। দীর্ঘকাল যাবত চলমান এরকম পরিস্থিতিতে যে সকল রাষ্ট্রহীন ব্যক্তি রয়েছেন, তাদের মানবাধিকার সমুন্নত রাখতে এখনও অনেক কিছু করার বাকি রয়েছে। রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং সরকারের সম্মিলিত উদ্যোগই এ সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠি।

UNHCR কর্তৃক ১০ বছরব্যাপী রাষ্ট্রহীনতা বন্ধের প্রচার অভিযান পূরণ কালেই এই হ্যান্ডবুক প্রকাশিত হয়েছে। মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাই পারে এই উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে। মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দেশীয় আইন প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমেই রাষ্ট্রহীনতার পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারে। জাতীয় আইন এর মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে যেন কোনো ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারীভাবে তার জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত না হন এবং সেটি যেন জাতীয়তা বিষয়ে নারী-পুরুষের সমানাধিকার ভোগের সুযোগ পায়। যে সকল অবস্থায় রাষ্ট্রহীনতার ঝুঁকি রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে শিশুদের জাতীয়তা নিশ্চিত করতে পারে। মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ শরণার্থী সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক দু'টি কনভেনশনের পক্ষভূক্ত হওয়ার জন্য তাদের স্ব-স্ব রাষ্ট্রসমূহকে উৎসাহিত করতে পারে।

জাতীয়তা ও রাষ্ট্রহীনতা সংক্রান্ত এই হ্যান্ডবুকের পরিমার্জিত সংস্করণটি ইন্টার-পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন এবং UNHCR কর্তৃক যৌথভাবে প্রকাশিত। এই হ্যান্ডবুকে সমকালীন রাষ্ট্রহীনতা বিষয়ে, আন্তর্জাতিক আইনগত মূলনীতির অগ্রসরতা, গ্রহণযোগ্য চর্চা এবং সম্ভাব্য সমাধান বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্য রয়েছে। এই হ্যান্ডবুকে রাষ্ট্রহীনতার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ, সরকারি কর্মকর্তা, সুশীল সমাজের সংস্থাসহ অন্যান্যদের করণীয় সম্পর্কেও সুনির্দিষ্ট সুপারিশ রয়েছে। আমরা নিশ্চিত যে, এই হ্যান্ডবুকটি লক্ষ লক্ষ নারী, পুরুষ, বালক-বালিকাদের রাষ্ট্রহীনতার সমস্যা হ্রাস ও সমাধানে একটি প্রয়োজনীয় উপকরণ হিসেবে কাজ করবে।

এন্ডার্স বি.জনসন
মহাসচিব
ইন্টার-পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন

এ্যান্টিনিও গুটারেস
মহাসচিব
জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশন

ভূমিকা

আমাদের মধ্যে যারা কোনো দেশের নাগরিক, তারা ধরেই নেন যে তাদের নাগরিকত্বের কারণে অধিকার ও কর্তব্য রয়েছে। আমাদের মধ্যে অনেকেই সন্তানদের স্কুলে ভর্তি করতে পারেন, অসুস্থ হলে চিকিৎসা সেবা নিতে পারেন, প্রয়োজনে চাকরীর জন্য আবেদন করতে পারেন এবং সরকার গঠণে আমাদের প্রতিনিধি নির্বাচনে ভোট দিতে পারেন। আমরা মনে করি, আমরা যে দেশে থাকি সেখানে আমাদের স্বার্থ রয়েছে, আমরা এক গভীর একাত্মতা বোধ করি, যা আমাদের ব্যক্তিস্বার্থের চেয়ে অনেক বড়।

কিন্তু ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের জীবন কেমন যাদের জাতীয়তা নেই, যারা রাষ্ট্রহীন? নাগরিকত্ব ব্যতীত একজন ব্যক্তি যেখানে সে বসবাস করে সেখানে ভোটার হিসেবে নিবন্ধিত হতে পারেন না; ভ্রমণের জন্য কাগজপত্রের আবেদন করতে পারেন না এবং বিয়ের নিবন্ধন করতে পারেন না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজ দেশের বাইরে অথবা পূর্বের আবাসস্থলের বাইরে অবস্থানরত রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিগণ দীর্ঘ সময় যাবত আটক থাকতে পারেন, যদি উক্ত রাষ্ট্রসমূহ তাদের ভূ-খণ্ডে ঐ সমস্ত ব্যক্তির পুনঃ প্রবেশাধিকার দিতে অস্বীকৃতি জানায়। এমনকি তারা মৌলিক অধিকার যেমন শিক্ষা, চিকিৎসা সেবা এবং চাকরি হতে বঞ্চিত হয়, যখন তারা উক্ত দেশের সাথে তাদের জাতীয়তার কোন সংযোগ প্রমাণ করতে পারে না।

পৃথিবীর কোনো অঞ্চলই এ সমস্ত সমস্যা যা রাষ্ট্রহীনতা সৃষ্টি করে তা থেকে মুক্ত নয়। যাহোক, সারা পৃথিবীতে রাষ্ট্রহীন মানুষের সঠিক পরিসংখ্যান অজানা। রাষ্ট্রসমূহ কখনও কখনও সঠিক তথ্য দিতে অনিচ্ছুক অথবা অপরাগ; কিছু রাষ্ট্রে রাষ্ট্রহীন মানুষের নিবন্ধনের ব্যবস্থা রয়েছে এবং রাষ্ট্রহীন মানুষেরাও প্রায়ই নিরাপদ বাসস্থানের অভাবে চিহ্নিত হতে অস্বীকৃতি জানায়। তথাপি অনেক রাষ্ট্র তাদের ভূ-খণ্ডে রাষ্ট্রহীন মানুষের সংখ্যা নির্ধারণ করতে UNHCR -এর সাথে কাজ করে যাচ্ছে। UNHCR -এর হিসাব মতে, সারা পৃথিবীতে প্রায় দশ লক্ষ মানুষ কোনো জাতীয়তা ছাড়াই বসবাস করছে।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রাষ্ট্রহীনতা একটি বৈশ্বিক সমস্যা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। রাষ্ট্রসমূহের জাতীয়তা সংক্রান্ত আইনের ত্রুটির কারণে, রাষ্ট্র কর্তৃক অধিকৃতকরণের কারণে, একটি সমাজের নির্দিষ্ট গোষ্ঠী সমূহকে দীর্ঘকাল ধরে প্রান্তিকীকরণের মাধ্যমে অথবা ব্যক্তি বা গোষ্ঠীসমূহকে তাদের জাতীয়তা থেকে বিচ্ছিন্ন করার সুযোগে রাষ্ট্রহীনতা সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্রহীনতা মূলত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিভিন্ন যুগের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত। আন্তর্জাতিক সীমানা পূনঃনির্ধারণ, প্রশ্নবিদ্ধ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে হাসিলের লক্ষ্যে জাতীয় নেতাদের দ্বারা রাজনৈতিক

“আমি যে দেশে বসবাস করেছি সে দেশ কর্তৃক ‘না’ শুনে, যে দেশে জন্ম গ্রহণ করেছি সে দেশ কর্তৃক ‘না’ শুনে, যে দেশে আমার পিতামাতা ছিলেন সে দেশ কর্তৃক ‘না’ শুনে, ‘তুমি আমাদের কেউ নও’ সেটি ক্রমাগত শুনে, আমার মনে হয় আমি কেউ না এবং এমনকি জানিনা আমি কোথায় বসবাস করছি। রাষ্ট্রহীন হয়ে তুমি সবসময়ই মর্যাদাহীনতার ধারণা দ্বারা বেষ্টিত থাক’ ।

লারা, যে পূর্বে একজন রাষ্ট্রহীন ছিল।

পদ্ধতির ব্যবহার এবং/অথবা বর্ণ,ধর্মের কারণে অনেক ব্যক্তিকে বা নৃ-তাত্ত্বিক সংখ্যা লঘুদের জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত করা কিংবা অস্বীকৃতি জানানোর মাধ্যমে পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে রাষ্ট্রহীনতার সৃষ্টি করছে। বিগত ২০ বৎসরে ক্রমবর্ধমান সংখ্যক মানুষ জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত হয়েছে অথবা জাতীয়তা অর্জন করতে পারেনি। এ অবস্থা চলতে দিলে বঞ্চনার অনুভূতি ক্ষতিগ্রস্থদের বাস্তুচ্যুত এবং এমনকি সংঘর্ষের দিকেও ঠেলে দিতে পারে।

এই হ্যান্ডবুকটি মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দের জন্য জাতীয়তা বা রাষ্ট্রহীনতা বিষয়ক আন্তর্জাতিক নীতিমালার বিস্তারিত বর্ণনা দেয়। রাষ্ট্রসমূহ তাদের নাগরিকতা নির্ধারণের কাঠামো এবং তা অর্জনের, হারানোর এবং রক্ষা করার ক্ষেত্রে ব্যাপক এখতিয়ার রাখে। তবে যা রাষ্ট্রহীনতার সৃষ্টি করে এবং/অথবা বৈষম্যমূলকভাবে প্রয়োগ করা হয় এ ধরনের এখতিয়ার বিংশ শতাব্দীতে মানবাধিকার নীতিমালার উন্নয়নের ফলে সংকুচিত হয়েছে।

যদিও রাষ্ট্রসমূহ রাষ্ট্রহীনতার সমস্যাগুলি নিরসনে একসাথে কাজ করছে, তথাপি সারা পৃথিবীতে এখনও প্রায় দশ লক্ষ মানুষের কোন জাতীয়তা নেই। এই হ্যান্ডবুকটি আন্তর্জাতিক আইন, বিশেষ করে ১৯৫৪ সালের রাষ্ট্রহীনদের মর্যাদা সংক্রান্ত কনভেনশনের অধীনে রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের অধিকার এবং দায়িত্ব নিয়ে আলোচনা করেছে। এই হ্যান্ডবুকটি রাষ্ট্রহীনতার প্রধান কারণগুলিকেও চিহ্নিত করেছে এবং জাতীয়তা আইনের অসাবধানতাবশত প্রয়োগের ফলে যাতে রাষ্ট্রহীনতা না ঘটে সেটি সরকারসমূহ কিভাবে নিশ্চিত করবে তাও বিবেচনায় নিয়েছে।

জাতিসংঘের একটি অঙ্গ সংগঠন হিসেবে UNHCR রাষ্ট্রহীনতার ঘটনা কমাতে এবং রাষ্ট্রহীন মানুষের জাতীয়তা অর্জনে সহায়তা করছে। এই হ্যান্ডবুকটি উপরোক্ত ভূমিকা পূরণে UNHCR কী ভূমিকা পালন করে তার বর্ণনা করেছে। এতে কিভাবে মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ তাদের দেশের নাগরিকত্ব আইনের পর্যালোচনা ও পুনঃনিরীক্ষণ করে, তাদের সরকারকে রাষ্ট্রহীনতা বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ স্বাক্ষর করতে উৎসাহিত করবে এবং রাষ্ট্রহীনতার সাথে সম্পৃক্ত সমস্যাগুলি নিয়ে জনসচেতনা তৈরি করবে এমন বাস্তবসম্মত সুপারিশও রয়েছে।

এই হ্যান্ডবুকটিতে রাষ্ট্রহীনতা সমস্যা সমাধানের কিছু ইতিবাচক উদাহরণ যেমন-কতিপয় রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সদিচ্ছা, সুশীল সমাজের প্রচেষ্টা এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহায়তার মাধ্যমে কিভাবে রাষ্ট্রহীনতার ঘটনাগুলির দীর্ঘসূত্রিতার অবসান হয়েছে, তা তুলে ধরা হয়েছে। এই সমস্ত ভালো উদাহরণ এই ধারণা দেয় যে, যখন সরকার, সমাজ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় একসাথে কাজ করে তখন রাষ্ট্রহীন ব্যক্তি পরিশেষে "জাতীয়তার অধিকার" উপভোগ করতে পারে।

নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত হওয়া সাথে সাথে মানুষ জাগতিক অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। এটা অনেকটা গুহাবাসী আদিম মানব হয়ে জঙ্গলে ফেরত যাওয়ার মতো। সহনাগরিকদের কাছ থেকে নাগরিকের মর্যাদা পেতে হলে নাগরিকত্ব অপরিহার্য। নাগরিকত্ব হারালে তার মর্যাদাও যেন হারিয়ে যায়। জগতের কোন কিছুতেই তাদের অবদান প্রমাণের জন্য কোনও কিছু নাথাকায়, তাদের যাপিত জীবন বা মৃত্যুর কোন চিহ্ন থাকে না।

হানাহ আরেন্ডট, দা' ওরিজিন অফ টোটালিটারিয়ানিজম

রাষ্ট্রহীনতা হ্রাসকরণ এবং জাতীয়তার অধিকার বিষয়ে আন্তর্জাতিক আইনি কাঠামো :

মায়ানমার থেকে আগত সহস্রাধিক রোহিঙ্গা বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল শামলাপুরে বাস করে। তাদের অনেকেই নৌকা মালিকদের কাছে ঋণের দায়বদ্ধাতার ফাঁদে পড়ে আছে এবং বছরের পর বছর ঋণ বেড়েই যাচ্ছে। UNHCR/Greg Constantine,2010

জাতীয়তা একটি স্পর্শকাতর বিষয়, যেহেতু এটি একটি দেশের সার্বভৌমত্ব এবং অস্তিত্বের প্রতীক। বিস্ময়কর হলেও, নাগরিকত্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব রাষ্ট্রের ভিতরে এবং একাধিক রাষ্ট্রের মধ্যে অস্থিরতা এবং সংঘাতের রূপ নিতে পারে এবং নেয়। বিংশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রহীনতার ঘটনার সংখ্যা এবং মানবাধিকার বিষয়ক সচেতনতা এবং উদ্বেগ উভয় বাড়তে থাকে। ফলশ্রুতিতে জাতীয়তা বিষয়ক আন্তর্জাতিক আইন দু'টি ধারায় বিবর্তিত হচ্ছে; যথা : যারা ইতোমধ্যে রাষ্ট্রহীন হয়েছে তাদের সুরক্ষা ও সহায়তা দেয়া এবং অন্তত রাষ্ট্রহীনতার ঘটনা কমানো অথবা প্রতিরোধে সচেষ্ট হওয়া।

একজন ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট দেশের নাগরিক কিনা সেটি কে/কারা নির্ধারণ করে?

নীতি অনুসারে, জাতীয়তার প্রশ্নসমূহ প্রত্যেক রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ এখতিয়ারের মধ্যে পড়ে। তথাপি, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্তের প্রয়োগ অন্যান্য রাষ্ট্রের একই ধরনের কার্যকলাপের মাধ্যমে এবং আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে সীমাবদ্ধ হতে পারে।

তিউনেশিয়া এবং মরোক্কোর জাতীয়তা ডিক্রী (১৯২৩) সম্পর্কে স্থায়ী আন্তর্জাতিক আদালত পরামর্শমূলক অভিমত দেন যে,

> *"কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয় কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ এখতিয়ারের মধ্যে এককভাবে পড়ে কি না তা একটি আপেক্ষিক প্রশ্ন , যা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অগ্রগতির ওপর নির্ভর করে।"*

ফলশ্রুতিতে স্থায়ী আদালত বলে যে, যখন জাতীয়তার বিষয়গুলি নীতি অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ এখতিয়ারের মধ্যে, তখন রাষ্ট্রসমূহকে আন্তর্জাতিক আইনের নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রতি যে দায়িত্ব রয়েছে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হয়।

সাত বছর পর এই অভিমতটির পুনরাবৃত্তি হয়েছিল ১৯৩০ সালের জাতীয়তা বিষয়ক আইনসমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংক্রান্ত কতকগুলো প্রশ্নমালা বিষয়ক হেগ কনভেনশনে। অনেক রাষ্ট্র ১৯২৩ সালের স্থায়ী আদালতের পরামর্শমূলক এই অভিমতের ওপর মন্তব্য প্রদান করে, যেহেতু এটি ১৯৩০ সালের হেগ কনভেনশনের প্রস্তুতির সাথে সম্পৃক্ত ছিল। অধিকাংশ রাষ্ট্রই পরামর্শমূলক এই অভিমতকে রাষ্ট্রের জাতীয়তা সংক্রান্ত সিদ্ধান্তসমূহ উক্ত রাষ্ট্রের বাইরে গিয়ে প্রয়োগের ওপর এক ধরনের সীমাবদ্ধতা হিসেবে ব্যাখ্যা করেছিল, বিশেষ করে যখন উক্ত রাষ্ট্রের সিদ্ধান্তসমূহ অন্যান্য রাষ্ট্রের জাতীয়তা সম্পৃক্ত সিদ্ধান্তসমূহের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ হয়।

সকল ব্যক্তির জাতীয়তা নিশ্চিত করার জন্যে প্রথম আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা ছিল ১৯৩০ সালের হেগ কনভেনশনে, যা লীগ অব নেশন্স এ সাধারণ পরিষদের অধীনে অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনটির ১ম অনুচ্ছেদ অনুসারে,

> *"প্রত্যেক রাষ্ট্র তার নিজস্ব আইন দ্বারা নির্ধারণ করে যে কারা উক্ত রাষ্ট্রের নাগরিক হবে। অন্যান্য রাষ্ট্র কর্তৃক এই আইনটি স্বীকৃতি পাবে তখনই যখন এটি আন্তর্জাতিক কনভেনশনসমূহ, আন্তর্জাতিক প্রথা এবং জাতীয়তা সংক্রান্ত সাধারণভাবে স্বীকৃত আইনি নীতিমালার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়।"*

অন্যভাবে বলা যায়, একটি রাষ্ট্র কিভাবে তার নাগরিকদের জাতীয়তা নির্ধারণের অধিকার চর্চা করবে, তার সাথে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক আইনের নীতিমালার সাথে সঙ্গতি থাকা উচিত।

১৯৪৮ সালের মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের অনুচ্ছেদ ১৫ ঘোষণা করে যে,

> *" প্রত্যেকেরই একটি জাতীয়তার অধিকার রয়েছে। কাউকে স্বেচ্ছাচারীভাবে তার জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না অথবা তার জাতীয়তা পরিবর্তনের অধিকার অস্বীকার করা যাবে না।"*

একজন ব্যক্তি এবং তার রাষ্ট্রের মধ্যে বিদ্যমান যোগসূত্রের ওপর ভিত্তি করে এই অধিকারটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক আদালত জাতীয়তা এবং তার অর্ন্তনিহিত সংযোগের ব্যাখ্যা ১৯৫৫ সালের Nottebohm মামলায় নিম্নলিখিত ভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে-

"রাষ্ট্রীয় প্রথা, সালিশী এবং বিচারিক সিদ্ধান্তসমূহ এবং লেখকদের অভিমত অনুসারে, জাতীয়তা একটি আইনী বন্ধন যার ভিত্তি হিসেবে রয়েছে সামাজিক সংযুক্তির ঘটনা, একটি প্রকৃত যোগসূত্রের উপস্থিতি, আগ্রহ এবং অনুভূতি এবং তার সাথে রয়েছে পারস্পরিক অধিকার এবং দায়িত্বের বিদ্যমান উপস্থিতি।"

একটি প্রাসঙ্গিক যোগসূত্র থেকে জাতীয়তার অধিকারের জন্ম হয়, যা প্রকাশ পায় জন্মসূত্রে, বাসস্থান কিংবা বংশসূত্রে এবং যা বর্তমানে প্রতিফলিত হচ্ছে অধিকাংশ রাষ্ট্রের জাতীয়তা বিষয়ক আইনের ধারায় এবং সাম্প্রতিককালের জাতীয়তা বিষয়ক আন্তর্জাতিক দলিলাদিতে, যেমন ১৯৯৭ সালের জাতীয়তা সংক্রান্ত ইউরোপীয়ান কনভেনশনে।"

আন্তঃ আমেরিকান মানবাধিকার আদালত প্রদত্ত জাতীয়তার সংজ্ঞা অনুসারে ঃ

"রাজনৈতিক এবং আইনি বন্ধন যা একজন ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট দেশের সাথে সংযোগ করিয়ে দেয় এবং তাকে আনুগত্য এবং সততার বন্ধনে ঐ দেশের সাথে আবদ্ধ করে, ঐ দেশ থেকে কূটনৈতিক সুরক্ষা পাবার দাবিদার করে তোলে"। (ক্যাসটিলো- পেতরুজ্জি ও অন্যান্য বনাম পেরু মামলা, মে ১৯৯৯আইএসিএইচআর [সিরিজ সি] নং ৫২)

কিভাবে শরণার্থী এবং রাষ্ট্রহীনদের অধিকার সুরক্ষিত হয়?

যদিও UDHR–এর অনুচ্ছেদ ১৫তে ঘোষণা করেছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির জাতীয়তার অধিকার রয়েছে, তবে এটি একজন ব্যক্তির সুনির্দিষ্ট জাতীয়তা নির্ধারণ করে দেয়নি, যা একজন ব্যক্তি পাওয়ার দাবি রাখে। সকল ব্যক্তি যাতে জাতীয়তা সম্পর্কিত ন্যূনতম অধিকারসমূহ থেকে বঞ্চিত না হয়, তা নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় দুটি চুক্তি প্রণয়ন করেছে : শরণার্থীদের মর্যাদা সংক্রান্ত কনভেনশন ১৯৫১ এবং রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের মর্যাদা সংক্রান্ত কনভেনশন ১৯৫৪।

শরণার্থীদের মর্যাদা সংক্রান্ত কনভেনশন (১৯৫১)–এর সাথে রাষ্ট্রহীনতার কোনো ধরনের সংযোগ রয়েছে কি?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যহিত পরে সদ্য প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের কাছে সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়াল কিভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষ যারা যুদ্ধের কবলে পড়ে শরণার্থী কিংবা রাষ্ট্রহীন হয়ে পড়েছে তাদের চাহিদা পূরণ করা যায়। ১৯৪৯ সালের জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থার একটি সিদ্ধান্তের মাধ্যমে একটি এডহক কমিটি নিয়োগ দেয়া হয়েছিল, যার কাজ ছিল শরণার্থী এবং রাষ্ট্রহীনদের মর্যাদা সংক্রান্ত একটি কনভেনশন প্রণয়ন করা এবং রাষ্ট্রহীনতা দূর করার প্রস্তাব প্রণয়ন করা।

পরিশেষে, কমিটির সদস্যরা শরণার্থীদের মর্যাদা সংক্রান্ত একটি কনভেনশনের খসড়া প্রণয়ন করেন এবং প্রস্তাবিত কনভেনশনটির একটি প্রটোকল তৈরি করেন যা রাষ্ট্রহীনদের বিষয়ে অভিমত দেয়। কমিটি রাষ্ট্রহীনতা দূর করার বিষয়ে পুরোপুরি গুরুত্ব দেয়নি, কারণ এটা মনে করা হয়েছিল যে আন্তর্জাতিক আইন কমিশন ঐ বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দেবে। ঐতিহাসিকভাবে সকল শরণার্থী এবং রাষ্ট্রহীন ব্যক্তি UNHCR পূর্ববর্তী আন্তর্জাতিক শরণার্থী সংগঠনসমূহের কাছ থেকে সুরক্ষা ও সহায়তা গ্রহণ করে আসছিল। শরণার্থী এবং রাষ্ট্রহীনদের এই সংযোগের প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছিল রাষ্ট্রহীনদের

নিয়ে প্রস্তাবিত প্রটোকলে। কিন্তু শরণার্থীদের তাৎক্ষণিক প্রয়োজন এবং আন্তর্জাতিক শরণার্থী সংগঠনের আসন্ন ভাঙনের আশংকার কারণে, ১৯৫১ সালের সর্বময় ক্ষমতাধারীদের সম্মেলনে রাষ্ট্রহীনদের নিয়ে বিশদ আলোচনার সময় ছিল না যদিও সম্মেলনের সূচনা হয়েছিল দুটি বিষয়কেই বিবেচনায় নেয়ার জন্য। ফলশ্রুতিতে এই সম্মেলনে ১৯৫১ সালের শরণার্থী বিষয়ক কনভেনশনটি প্রণীত হয় এবং রাষ্ট্রহীনদের নিয়ে প্রটোকলটির প্রণয়ন পরবর্তী তারিখের জন্য স্থগিত করা হয়।

একজন রাষ্ট্রহীন ব্যক্তি ১৯৫১ সালের শরণার্থী বিষয়ক কনভেনশনের অধীনে সুরক্ষা পেতে পারে। একজন রাষ্ট্রহীন যেহেতু জাতি, বর্ণ, ধর্ম, জাতীয়তা, নির্দিষ্ট কোনো সামাজিক গোষ্ঠীর সদস্য ও রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে সে বিধিবহির্ভূতভাবে নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছে তাই ঐ ব্যক্তি, শরণার্থী হিসেবে স্বীকৃতি ও সুরক্ষা পেতে পারে।

১৯৫৪ সালের কনভেনশনে কী আছে?

১৯৫১ সালের শরণার্থী কনভেনশনের পরিশিষ্ট হিসেবে রাষ্ট্রহীনদের নিয়ে যে প্রটোকলের খসড়া তৈরি করা হয় তা তার নিজস্ব অধিকার বলে কনভেনশনে রূপান্তরিত হয় ১৯৫৪ সালে। ১৯৫৪ সালের কনভেনশনটি রাষ্ট্রহীনদের মর্যাদা প্রদান এবং উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে প্রণীত প্রধান আন্তর্জাতিক দলিল যা রাষ্ট্রহীনদের বৈষম্যহীনভাবে মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা প্রদান করেছে। (১৯৫৪ সালের কনভেনশনটির সদস্য রাষ্ট্রসমূহের তালিকা সংযুক্তি ১ এ দেখুন)

১৯৫৪ সালের কনভেনশনটির অনুচ্ছেদসমূহ অনেকাংশেই ১৯৫১ সালের শরণার্থী বিষয়ক কনভেনশনের সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ। যারা একটি রাষ্ট্রের ভূ-খণ্ডে জন্মগ্রহণ করেছে বা নিয়মিতভাবে বসবাস করছে তাদের জাতীয়তা প্রদানের ক্ষেত্রে ১৯৫৪ সালের কনভেনশনটিতে অংশগ্রহণই যথেষ্ট নয়। কোনো বিকল্প হতে পারে না। রাষ্ট্রহীনদের অধিকার যত বিশদভাবেই দেয়া হোক না কেন, তারা নাগরিকত্ব অর্জনের সমান পর্যায়ে হবে না।

১৯৫৪ সালের কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ১(১), রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের নিম্নরূপ সংজ্ঞা প্রদান করে যা আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত -

''একজন ব্যক্তি যে কোন রাষ্ট্রের আইনের অধীনে নাগরিক হিসেবে বিবেচিত হয় না''।

যারা ১৯৫৪ সালের কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ১(১)-এর সংজ্ঞার আওতাভুক্ত ব্যক্তি হবেন তাদেরকে আইনগত ভাবে (de jure) রাষ্ট্রহীন ব্যক্তি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বিপরীতে অন্যদের চূড়ান্ত আইনে কার্যত রাষ্ট্রহীন (de facto) ব্যক্তি হিসেবে উল্লেখ করা হয়। কার্যত (de facto) রাষ্ট্রহীন শব্দটি কোনো আন্তর্জাতিক দলিলে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি এবং এই সমস্ত ব্যক্তিকে নিয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট চুক্তিও নেই। UNHCR এর কার্যকরী সংজ্ঞা অনুযায়ী কার্যত (de facto) রাষ্ট্রহীন ব্যক্তি তাদেরকে বুঝায় যারা তাদের নিজ দেশের বাইরে এবং নিজ দেশের কূটনৈতিক সুরক্ষা পেতে অক্ষম অথবা যৌক্তিক কারণে অনিচ্ছুক।

কে নাগরিক? কে রাষ্ট্রহীন?

আইনের দৃষ্টিতে একজন নাগরিক বলতে ঐ ব্যক্তিকে বুঝায় যিনি রাষ্ট্রকর্তৃক প্রণীত আইনের শর্তানুযায়ী স্বাভাবিকভাবেই নাগরিক হিসেবে বিবেচিত অথবা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যাকে নাগরিকতা প্রদান করা হয়েছে। বেশিরভাগ মানুষই সাধারণত কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় আইনে নাগরিক হিসেবে বিবেচিত হয়। যে রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করেছে সে রাষ্ট্রের আইন দ্বারা (জন্ম সূত্রে) অথবা ব্যক্তির জন্মের সময় তার পিতা-মাতা যে দেশের নাগরিক ছিলেন (বংশ সূত্রে) সেই অনুযায়ী।

নাগরিকতা প্রদানের বিষয়ে যখন কোনো প্রশাসনিক পদ্ধতির বিষয় থাকে তখন কেবলমাত্র নাগরিকতার আবেদন অনুয়ায়ী তাকে নাগরিক হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় আইনের অধীনে তার নাগরিকতার আবেদন সম্পাদিত হয়েছে এবং চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় আইনে যাদের নাগরিকতার আবেদনের জন্য যোগ্য বিবেচনা করা হয় কিন্তু যাদের আবেদন অগ্রাহ্য হয় তাদের ঐ রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে বিবেচনা করা যায় না।

রাষ্ট্রহীনদের সুরক্ষা বিষয়ে UNHCR-এর হ্যান্ডবুকটি রাষ্ট্র, UNHCR এবং অন্যান্য পক্ষকে উপকারভোগীদের চিহ্নিতকরণ এবং যথাযথ ব্যবস্থা নির্ধারণে ১৯৫৪ সালের কনভেনশনটির অনুচ্ছেদ ১ (১) কিভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, সেই বিষয়ে, নির্দেশনা প্রদান করে।

যদিও ১৯৫৪ সালের কনভেনশনটি রাষ্ট্রহীন মানুষের একটি আন্তর্জাতিক আইনি সংজ্ঞা দিয়েছে এবং তাদের প্রাপ্ত সুবিধাদির মানদণ্ড নির্ধারণ করে দিয়েছে। কিন্তু এটি রাষ্ট্রহীন মানুষদের চিহ্নিত করার কোনো প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে দেয় নি। তবে, ১৯৫৪ সালের কনভেনশনটিতে অন্তর্নিহিত আছে যে রাষ্ট্রসমূহ তাদের কনভেনশনের অঙ্গীকার অনুযায়ী, তাদের ভূ-খণ্ডের রাষ্ট্রহীন মানুষদের চিহ্নিত করবে এবং তাদের প্রতি যথাযথ আচরণ করবে। রাষ্ট্রহীন মানুষের সুরক্ষার জন্য UNHCR-এর হ্যান্ডবুক UNHCR এবং রাষ্ট্রসমূহের জন্য রাষ্ট্রহীন মানুষদের চিহ্নিত করার একটি জাতীয় পদ্ধতি নির্ধারণের উপায় নির্ধারণ করেছে। অনুরোধ সাপেক্ষে UNHCR-এর প্রধান কার্যালয়ের সেবা দপ্তর প্রতিনিধির মাধ্যমে কিভাবে এর পদ্ধতি নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন করা যায়, তার পরামর্শ দিতে প্রস্তুত আছে।

রাষ্ট্রহীন ব্যক্তি কি শরণার্থী হতে পারে?

যদিও সারা পৃথিবীতে অধিকাংশ রাষ্ট্রহীন ব্যক্তি সে দেশে বসবাস করে যে দেশে তারা জন্মেছিল। কিন্তু একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ বর্ণ, ধর্ম, জাতীয়তা, নির্দিষ্ট কোনো সামাজিক গোষ্ঠীর সদস্য বা রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে নির্যাতন থেকে বাঁচতে তাদের দেশ থেকে পালিয়ে যায়। এই সমস্ত জনগণই হচ্ছে রাষ্ট্রহীন শরণার্থী।

১৯৫১ সালের শরণার্থী কনভেনশনে উদ্ধৃত শরণার্থী সংজ্ঞা অনুযায়ী সাধারণত রাষ্ট্রহীনতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্যাতন হিসেবে বিবেচিত হয় না, তবে এটি খুব সহজেই নির্যাতনের একটি উপাদান বা কারণ হতে পরে যা অন্যান্য উপাদানের সাথে একসাথে বিবেচনায় নেয়া যায়। স্বেচ্ছাচারী ভাবে বৈষম্যের কারণে জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত করার বিষয়টি নির্যাতিত হওয়ার সুপ্রতিষ্ঠিত ভীতির কারণ হতে পারে, বিশেষত যদি তা রাষ্ট্রহীনতার সৃষ্টি করে।

শরণার্থী এবং রাষ্ট্রহীনদের সুরক্ষার জন্য ১৯৫১ সালের শরণার্থী কনভেনশন এবং ১৯৫৪ সালের কনভেনশনের খসড়া প্রণয়নকারীরা দুটি পৃথক আইনি কাঠামো তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। যেখানে ১৯৫১ সালের শরণার্থী কনভেনশনটি শরণার্থীসহ রাষ্ট্রহীনদের এবং ১৯৫৪ সালের কনভেনশনটি শুধুমাত্র রাষ্ট্রহীনদের জন্য প্রণীত হয়েছে। ১৯৫৪ সালের কনভেনশনের অধীনে রাষ্ট্রহীনদের জন্য স্বীকৃত অধিকারের অধিকাংশই ১৯৫১ সালের শরণার্থী কনভেনশনের অধীনে শরণার্থীদের জন্য স্বীকৃত অধিকার সমূহের সমরূপ। তবে ১৯৫১ সালের শরণার্থী কনভেনশনটিতে শরণার্থীদের বিশেষ কারণে অবৈধ উপস্থিতি এবং প্রবেশের জন্য দণ্ড না দেয়া এবং ফেরত না পাঠানোর (non-refoulment) বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। এই নীতি সমূহ ১৯৫৪ সালের কনভেনশনে নেই। যেমন-যখন একজন ব্যক্তি শরণার্থী এবং রাষ্ট্রহীনতা উভয় মর্যাদার জন্য যোগ্য হয় তখন রাষ্ট্র ঐ ব্যক্তির প্রতি ১৯৫১ সালের শরণার্থী কনভেনশনের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ধারাসমূহ প্রয়োগ করবে।

রাষ্ট্রহীনতা হ্রাসকরণ সংক্রান্ত ১৯৬১ সালের কনভেনশনে কী আছে?

জাতীয়তা অর্জন এবং হারানো বিষয়ে রাষ্ট্রসমূহের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির কারণে, কিছু ব্যক্তি বিপদের মুখে পড়ছে এবং রাষ্ট্রহীন হচ্ছে। তাই এই ধরনের শূন্যতা পূরণের জন্য অভিন্ন নীতিমালা প্রয়োজন।

১৯৫০ সালে, ILC একটি খসড়ার প্রক্রিয়া শুরু করে ছিল যা পরবর্তীতে ১৯৬১ সালের রাষ্ট্রহীনতা হ্রাসকরণ সংক্রান্ত কনভেনশন হিসেবে আবির্ভূত হয়। ১৯৬১ সালের কনভেনশনটি একমাত্র সর্বজনীন দলিল যা রাষ্ট্রহীনতার ঝুঁকির বিরুদ্ধে ন্যায্য এবং যথাযথ প্রতিকার নিশ্চিত করার জন্য দৃঢ় সুরক্ষা প্রদান করার বিষয়ে স্বচ্ছ ও বিস্তারিত আলোচনা করেছে।

১৯৬১ সালের কনভেনশনটির অনুচ্ছেদসমূহের লক্ষ্য হচ্ছে জন্মের সময় এবং পরবর্তী জীবনে রাষ্ট্রহীনতা দূর করা। কিন্তু এইগুলি কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা নিষিদ্ধ করতে পারেনি, এবং বর্তমানে যারা রাষ্ট্রহীন তাদেরকে নাগরিকত্ব প্রদান করতে রাষ্ট্রসমূহকে নির্দেশনাও দিতে পারেনি। ১৯৬১ সালের কনভেনশনটি একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করতে উল্লেখ করেছে যেখানে একজন ব্যক্তি, যে ১৯৬১ সালের কনভেনশনের অধীনে সুবিধা পাবে, তার দাবি যাচাইয়ের আবেদন করতে পারবে এবং তার দাবি যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থাপন করার বিষয়ে সহায়তা চাইতে পারবে। এরই ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ UNHCR-কে উক্ত ভূমিকা নিতে নির্দেশ প্রদান করে। (১৯৬১ সালের কনভেনশনের রাষ্ট্রপক্ষসমূহের তালিকা দেখতে সারনি ২ দেখুন)

রাষ্ট্রহীনতার ঘটনা কমানোর লক্ষ্যে ১৯৬১ সালের কনভেনশনটি রাষ্ট্রসমূহকে জাতীয়তা সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের নির্দেশ প্রদান করে যাতে জাতীয়তা অর্জন এবং হারানো বিষয়ে সুনির্দিষ্ট মানদণ্ডের প্রতিফলন থাকবে। কনভেনশনটির প্রয়োগ এবং ব্যাখ্যা নিয়ে চুক্তিভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের মাঝে বিরোধ যদি অন্যান্য মাধ্যমে সমাধান না হয় তাহলে তারা সেটি যে কোনো পক্ষের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে দাখিল করতে পারবে।

রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের সুরক্ষা সংক্রান্ত UNHCR-এর হ্যান্ডবুক, সরকারসমূহ, UNHCR এবং অন্যান্য সংস্থাকে শিশুদের মাঝে রাষ্ট্রহীনতার ঝুঁকির সাথে সম্পর্কিত ১৯৬১ সালের কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ১-৪ এবং ১২, কিভাবে প্রয়োগ এবং ব্যাখ্যা করা যায় সেই বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করে।

"একদিন আমি দুটি দেশের সীমান্তের মাঝে দাঁড়িয়েছিলাম এবং কোনো দেশেই প্রবেশ করতে পারছিলাম না, এটা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। আমি যে দেশে থাকতাম সে দেশে প্রবেশ করতে পারছিলাম না এবং যে দেশে আমি জন্মেছি, বেড়ে উঠেছি এবং বসবাস করেছি সেই দেশেও প্রবেশ করতে পারছিলাম না। আমি কোথাকার আধিবাসী? আমি এখনও হারানোর সেই কঠিন অনুভূতি ভুলতে পারি না যেই অভিজ্ঞতা আমি বিমানবন্দরে পেয়েছিলাম"

(লরা, যে পূর্বে রাষ্ট্রহীন ছিল)

কিভাবে মানবাধিকার আইন জাতীয়তার অধিকারকে নিশ্চিত করতে পারে?

আন্তর্জাতিক অন্যান্য আইনি দলিলসমূহ জাতীয়তার অধিকার নিয়ে আলোচনা করে। UDHR-এর অনুচ্ছেদ ১৫ অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তির জাতীয়তার অধিকার রয়েছে এবং কাউকে স্বেচ্ছাচারী ভাবে তার জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

প্রত্যেক শিশুর জাতীয়তা অর্জনের অধিকার পরবর্তীতে ১৯৬৬ সালের নাগরিক ও রাজনৈতেক অধিকার বিষয়ক চুক্তিতে বর্ণিত হয়েছে। অনুচ্ছেদ ২৪ বর্ণনা করে যে,

> *["জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, জাতীয়তা বা সামাজিক উৎপত্তি, সম্পত্তি বা জন্মের ক্ষেত্রে বৈষম্য ব্যতিরেকে প্রতিটি শিশু তার পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের নিকট হতে অপ্রাপ্ত বয়স্ক হিসেবে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা লাভের অধিকারী হবে।"]*
>
> *"প্রত্যেক শিশুর জন্মের পর অবিলম্বে নিবন্ধনভুক্ত করতে হবে এবং তার একটি নাম রাখতে হবে।"*
>
> *"প্রত্যেক শিশুরই একটি দেশের জাতীয়তা লাভের অধিকার রয়েছে।"*

ICCPR-এর অনুচ্ছেদ-২৬, আরও একটি বৈষম্যহীনতার ধারা বর্ণনা করেছে যা বড় পরিসরে প্রয়োগ এবং বাস্তবায়িত হয় এবং এর মধ্যে জাতীয়তা আইনও রয়েছে।

> *''আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান এবং যে-কোনো ধরনের বৈষম্য ব্যতিরেকে আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী। এই ক্ষেত্রে আইনের দ্বারা জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক বা ভিন্নমত, জাতীয় বা সামাজিক উৎপত্তি, সম্পত্তি, জন্ম অথবা অন্য কোন মর্যাদার ভিত্তিতে বৈষম্য নিষিদ্ধ করতে হবে এবং অনুরূপ বৈষম্যের বিরুদ্ধে সবাইকে সমান ও কার্যকর সুরক্ষা প্রদান করবে''।*

১৯৬৫ সালের ''সকল ধরনের বর্ণ বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি''রাষ্ট্রসমূহকে এটা নিশ্চিত করার মর্মে বাধ্যবাধকতা প্রদান করে যে– জাতি, বর্ণ বা নৃ-তাত্ত্বিক পার্থক্য নির্বিশেষে সকলের অধিকার রয়েছে এবং আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান, বিশেষ করে জাতীয়তার অধিকারসহ কতিপয় মৌলিক মানবাধিকার উপভোগের ক্ষেত্রে (অনুচ্ছেদ-৫)।

১৯৭৯ সালের ''নারীর প্রতি সকল বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত কনভেনশন''-এর অনুচ্ছেদ ৯, জাতীয়তা আইনে নারীর প্রতি বৈষম্যকে রাষ্ট্রহীনতার একটি প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করে বর্ণনা করে যে,

> *''রাষ্ট্রসমূহ জাতীয়তা অর্জন, পরিবর্তন বা বজায় রাখার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করবে। রাষ্ট্রসমূহ বিশেষভাবে নিশ্চিত করবে যে, কোনো বিদেশির সাথে বিবাহ বা বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে স্বামীর জাতীয়তা পরিবর্তনের ফলে স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে স্ত্রীর জাতীয়তার পরিবর্তন হবে না, তাকে জাতীয়তাহীন করবে না অথবা স্বামীর জাতীয়তা গ্রহণে তাকে বাধ্য করা যাবে না।''*
>
> *''রাষ্ট্রপক্ষসমূহ সন্তানদের জাতীয়তার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সম অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করবে।''*

প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্র কর্তৃক অনুসমর্থিত ১৯৮৯ সালের শিশু সনদে জাতীয়তা সম্পর্কিত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ রয়েছে।

অনুচ্ছেদ-২ বর্ণনা করে যে,

''পক্ষভূক্ত রাষ্ট্রসমূহ এই সনদে সন্নিবেশিত অধিকারসমূহকে সম্মান প্রদর্শন করবে এবং কোনো ধরনের বৈষম্য ব্যতিরেকে অর্থাৎ শিশুদের বা তাদের পিতামাতার বা আইনানুগ অভিভাবকের জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক বা অন্যান্য মতামত, জাতীয়, নৃগোষ্ঠীগত বা সামাজিক উৎস, সম্পত্তি, অক্ষমতা, জন্মগত বা অন্যান্য মর্যাদা নির্বিশেষে এই অধিকারসমূহ তাদের এখতিয়ারভুক্ত প্রত্যেক শিশুর জন্য নিশ্চিত করবে।''

অনুচ্ছেদ-৭ বর্ণনা করে যে,

''জন্মের পর অবিলম্বে শিশুর জন্ম নিবন্ধন করতে হবে। জন্মের পর থেকে শিশু তার একটি নাম, জাতীয়তা এবং যতদূর সম্ভব তার পিতা-মাতা সম্পর্কে জানার এবং তাদের পরিচর্যা পাওয়ার অধিকার লাভ করবে।''

অনুচ্ছেদ-৮ (১) উল্লেখ করে যে,

রাষ্ট্রপক্ষসমূহ বেআইনী হস্তক্ষেপ ছাড়াই শিশুর জাতীয়তা, নাম ও আত্মীয়-স্বজনসহ তার নিজের পরিচয় সংরক্ষণের যে অধিকার আইন দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে তা শ্রদ্ধা করবে।

''সকল অভিবাসী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন ১৯৯০''-এর অনুচ্ছেদ ২৯ বর্ণনা করে যে,

''অভিবাসী শ্রমিকের প্রতিটি সন্তানের অধিকার রয়েছে একটি নাম ধারণ করার, জন্ম নিবন্ধন করার এবং জাতীয়তা লাভের।''

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সংক্রান্ত ২০০৬ সালের কনভেনশনের অনুচ্ছেদ-১৮ বর্ণনা করে যে,

(১) রাষ্ট্রপক্ষসমূহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চলাফেরার স্বাধীনতা, বাসস্থান এবং জাতীয়তা নির্বাচনের স্বাধীনতা অন্যদের মতো সমানভাবে স্বীকৃতি দেবে এবং নিশ্চিত করবে যে :

(ক) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জাতীয়তা অর্জনের এবং পরিবর্তনের অধিকার রয়েছে এবং তাদেরকে অক্ষমতার ভিত্তিতে স্বেচ্ছাচারীভাবে জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

(২) প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্মের পরই অবিলম্বে নিবন্ধন করতে হবে এবং তাদের জন্ম থেকে একটি নামের অধিকার, জাতীয়তা অর্জনের অধিকার এবং যতদূর সম্ভব তাদের পিতা-মাতাকে জানার এবং তাদের কাছ থেকে পরিচর্যা পাওয়ার অধিকার থাকবে।

জাতীয়তার অধিকার সংক্রান্ত কোনো আঞ্চলিক চুক্তি রয়েছে কী ?

আঞ্চলিক দলিলসমূহ জাতীয়তা অধিকারের আইনগত ভিত্তিকে জোরদার করে। ১৯৬৯ সালের মানবাধিকার বিষয়ক আমেরিকান কনভেনশনের অনুচ্ছেদ-২০ কেবলমাত্র জাতীয়তার অধিকারকেই উদ্ধৃত করেনি, এটি জন্মসূত্রে শিশুদের রাষ্ট্রহীনতা দূর করাকে একটি মৌলিক সুরক্ষা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

> *''প্রত্যেক ব্যক্তির একটি জাতীয়তার অধিকার রয়েছে। যদি কোনো ব্যক্তির অন্য কোনো দেশে জাতীয়তার অধিকার না থাকে তাহলে সে যে দেশে জন্মগ্রহণ করেছে সে দেশে তার জাতীয়তার অধিকার রয়েছে। কাউকে স্বেচ্ছাচারীভাবে তার জাতীয়তা থেকে অথবা তা পরিবর্তনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।''*

এই নীতিমালাসমূহ পরবর্তীতে ইন্টার আমেরিকান কোর্টের আইন বিজ্ঞানে সমুন্নত রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে আদালত এটি নিশ্চিত করে যে, জাতীয়তা মঞ্জুর করার শর্তসমূহ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ এখতিয়ারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। আদালত আরো মনে করে যে,

> *''যদিও এটি ঐতিহ্যগতভাবে গৃহীত যে জাতীয়তার স্বীকৃতি এবং জাতীয়তা প্রদান প্রত্যেক রাষ্ট্রের সিদ্ধান্তের বিষয়। কিন্তু সমসাময়িক বিবর্তন এই ইঙ্গিত বহন করে যে, এই বিষয়ে রাষ্ট্রসমূহের অবাধ ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইন নির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে এবং জাতীয়তা সংক্রান্ত বিষয়কে নিয়ন্ত্রিত করতে রাষ্ট্র যে পদ্ধতি অনুসরণ করছে তা বর্তমানে তাদের একচ্ছত্র এখতিয়ারের মধ্যে থাকতে পারে না।''*
> *(Inter American Court on Human Rights, Advisory Opinion, "Amendments to the Naturalization Provision of the Constitution of Costa Rica) paragraphs 32-34, text in 5 HRLJ 1984).*

অন্যভাবে বললে, রাষ্ট্রসমূহ জাতীয়তা আইন বিশেষ করে আইনের প্রয়োগের ফলে যদি রাষ্ট্রহীনতা ঘটে, সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রসমূহকে অবশ্যই আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া বিবেচনায় নিতে হবে।

জাতীয়তা সংক্রান্ত আইনের সংঘর্ষ দূরীকরণে ১৯৩০ সালের কনভেনশন গ্রহণের পর থেকে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক আইনে জাতীয়তা সম্পর্কিত সকল আইনকে একটি দলিলে আনার প্রয়োজন বোধ থেকে ইউরোপীয়ান কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত একটি আঞ্চলিক খসড়া দলিল হলো ECN। ইউরোপে গৃহীত পুরনো চুক্তিগুলির বিপরীতে, এটি ভিন্ন জাতীয়তার বিবাহিত ব্যক্তিদের এবং তাদের সন্তানদের একাধিক জাতীয়তা অর্জনের অনুমতি দিয়েছে। জাতীয়তা অর্জন, বজায় রাখা/ ধারণ করা, হারানো

মাঝে মাঝে আমি নিজেই নিজেকে মেনে নিতে পারি না। আমি মনে হয় যেন আমি মানুষ নই। আমি এটা সামলে উঠতে পারছি না। আমার বন্ধুরা একটি স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে; কিন্তু আমি তা পারি না। আমি স্বপ্ন দেখি যে আমার নিজের একটা গাড়ি থাকবে, কিন্তু আমি তা পারি না। আমি নিজের টাকায় একটা গাড়ি কিনলেও সেটা নিজের নামে নিবন্ধন করতে পারবো না। আমি বিয়ে করে সংসার গড়ার স্বপ্ন দেখি; কিন্তু আমার নাগরিকত্ব নেই বলে একজন আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। আমার নিজেকে একজন কারাবন্দী বলে মনে হয়। লেবাননের নাগরিকত্ব সংক্রান্ত কাগজপত্র স্বর্ণের চেয়েও দামী; লক্ষ টাকা দিলেও তা পাওয়া যায় না। আমার খুব কষ্ট হয় যখন দেখি যে লেবানিজ মেয়েরা তাদের নাগরিকত্ব এবং সেই সংক্রান্ত কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও তাদের লেখাপড়া, কর্মসংস্থান এর জন্য তাদের প্রাপ্তিসাধ্য সুযোগ গুলো গ্রহণ করছে না। এই সুযোগ গুলো আমার জন্য প্রাপ্তিসাধ্য থাকলে আমি আমার স্বপ্নগুলো পূরণ করতে পারতাম; যা এখন আমি পারিনা।

জাইনাব
লেবাননে বসবাসকারী একজন রাষ্ট্রহীন নারী

এবং পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত প্রশ্ন, প্রায়োগিক অধিকার, রাষ্ট্র কর্তৃক অধিকৃতকরণের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয়তা এবং রাষ্ট্রপক্ষসমূহের মাঝে সাময়িক দায়িত্ব এবং সহযোগিতা নিয়েও ECN আলোচনা করে। এটি এমন অনেক ধারা বহন করে যাদের লক্ষ্য হচ্ছে রাষ্ট্রহীনতা প্রতিরোধ করা। রাষ্ট্রহীন ব্যক্তি সংজ্ঞায়িত করতে ECN ১৯৫৪ সালের কনভেনশনকে উদ্ধৃত করেছে। রাষ্ট্র কর্তৃক অধিকৃতকরণ সংক্রান্ত ইউরোপের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, অন্য একটি দেশের জাতীয়তা অর্জনের আগেই তাদের জাতীয়তা হারানোর কারণে অনেক মানুষ রাষ্ট্রহীন হওয়ার ঝুঁকিতে পড়ছেন। রাষ্ট্র কর্তৃক অধিকৃতকরণ সূত্রে রাষ্ট্রহীনতার ঘটনা ঘটতে পারে, যা এক রাষ্ট্র কর্তৃক অন্য রাষ্ট্রকে ভূ-খণ্ড হস্তান্তর, রাষ্ট্রসমূহের একত্র হওয়া, কোনো রাষ্ট্রের ভাঙনের মাধ্যমে অথবা একটি ভূ-খণ্ডের একটি অংশ বা অংশসমূহের পৃথক হওয়ার মাধ্যমে হতে পারে। এধরণের রাষ্ট্রহীনতা প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে ইউরোপীয় কাউন্সিল রাষ্ট্র কর্তৃক অধিকৃতকরণের ফলে রাষ্ট্রহীনতা রহিতকরণে কনভেনশন প্রণয়ন করে। কনভেনশনে রাষ্ট্রীয় উত্তরাধিকারের ফলে জাতীয়তা বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে, যা ২০০৬ সালের ১৫ মার্চ গৃহীত হয়। এর ২২টি অনুচ্ছেদে বিভিন্ন বিষয় যেমন : উত্তরসূরি এবং পূর্বসূরি রাষ্ট্রসমূহের দায়িত্ব, প্রমাণের নীতিমালা, জন্মসূত্রে রাষ্ট্রহীনতা রহিতকরণ এবং রাষ্ট্রহীন ব্যক্তি কর্তৃক জাতীয়তা অর্জন সংক্রান্ত, বাস্তবসম্মত নির্দেশনা প্রদান করে।

১৯৯৯ সালে আফ্রিকান ঐক্য সংস্থা শিশু অধিকার এবং শিশু কল্যাণের ওপর আফ্রিকান সনদ তৈরি করে, (বর্তমানে আফ্রিকান ইউনিয়ন) এই সনদে CRC-এর আদলে কিছু নীতিমালা যেমন : বৈষম্যহীনতা এবং শিশুদের সর্বোচ্চ স্বার্থ সংরক্ষণের প্রাথমিক বিবেচনার নীতি অনুসৃত হয়েছে। সনদটির অনুচ্ছেদ ৬ নাম এবং জাতীয়তা বিষয়ে আলোকপাত করেছে। এটি শিশুদের রাষ্ট্রহীনতা প্রতিরোধ করাকে একটি মৌলিক সুরক্ষা হিসেবে উল্লেখ করে। এটি নিশ্চিত করে যে,

- প্রত্যেক শিশুর তার জন্ম থেকে একটি নামের অধিকার রয়েছে;
- প্রত্যেক শিশুকে জন্মের পর অবিলম্বে নিবন্ধিত হতে হবে;
- প্রত্যেক শিশুর জাতীয়তা অর্জনের অধিকার রয়েছে; এবং

সনদটির রাষ্ট্রপক্ষসমূহ এটা নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে যেন, তাদের সাংবিধানিক আইনে ঐ সমস্ত নীতিমালাকে স্বীকৃতি দেয়া হয়। যার ফলে একজন শিশু যদি তার জন্মের সময় অন্য কোনো দেশের আইনানুযায়ী জাতীয়তা অর্জন করতে না পারে, তাহলে সে যে ভূ-খণ্ডে জন্ম গ্রহণ করেছিল সে রাষ্ট্রের জাতীয়তা অর্জন করবে।

''ইসলামে শিশুদের অধিকার সংক্রান্ত কনভেনশন'' ২০০৫ সালের জুন মাসে পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের ৩২তম ইসলামিক সম্মেলনে গৃহীত হয়। এর ভাষ্য মতে,

- জন্মের সময় থেকে প্রত্যেক শিশুর একটি নামের অধিকার আছে;
- প্রত্যেক শিশুর নিবন্ধিত হবার অধিকার রয়েছে;
- কনভেনশনের রাষ্ট্রপক্ষসমূহ তাদের ভূ-খণ্ডে জন্ম নেওয়া প্রত্যেক শিশুর অথবা তাদের ভূ-খণ্ডের বাইরে থাকা তাদের নাগরিকদের রাষ্ট্রহীনতা বিষয়ক সমস্যা নিরসনে সকল প্রচেষ্টা চালাবে; এবং
- কুড়িয়ে পাওয়া শিশুদের নাম, উপাধি এবং জাতীয়তার অধিকার রয়েছে ।

রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের শনাক্তকরণ এবং সুরক্ষা

‘সাবাহতে জন্ম গ্রহণ করা হাজার হাজার রাষ্ট্রহীন অভিবাসী শিশু জন্ম থেকে মালয়েশিয়ান জাতীয়তা অথবা পরিচয়পত্র অর্জন করতে পারে না। মালয়েশিয়ান বিদ্যালয়সমূহে ভর্তি হতে না পেরে, তারা প্রায়ই কোটা কিনাবালুর মতো বাজারে নিম্ন মজুরীতে কাজ করে থাকে। ©UNHCR/Greg Constantine, 2010

জাতীয় নাগরিকত্ব আইন ১৯৬১ সালের কনভেনশন এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক দলিল বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাষ্ট্রহীনতার ঘটনা কমানোর চেষ্টার পরেও UNHCR-এর হিসাব মতে, সারা পৃথিবীতে এখনও লক্ষ লক্ষ মানুষ রয়েছে যাদের জাতীয়তা নেই। ১৯৫৪ সালের কনভেনশন, রাষ্ট্রহীন কে হবে, সেটি সংজ্ঞায়িত করেছে এবং রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের আইনি পরিচয় অর্জন এবং বৈষম্যহীনভাবে মৌলিক অধিকার এবং স্বাধীনতা উপভোগ নিশ্চিত করেছে।

কে রাষ্ট্রহীন ব্যক্তি?

১৯৫৪ সালের কনভেনশন অনুযায়ী ''রাষ্ট্রহীন ব্যক্তি হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যাকে কোনো রাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী জাতীয়তার জন্য বিবেচনা করা হয়নি'' (অনুচ্ছেদ -১) এটি সম্পূর্ণভাবে আইনি সংজ্ঞা। নাগরিকেরা যে সমস্ত অধিকার উপভোগ করবে, যে পদ্ধতিতে জাতীয়তা মঞ্জুর করা হবে অথবা জাতীয়তার প্রবেশাধিকার দেয়া হবে, সে বিষয়গুলি এই কনভেনশনে উল্লেখ নেই। আইন অনুযায়ী একজন ব্যক্তিকে জাতীয়তার জন্য আইনে বিবেচনা করা হবে কি না, তা প্রমাণের জন্য একটি রাষ্ট্র কিভাবে তার জাতীয়তা আইন একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তির ওপর প্রয়োগ করছে অথবা কোনো রিভিউ/আপিল যা একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তির অবস্থানের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে সেই বিষয়গুলি গভীর পর্যালোচনার দাবি রাখে।

রাষ্ট্রহীনতার প্রমাণের জন্য রাষ্ট্রসমূহ ঐ সকল রাষ্ট্রসমূহের জাতীয়তা সংক্রান্ত আইনের পর্যালোচনা করবে যাদের সাথে স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের সংযোগ রয়েছে (যেমন : জন্মসূত্রে, পূর্বের বাসস্থান, ঐ সমস্ত রাষ্ট্রসমূহ যার কোনো দম্পতির অথবা তাদের শিশুর জাতীয়তা রয়েছে, ঐ সমস্ত রাষ্ট্রে যাতে একজন ব্যক্তির পিতামাতার এবং প্রপিতামহের জাতীয়তা রয়েছে) এবং তথ্যাদি যাচাই করে দেখবে যে, কিভাবে বাস্তবে আইন প্রয়োগ করা হচ্ছে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীর সাথে কিভাবে আচরণ করা হচ্ছে। প্রয়োজনে শনাক্তকারী কর্তৃপক্ষ ঐ সমস্ত রাষ্ট্রের সাথে পরামর্শ করতে এবং প্রয়োজনীয় প্রমাণ চাইবে। ব্যক্তির দায়িত্ব হচ্ছে, যতদূর সম্ভব তাদের অবস্থানের পরিপূর্ণ এবং সঠিক তথ্য সরবরাহ করা এবং পর্যাপ্ত প্রমাণ উপস্থাপন করা। UNHCR, অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক পরামর্শ বিনিময়ে সহায়তা করতে পারে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রে সংশ্লিষ্ট আইনসমূহের প্রয়োগিক ও বাস্তবায়ন সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করতে পারে।

দায়িত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের দলিলাদি যদি এই মর্মে প্রত্যয়ন করে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নাগরিক নন, সেটিই রাষ্ট্রহীনতার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ। তবে এ সমস্ত প্রমাণ সব সময় নাও পাওয়া যেতে পারে। উৎস রাষ্ট্রের অথবা পূর্বের আবাসস্থল রাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগণ ব্যক্তির জাতীয়তার দলিল

''আমরা বৈধ ও নিয়মিত কোন চাকরি পাই না, আমরা চলাফেরা করতে পারি না, আমরা বন্দরহীন নৌকার মতো। শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য-সুবিধা পেতেও সমস্যা। আমি মাধ্যমিকে পড়াশোনা শেষ করতে পারিনি, কলেজেও যেতে পারিনি । আমি শুধুমাত্র বেসরকারি হাসপাতালে ডাক্তার দেখাতে পারি, সরকারি হাসপাতালে পারি না।

আবদুল্লাহ, একজন রাষ্ট্রহীন ব্যক্তি যিনি দুবাইয়ে বিদুন এ বসবাস করছেন।

প্রদান করতে অস্বীকার করতে পারে অথবা স্বাভাবিকভাবে অনুরোধের উত্তর নাও দিতে পারে। কোনো রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ ব্যক্তির সাথে কোনো দেশের জাতীয়তার আইনি বন্ধন বিষয়ে গুরুত্ব নাও দিতে পারে। একটি যুক্তিসঙ্গত সময় অতিবাহিত হবার পর প্রত্যুত্তর না দেয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে । কোনো দেশের সাধারণ নীতিই যদি এমন হয়ে থাকে যে ঐ সমস্ত আবেদনের উত্তর না দেয়া, তাহলে শুধুমাত্র তাদের প্রতি উত্তরের অভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না। বিপরীতে, যখন একটি রাষ্ট্র প্রতিনিয়ত ঐ সমস্ত অনুরোধের উত্তর দিয়ে থাকে, সে রাষ্ট্র যদি উত্তর না দেয় তাহলে তা জোরালো ভাবে নিশ্চিত করে যে, সে ব্যক্তি উক্ত রাষ্ট্রের নাগরিক নন।

১৯৫৪ সালের কনভেনশনের ধারাসমূহ থেকে একজন ব্যক্তিকে কী বাদ দেয়া যায়?

১৯৫৪ সালের কনভেনশনের প্রস্তাবনা নিশ্চিত করে যে, রাষ্ট্রহীন শরণার্থীরা ১৯৫১ সালের শরণার্থী কনভেনশনের অধীনে বিবেচিত হবেন এবং সে কারণে ১৯৫৪ সালের কনভেনশনের অধীনে বিবেচিত হবেন না।

রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের সংজ্ঞায়িত করা ছাড়াও ১৯৫৪ সালের কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ঐ সমস্ত ব্যক্তিকে সংজ্ঞায়িত করেছে, যারা সংজ্ঞার অধীনে বিবেচিত হবার দাবি রাখে (তদুপরি তারা রাষ্ট্রহীন)। তারপরও সুনির্দিষ্ট কারণে তারা ১৯৫৪ সালের কনভেনশনের আওতা থেকে বাদ পড়বে, যদি তাদের প্রয়োজন না থাকে অথবা তারা ব্যক্তিগত কৃতকর্মের কারণে আন্তর্জাতিক সুরক্ষার অনুপযুক্ত হয়। এ সমস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

- ''যারা বর্তমানে UNHCR ব্যতীত, জাতিসংঘের অন্য কোনো অঙ্গসংগঠন কিংবা সংস্থার সুরক্ষা বা সহায়তা গ্রহণ করেছে এবং তা অব্যাহত রয়েছে।'' বর্তমানে এই ধারাটি ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জন্য কর্মরত জাতিসংঘের ত্রাণ এবং কার্য সংস্থার জন্য প্রযোজ্য।

- ''যারা ঐ দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করেছে, যে দেশে তারা বাসস্থান নিয়েছে এবং সে দেশে তার জাতীয়তা ধারণ করার সাথে সম্পৃক্ত অধিকার এবং দায়িত্ব উপভোগ করছে।''

  অর্থাৎ যদি কোনো রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিকে কোনো রাষ্ট্র আইনগতভাবে বাসস্থান নিশ্চিত করে এবং ১৯৫৪ সালের কনভেনশনের অধীনে যে অধিকার রয়েছে তার চেয়ে বেশী অধিকার প্রদান করা হয়, বিশেষ করে পূর্ণ অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অধিকার যা একজন নাগরিক উপভোগ করে থাকে এবং বিতাড়ন এবং নির্বাসন থেকে সুরক্ষা পায়, তাহলে ঐ ব্যক্তির ওপর ১৯৫৪ সালের কনভেনশনের ধারা প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা নেই যদিও ব্যক্তিটি রাষ্ট্রহীন।

- ''যারা আন্তর্জাতিক দলিলের সংজ্ঞানুযায়ী শান্তিবিরোধী অপরাধ, যুদ্ধাপরাধ অথবা মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছে;
  ''যারা ঐ দেশে আগমনের পূর্বে আবাসস্থল দেশের বাইরে কোন গুরুতর অ-রাজনৈতিক অপরাধ করেছে; অথবা
  ''যারা জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও নীতি বিরোধী কোন কার্যের দায়ে দোষী।''

কখন একজন ব্যক্তি আর রাষ্ট্রহীন হিসেবে বিবেচিত হবেন না?

রাষ্ট্রহীন অবস্থা তখনই শেষ হয় যখন একজন ব্যক্তি কোন জাতীয়তা অর্জন করে।

ব্রাজিলের ১৯৯৪ সালের সংবিধানের সংশোধনী অনুযায়ী, ব্রাজিলিয়ান দম্পতির শিশু বিদেশে জন্মগ্রহণ করলে ব্রাজিলিয়ান নাগরিকত্ব পাবে না যদি না, তারা বসবাসের জন্য ব্রাজিলে ফেরত আসে। সুশীল সমাজ সংস্থা সমূহের হিসাব অনুযায়ী, বার বছরের মধ্যে দুই লক্ষ শিশু রাষ্ট্রহীন হয়। ২০০৭ সালে যখন ব্রাজিল ১৯৬১ সালের কনভেনশনে যোগ দেয় তখন, ন্যাশনাল কংগ্রেস একটি সাংবিধানিক সংশোধন অনুমোদন করে যা নাগরিকত্ব অর্জনের জন্য বাসস্থানের শর্তকে কনস্যুলার নিবন্ধনের পূর্বশর্ত দ্বারা প্রতিস্থাপিত করে। এই সংশোধনটি পূর্ব থেকে বলবৎ হওয়ায় অনেক রাষ্ট্রহীন শিশুকে ব্রাজিলিয়ান নাগরিকত্ব অর্জনে সহায়তা করে।

রাষ্ট্রহীনতা নির্ধারণ পদ্ধতি কখন একটি যথাযথ প্রতিকার হিসেবে বিবেচিত হবে?

রাষ্ট্রহীনতা নির্ধারণ পদ্ধতিসমূহ সাধারণভাবে রাষ্ট্রসমূহকে ১৯৫৪ সালের কনভেনশনের অধীনে তাদের অঙ্গীকারসমূহ পূরণে সহায়তা করে। যদিও ১৯৫৪ সালের কনভেনশনটি একজন রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিকে সংজ্ঞায়িত করে তথাপি এটি রাষ্ট্রহীনতা নির্ধারণের কোনো পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেনি। ১৯৫৪ সালের কনভেনশনে অন্তর্নিহিত যে, রাষ্ট্রসমূহ তাদের কনভেনশনের অঙ্গীকার পূরণের লক্ষ্যে যতদূর সম্ভব তাদের এখতিয়ারভুক্ত রাষ্ট্রহীনদের চিহ্নিত করে যথাযথ ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।

রাষ্ট্রহীনতা নির্ধারণ পদ্ধতির ব্যবহার ঐ সমস্ত রাষ্ট্রহীনদের জন্য যথাযথ যারা অভিবাসন প্রেক্ষিতের সাথে সম্পৃক্ত। নিজ দেশে অবস্থানরত রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রহীন ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করতে নির্ধারণ পদ্ধতির ব্যবহার সঠিক নয়, কারণ তার সাথে উক্ত দেশের জোরালো বন্ধন রয়েছে, যেমন উক্ত দেশে ঐ ব্যক্তি অনেক সময় ধরে নিয়মিত বসবাস করছে। বিবেচনাধীন জনগোষ্ঠীর অবস্থার ওপর নির্ভর করে, রাষ্ট্রসমূহকে এই জনগোষ্ঠীর রাষ্ট্রহীনতা নির্ধারণ পদ্ধতির পরিবর্তে নির্দিষ্ট জাতীয়তা প্রদানের প্রচার অথবা জাতীয়তা নিরীক্ষা করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।

একজন ব্যক্তি রাষ্ট্রহীন কী না তা নির্ধারণ করতে কোন্ পদ্ধতিসমূহ ব্যবহার করা হয়?

রাষ্ট্রহীনতা নির্ধারণের লক্ষ্যে শুধুমাত্র কিছু সংখ্যক রাষ্ট্র বিশেষায়িত পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। তবে এই নির্ধারণ পদ্ধতি নিয়ে রাষ্ট্রসমূহের মাঝে ক্রমবর্ধমান আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রহীনতা নির্ধারণ পদ্ধতিকে কোথায় স্থান দেয়া হবে সেটি রাষ্ট্রের এখতিয়ারের বিষয় এবং তা এক রাষ্ট্র থেকে অন্য রাষ্ট্রে ভিন্ন হয়। রাষ্ট্রহীনতা নির্ধারণ পদ্ধতি, একটি রাষ্ট্রের আইনি অথবা প্রশাসনিক কাঠামোর কোন্ অবস্থানে নির্দেশিত হবে তা ব্যতিরেকেও এটি গুরুত্বপূর্ণ যে, পরীক্ষকরা রাষ্ট্রহীনতা নির্ধারণ বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন যাতে পদ্ধতিসমূহ নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর কাছে অধিগম্য হয়। বিশেষায়িত প্রশাসনিক বা বিচারিক ইউনিটের অভিজ্ঞ এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মচারীদের দ্বারা রাষ্ট্রহীনতা নির্ধারণের জন্য কেন্দ্রীয় ভাবে অভিজ্ঞতার সমন্বয় সাধন করতে হবে যাতে সারাদেশে ছড়িয়ে থাকা সরকারি প্রতিনিধিদের নিকট ব্যক্তিরা আবেদন করতে পারে। কিছু রাষ্ট্র, আইনের মাধ্যমে সরকারের সুনির্দিষ্ট এজেন্সিকে দায়িত্ব দিয়েছে আশ্রয়প্রার্থী, শরণার্থী এবং রাষ্ট্রহীনদের আবেদন নিয়ে কাজ করার জন্য অথবা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, যা রাষ্ট্রহীনতার আবেদনসমূহ যাচাই বাছাই এবং নিষ্পত্তি করবে।

অন্য রাষ্ট্রসমূহ যাদের রাষ্ট্রহীনতা স্বীকৃতির পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করতে সুনির্দিষ্ট আইন নেই, তারা একটি প্রশাসনিক অথবা বিচারিক কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করেছে, যার কাজ হলো একজন ব্যক্তি রাষ্ট্রহীন কি না তা নির্ধারণ করা।

তবে অনেক রাষ্ট্রের এই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতি নেই। এই সমস্ত ক্ষেত্রে শরণার্থীদের মর্যাদা নির্ধারণের সময় রাষ্ট্রহীনতার প্রশ্নটি প্রায়ই চলে আসে। রাষ্ট্রহীনদের আবেদনসমূহকে তখন ঐ কাঠামোতে বিবেচনা করা হয় যা মানবিক অথবা সম্পূরক সুরক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করে। রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের যেহেতু অন্য কোনো সহজলভ্য পদ্ধতি নেই, তাই তারা তাদের আবেদন আশ্রয়প্রার্থী ব্যবস্থার মাধ্যমে উপস্থাপন করতে বাধ্য হয়। রাষ্ট্রহীনতা নির্ধারণ পদ্ধতির গঠন অথবা অবস্থান ব্যতিরেকে আশ্রয়প্রার্থীদের আবেদনের গোপনীয়তা সংক্রান্ত শর্তাবলি অবশ্যই শ্রদ্ধা করতে হবে।

কিছু দেশের রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের স্বীকৃতির সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি নেই, তবে বিষয়টি উত্থাপিত হতে পারে তখনই যখন একজন ব্যক্তি বাসস্থানের অনুমতি অথবা ভ্রমণের কাগজপত্রের জন্য আবেদন করে অথবা যদি কোনো আশ্রয়ের আবেদন প্রত্যাখাত হয় এবং অন্যান্য অবস্থার ওপর ভিত্তি করে যে দেশে আশ্রয়ে রয়েছে সে দেশেই থেকে যাওয়ার আবেদন করে।

ফ্রান্সে, রাষ্ট্রহীন অবস্থার স্বীকৃতি দেয়ার পদ্ধতি পরিচালিত হয় ''The French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons (OFPRA)'' কর্তৃক, যা শরণার্থী এবং রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের সুরক্ষা নিয়ে কাজ করে এবং যাকে এখতিয়ার দেয়া হয়েছে রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের প্রশাসনিক এবং বিচারিক সুরক্ষা প্রদান করতে। আবেদনকারীদেরকে সরাসরি OFPRA–তে আবেদন করতে হবে।

ফিলিপাইনে, রাষ্ট্রহীনতা নির্ধারণ করা হয় কেন্দ্রীয় শরণার্থী এবং রাষ্ট্রহীনদের সুরক্ষার ইউনিট (Refugees and Stateless Persons Protection Unite – RSPPU) দ্বারা যা ফিলিপাইনের বিচার বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রহীনতা অবস্থা নির্ধারণের আবেদন (RSPPU)– তে জমা দেয়া যাবে অথবা মাইগ্রেশন ব্যুরোর কেন্দ্রীয় অথবা স্থানীয় অফিসে জমা দেয়া যাবে।

মোলডোভা প্রজাতন্ত্রে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অভিবাসী ও আশ্রয়প্রার্থী ব্যুরো (the Bureau for Migration and Asylum of the Ministry of Internal Affairs) কেন্দ্রীয়ভাবে রাষ্ট্রহীনতা নির্ধারণ পদ্ধতি পরিচালনা করে। আবেদনপত্র মৌখিক অথবা লিখিতভাবে জমা দেয়া যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অথবা মোলডোভা অভিবাসী ও আশ্রয়প্রার্থী ব্যুরোর বিশেষায়িত প্রশাসনিক ইউনিট এর পদাধিকারী ব্যক্তি আবেদন প্রক্রিয়া শুরু করতে পারে।

স্পেনে, বৈদেশিক আইন অনুযায়ী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় রয়েল ডিক্রি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত একটি পদ্ধতির মাধ্যমে রাষ্ট্রহীনতার অবস্থার স্বীকৃতি দেবে। আবেদনকারীরা পুলিশ অথবা রিফিউজি এন্ড অ্যসাইলাম (the Office for Asylum and Refugees – OAR) অফিসে আবেদন করতে পারে। তদন্ত শেষে OAR যুক্তিযুক্ত কারণসহ সেই মূল্যায়নপত্র স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে দেয়।

মেক্সিকো, যদিও কোনো আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্রহীনতা নির্ধারণ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করেনি তবে ২০১০ সালে গৃহীত মাইগ্রেটরি ক্রাইটেরিয়া এন্ড প্রসিডিউর ম্যানুয়াল অনুযায়ী মেক্সিকান সম্পূরক সুরক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সুরক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। যদিও ম্যানুয়েলটি রাষ্ট্রহীন ব্যক্তির সংজ্ঞা দিয়েছে, কিন্তু এটি স্বতন্ত্র আবেদনগুলি কিভাবে নিষ্পত্তি করা হবে সে বিষয়ে কোনো পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করেনি।

রাষ্ট্রহীনদের সুরক্ষা নিয়ে UNHCR-এর হ্যান্ডবুক, সরকার, UNHCR এ কর্মরত ব্যক্তি এবং অন্যান্য কার্যকর সংস্থাকে রাষ্ট্রহীনতা নির্ধারণ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন প্রকার নির্দেশনা প্রদান করে, যার মধ্যে ঐ পদ্ধতিসমূহে উত্থাপিত প্রমাণ বিষয়ক প্রশ্নাবলিও অন্তর্ভুক্ত থাকে।

কোন ধরনের প্রমাণ প্রয়োজনীয়?

রাষ্ট্রহীনতার প্রকৃতি অনুযায়ী অনেকে প্রায়ই রাষ্ট্রহীনতা অবস্থার আবেদন উপযুক্ত নথি দ্বারা প্রমাণে ব্যর্থ হয়। অনেক ব্যক্তি দেশের জাতীয়তা আইনের প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন নয় অথবা এর সাথে তাদের জন্ম, বংশ, বিবাহ অথবা নিয়মিত বাসস্থানের সাথে যে যোগসূত্র রয়েছে তার প্রয়োজনীয় পর্যালোচনা করতে ব্যর্থ হয় । তদুপরি বিদেশি কর্তৃপক্ষের নিকট একজন ব্যক্তির তথ্য জেনে অথবা একটি দেশের জাতীয়তা আইনের সাধারণ নির্দেশনা অনুযায়ী একজন ব্যক্তি রাষ্ট্রহীন কি না তা সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে মৌলিক উপাদান হিসেবে কাজ করে। অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসমূহ শুধুমাত্র ঐ সমস্ত অনুসন্ধানের জবাব দেয় যেগুলি অন্য রাষ্ট্রের সরকারি কর্মকর্তা কর্তৃক প্রেরিত হয়।

তাই রাষ্ট্রহীনতা নির্ধারণ পদ্ধতিসমূহে অবশ্যই রাষ্ট্রহীনতার অন্তর্নিহিত সমস্যাগুলি বিবেচনায় নিতে হবে। রাষ্ট্রহীনতা নির্ধারণ পদ্ধতিসমূহ সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপনে এবং আবেদনটি প্রতিষ্ঠা করতে আবেদনকারী এবং কর্তৃপক্ষ উভয়কেই সহযোগিতা প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করে যাকে 'অংশীদারী প্রমাণের দায়ভার' হিসেবে উল্লেখ করা হয়। রাষ্ট্রহীনতা প্রমাণে অন্তর্নিহিত সমস্যার কারণে রাষ্ট্রহীনতা নির্ধারণের পূর্বে যে প্রমাণ প্রয়োজন হয় তার মানদণ্ড খুব বড় হওয়া উচিত নয়। রাষ্ট্রসমূহকে তাই একই প্রমাণের মানদণ্ড, যা শরণার্থীদের মর্যাদা নির্ধারণে প্রয়োজন হয়, তা প্রণয়নে পরামর্শ দেয়া হয়। যেমন : একটি রাষ্ট্রহীনতার উদাহরণ তখনই ঘটেছে বলে প্রতীয়মান হয়, যখন একটি যুক্তিযুক্ত মান দ্বারা এটি প্রতিষ্ঠিত হয় যে, একজন ব্যক্তি কোনো রাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী নাগরিক হিসেবে বিবেচিত হননি। রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের সুরক্ষা বিষয়ক UNHCR-এর হ্যান্ডবুকটি রাষ্ট্রহীনতা নির্ধারণে কিভাবে দায়ভার ও প্রমাণের মাণদন্ড নির্ধারণ করা যায় সেই বিষয়ে আরও নির্দেশনা প্রদান করেছে।

একজন ব্যক্তি রাষ্ট্রহীন কিনা সে বিষয়ে কে/ কারা সিদ্ধান্ত নেবে?

যোগ্য ব্যক্তিবর্গ যাদের রাষ্ট্রহীনতা বিষয়ে অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং যারা নিরপেক্ষ এবং বস্তুনিষ্ঠভাবে রাষ্ট্রহীনতার আবেদন এবং প্রমাণাদিকে যাচাই বাছাই করতে পারবে, তাদেরকে রাষ্ট্রহীনতা নির্ধারণ পদ্ধতিতে যুক্ত করা উচিত। এমন নির্ধারণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত একটি কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ অসঙ্গতিপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহের ঝুঁকি কমাতে পারে। উক্ত কর্তৃপক্ষ উৎপত্তি রাষ্ট্র বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ ও প্রচারে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে এবং তাদের কাজে মনোনিবেশ করার মাধ্যমে রাষ্ট্রহীনতা বিষয়ে দক্ষতা আরও বাড়াতে পারে। রাষ্ট্রহীনতার অবস্থান নির্ধারণ পদ্ধতি অন্যান্য দেশের আইন, নিয়মনীতি এবং চর্চা সংগ্রহ এবং পর্যালোচনার দাবি রাখে। এমনকি একটি কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ ছাড়াও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা জাতীয়তা বিষয়ক আইন এবং রাষ্ট্রহীনতা বিষয়ে সরকারের ভেতরে এবং অন্যান্য দেশের সহকর্মীদের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে উপকৃত হতে পারে।

কিভাবে আবেদনকারীরা এ পদ্ধতির সুযোগ পাবে?

১৯৫৪ সালের কনভেনশন অনুযায়ী রাষ্ট্রহীনতার আবেদন যাচাই কালে আবেদনকারীকে সে দেশে থাকতে দিতে বাধ্য নয়। বাস্তবে, একজন ব্যক্তি যখন কোনো রাষ্ট্রের ভূ-খণ্ডে চলে আসে তখন তার জাতীয়তার অবস্থান নির্ধারণই হচ্ছে তার সংকটাপন্ন অবস্থার সমাধান।

একজন ব্যক্তি যখন রাষ্ট্রহীন হিসেবে স্বীকৃতি পেতে আবেদন করে অথবা একজন ব্যক্তি রাষ্ট্রহীন কি না সেটি নির্ধারণ করতে কর্তৃপক্ষ কাজ করে সেই সময়, রাষ্ট্রসমূহ ঐ ব্যক্তিদেরকে তাদের ভূ-খণ্ড থেকে বিতাড়িত করা থেকে বিরত থাকবে।

রাষ্ট্রহীনতা নির্ধারণ পদ্ধতিসমূহের নির্ভূলতা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে আইনে রূপান্তরিত করতে হবে। রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের সুরক্ষা বিষয়ক UNHCR-এর হ্যান্ডবুকটি রাষ্ট্রহীনদের অধিকারের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রদান করেছে, যা সুরক্ষিত রাখতে হবে। তাহলো -

- সাক্ষাতের সুযোগ;
- অনুবাদ সহায়তা;
- আইনগত সহায়তা পাওয়ার সুযোগ;
- আবেদনপত্র জমাদানের সময় থেকেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাষ্ট্রহীনতা নির্ধারণ করা;
- কারণসহ লিখিত সিদ্ধান্ত পাওয়ার অধিকার; এবং
- আবেদন প্রত্যাখ্যাত হলে প্রথম দফায় আপিলের অধিকার।

রাষ্ট্রহীন ব্যক্তির অবৈধ অবস্থানের কারণে কোনো রাষ্ট্র কি তাকে আটক করতে পারবে?

যদিও ১৯৫৪ সালের কনভেনশনটি রাষ্ট্রসমূহকে, রাষ্ট্রহীন ব্যক্তি হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে এমন ব্যক্তিদেরকে, বাসস্থানের অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেনি এবং এই জাতীয় অনুমতি মঞ্জুর করলে তা চুক্তিটির লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য পূরণ করবে। রাষ্ট্রহীন ব্যক্তি যাদের কোনো দেশে আইনগতভাবে থাকার অধিকার নেই, তাদেরকে সাধারণত আটক করা উচিত নয়। রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের পরিচয়ের দলিলাদি যেমন : জাতীয় পরিচয়পত্র অথবা পাসপোর্ট থাকে না। যদিও পূর্বের আবাসস্থলের দেশ চিহ্নিত করা যায়, তদুপরি ঐ দেশ ঐ ব্যক্তির পুনঃপ্রবেশ তাৎক্ষণিকভাবে মেনে নেবে না। এই অবস্থায় আটক থেকে বিরত থাকতে হবে এবং শুধুমাত্র তখনই আটক করা যেতে পারে যাদি তা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ জাতীয় আইনের ওপর ভিত্তি করে হয়। আটকের বিকল্প পন্থা প্রথমেই খুঁজতে হবে, যদি না সেখানে এরকম প্রমাণ থাকে যে, বিকল্প পন্থাগুলি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য ফলপ্রসূ হবে না।

সকল বিকল্প পন্থা বিবেচনার পর আইনগতভাবে থাকার অধিকার নেই এমন রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিকে আটক করা যাবে। ব্যতিক্রমধর্মী আটকের সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে, কর্তৃপক্ষকে নিশ্চিত করতে হবে, আটকটি যুক্তিযুক্ত এবং উদ্দেশ্যপূরণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। অতীব প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে, বৈষম্যহীনভাবে, জাতীয় আইন দ্বারা নির্ধারিত এবং সর্বোচ্চ সময়সীমা নির্ধারণ ও বিচারিক পর্যালোচনার শর্ত সাপেক্ষে আটক করা যাবে।

বিধিবহির্ভূত আটক বিষয়ক কার্যকর গ্রুপ (Working Group) :

১৯৮৫ সাল থেকে বিধিবহির্ভূত আটকের উদ্বেগজনক প্রসার নিয়ে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক কমিশন আলোকপাত করেছে। এটি বৈষম্য দমন এবং সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা বিষয়ক সাব-কমিশনকে এই বিষয়ে একটি বিস্তারিত গবেষণা এবং এই সমস্ত চর্চা কমাতে সুপারিশ পেশ করতে অনুরোধ করেছে। একই সাথে, ১৯৮৮ সালের জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত "যেকোনো রকমের আটক অথবা কারাবাসে অবস্থানরত সকল ব্যক্তির সুরক্ষার জন্য নীতিমালায়" স্বাধীনতা বঞ্চিত সকল ব্যক্তির প্রাপ্য অধিকার প্রতিফলিত হয়েছে। উপরোল্লেখিত সাব কমিশনের রিপোর্টে প্রদত্ত সুপারিশের ভিত্তিতে মানবাধিকার কমিশন ১৯৯০ সালে বিধিবহির্ভূত আটক বিষয়ক কার্যকর গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তীতে এই কার্যকর গ্রুপ হেফাজত এবং আটক সংক্রান্ত নিম্নলিখিত নীতিমালাসমূহ প্রণয়ণ করে :

নীতি ১ :

একজন আশ্রয়প্রার্থী অথবা অভিবাসীকে যখন সীমান্তে অথবা রাষ্ট্রের ভূ-খণ্ডে অবৈধ প্রবেশের কারণে আটক করা হয় তখন তাকে অন্তত তার বোধগম্য ভাষায় এবং মৌখিকভাবে প্রবেশাধিকার প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ধরন এবং কারণসমূহ অথবা অস্থায়ীভাবে ঐ ভূ-খণ্ডে বসবাসের অনুমতি প্রদানের ধরন বিষয়ে জানাতে হবে।

নীতি ২ :

যে কোনো আশ্রয়প্রার্থী অথবা অভিবাসীর হেফাজতে থাকাকালীন টেলিফোন, ফ্যাক্স অথবা ইলেকট্রনিক মেইলের মাধ্যমে বহির্বিশ্বের সাথে এবং একজন আইনজীবী, কনস্যুলার প্রতিনিধি এবং আত্মীয় স্বজনের সাথে যোগাযোগের সুযোগ থাকতে হবে।

নীতি ৩ :

যে কোনো আশ্রয়প্রার্থী অথবা অভিবাসীকে হেফাজতে রাখা অবস্থায় অতি দ্রুত বিচারিক অথবা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের নিকট বিলম্ব ব্যতিরেকে উপস্থাপন করতে হবে।

নীতি ৪ :

যে কোনো আশ্রয়প্রার্থী অথবা অভিবাসী হেফাজতে থাকা অবস্থায় সমপর্যায়ের সুরক্ষা প্রদান করে এমন একটি বাঁধাইকৃত নিবন্ধন বই-এ স্বাক্ষর করবে যা তার পরিচয়, হেফাজতে থাকার কারণ এবং হেফাজতে রাখার ও খালাসের সময় এবং তারিখসহ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী যোগ্য কর্তৃপক্ষের বিষয় উল্লেখ থাকবে।

নীতি ৫ :

যে কোনো আশ্রয়প্রার্থী অথবা অভিবাসীকে হেফাজত কেন্দ্রে প্রবেশের সময় থেকে অভ্যন্তরীণ নীতিমালা সম্পর্কে এবং যেখানে প্রযোজ্য প্রচলিত শৃঙ্খলার নীতিমালা এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে যেখানে তাকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রাখতে হতে পারে এবং তা হতে মুক্ত হওয়ার পদক্ষেপ সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।

নীতি ৬ :

সিদ্ধান্ত অবশ্যই যথাযথ দায়িত্ববোধ সম্পন্ন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিতে হবে এবং তা আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বৈধতার কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে হতে হবে।

নীতি ৭ :

সর্বোচ্চ সময়কাল আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে এবং হেফাজত/আটক কোন অবস্থাতেই অনির্দিষ্ট সময়কাল অথবা অত্যধিক সময়কালের জন্য হবে না।

নীতি ৮ :

হেফাজত/আটক সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন আশ্রয়প্রার্থী অথবা অভিবাসীর নিকট বোধগম্য ভাষায় লিখিতভাবে জানাতে হবে যেখানে উক্ত পদক্ষেপের কারণ/ভিত্তি উল্লেখ করতে হবে; যে সকল শর্তে আশ্রয়প্রার্থী অথবা অভিবাসী বিচারিক কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিকারের আবেদন করতে পারে তা লিখিতভাবে জানাতে হবে, যেই কর্তৃপক্ষ অতিদ্রুত উক্ত পদক্ষেপের বৈধতার ওপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে মুক্তির আদেশ দিবে।

নীতি ৯ :

হেফাজত অবশ্যই সরকারি স্থাপনায় হবে যা এ উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়েছে, বাস্তবিক কারণে যখন এটি সম্ভব না হয় তখন আশ্রয়প্রার্থী অথবা অভিবাসীকে এমন স্থাপনায় রাখা হবে যেটি অপরাধ আইনের অধীনে আটককৃত ব্যক্তিদের অবস্থানের চেয়ে ভিন্ন।

নীতি ১০ :

হেফাজতের স্থাপনাগুলিতে অফিস অব দ্যা হাই কমিশনার ফর রিফিউজিস (UNHCR), দি ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অব রেড ক্রস (ICRC) এবং যেখানে প্রযোজ্য, অনুমোদিত বেসরকারি সংস্থাসমূহের প্রবেশের অনুমতি থাকবে।

রাষ্ট্রহীন হিসেবে স্বীকৃত ব্যক্তিদের অধিকার এবং দায়িত্বগুলি কী কী ?

কিছু মৌলিক মানবাধিকার রয়েছে যা মর্যাদা অথবা নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে বসবাসের ধরন, নির্বিশেষে সবার জন্য প্রযোজ্য। এর মধ্যে উদাহরণস্বরূপ নির্যাতন নিষিদ্ধকরণ এবং বৈষম্যহীনতার নীতি উল্লেখযোগ্য। বস্তুত, ১৯৫৪ সালের কনভেনশনটি নিশ্চিত করেছে যে, এর ধারাসমূহ রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের ওপর বর্ণ, ধর্ম অথবা উৎপত্তির দেশ নির্বিশেষে বৈষম্য ব্যাতিরেকে প্রযোজ্য হবে"। (অনুচ্ছেদ -৩)

রাষ্ট্রহীন প্রত্যেক ব্যক্তি বসবাসকারী রাষ্ট্রের আইন ও নিয়ম-নীতি অনুসরণ করার দায়িত্ব রয়েছে (ধারা ২)। এ দায়িত্ব পালিত হয়েছে ধরা হলে, ১৯৫৪ সালের কনভেনশনের ধারা ৭(১) ঐ ব্যক্তির সুরক্ষার মাত্রা নির্ধারণ করে দিয়েছে। এটি উল্লেখ করে যে, ১৯৫৪ সালের কনভেনশন অনুযায়ী প্রকাশ্যে অধিকতর সুবিধা প্রদানের ঘটনা ব্যতীত, "চুক্তিভুক্ত একটি রাষ্ট্র রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের ঐ একই সুবিধা নিশ্চিত করবে যা সাধারণভাবে বিদেশীদের দেয়া হয়"। ১৯৫৪ সালের কনভেনশনে উল্লেখিত অধিকাংশ অধিকারের পরিপ্রেক্ষিতে

রাষ্ট্রহীনদের কমপক্ষে ঐ সমস্ত অধিকার এবং সুবিধা থাকা উচিত যা বিদেশিদের জন্য প্রযোজ্য, বিশেষ করে, বৈতনিক চাকরি (অনুচ্ছেদ ১৭, ১৮, ১৯), বাসস্থান (অনুচ্ছেদ ২১) এবং অবাধে চলাফেরার স্বাধীনতা (অনুচ্ছেদ-২৬) নিশ্চিত করতে হবে। অন্যান্য নির্দিষ্ট অধিকারের ক্ষেত্রে চুক্তিভুক্ত রাষ্ট্রসমূহ রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদেরকে যারা আইনগতভাবে তাদের ভূ-খণ্ডে বসবাসরত আছে, তাদের প্রতি ঐ মানদণ্ডের আচরণ নিশ্চিত করবে যা রাষ্ট্রের নাগরিকদের প্রদান করা হয় বিশেষ করে ধর্ম পালনের স্বাধীনতা (অনুচ্ছেদ-৪), শৈল্পিক অধিকার এবং শিল্প সম্পদ (অনুচ্ছেদ -১৪), প্রাথমিক শিক্ষা (অনুচ্ছেদ -২২), সরকারি ত্রাণ (অনুচ্ছেদ-২৩) এবং শ্রম আইন এবং সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক (অনুচ্ছেদ-২৪) অধিকার।

রাষ্ট্রহীনদের সুরক্ষা বিষয়ক UNHCR-এর এ হ্যান্ডবুকটির লক্ষ্য হলো রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিরা যাতে ১৯৫৪ সালের কনভেনশন এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন অনুযায়ী সম্মানজনক পরিচর্যা লাভ করেন তা নিশ্চিতকরণে সরকারসমূহকে সহায়তা করা।

স্বীকৃত রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিরা কী পরিচয় এবং ভ্রমণের কাগজ পত্রাদি পাওয়ার দাবি রাখে ?

১৯৫৪ সালের কনভেনশন শর্তারোপ করে যে, চুক্তিভুক্ত রাষ্ট্রসমূহ তাদের ভূ-খণ্ডে যে কোনো রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিকে যার কোনো বৈধ ভ্রমণের দলিল নেই তাকে পরিচয় পত্র প্রদান করবে। অনুচ্ছেদ-২৮ অনুযায়ী চুক্তিভুক্ত রাষ্ট্রসমূহ রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের যারা তাদের ভূ-খণ্ডে আইনগতভাবে বসবাস করছে তাদেরকে ভ্রমণের কাগজপত্র প্রদান করবে, যদি না, জাতীয় নিরাপত্তা এবং সরকারি আদেশ অনুযায়ী ভিন্ন কোনো কারণ থাকে।

ভ্রমণের কাগজ/দলিল প্রদানের মাধ্যমে জাতীয়তা মঞ্জুর হয়েছে বলে গণ্য হবে না এবং তা ঐ ব্যক্তির মর্যাদার কোনো পরিবর্তন ঘটাবে না।

অনুচ্ছেদ-২৮-এর দ্বিতীয় অংশ রাষ্ট্রসমূহকে তাদের ভূ-খণ্ডে যে কোনো রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিকে এমনকি আইনগত অধিবাসী না হলেও ভ্রমণের কাগজপত্র প্রদানের অনুরোধ জানায়। কনভেনশনের অধীনে রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদেরকে যারা তাদের ভূ-খণ্ডে রয়েছে এবং আইনগতভাবে বসবাসকারী দেশ থেকে ভ্রমণের কাগজপত্র সংগ্রহ করতে পারছে না, তাদেরকে ভ্রমণের কাগজপত্র প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করতে রাষ্ট্রসমূহকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এই ধারাটি এই কারণে গুরুত্বপূর্ণ যে, এমন অনেক রাষ্ট্রহীন ব্যক্তি রয়েছে যাদের আইনগতভাবে বসবাসের দেশ নেই। একটি ভ্রমণের দলিল দু-ভাবে সহায়তা করতে পারে : রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিকে চিহ্নিত করতে এবং সঠিক রাষ্ট্রে প্রবেশাধিকারের অনুমতি দিয়ে।

রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের কাছে ভ্রমণের দলিলসমূহ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তা শিক্ষা, চাকরি, স্বাস্থ্যসেবা অথবা পুনর্বাসিত হওয়ার জন্য অন্যান্য দেশে ভ্রমণ করতে সহায়তা করে। কনভেনশনটির পরিশিষ্ট অনুযায়ী প্রত্যেক চুক্তিভুক্ত রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত ভ্রমণের দলিলের বৈধতার স্বীকৃতি দিতে সম্মত হয়েছে। এই সমস্ত দলিল প্রদানে UNHCR প্রায়োগিক পরামর্শ দিতে পারে। ১৯৫৪ সালের কনভেনশনের রাষ্ট্রপক্ষসমূহ আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান সংস্থা কর্তৃক নির্ণীত মানদণ্ড এবং নির্দেশনা অনুযায়ী অথবা UNHCR এর "শরণার্থী এবং রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের জন্য মেশিন রিডেবল (যন্ত্র কর্তৃক পাঠযোগ্য) কনভেনশন প্রদত্ত ভ্রমণের দলিলাদি প্রদান এর দিক নির্দেশনা" অনুসারে রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদেরকে মেশিন রিডেবল (যন্ত্র কর্তৃক পাঠযোগ্য) কনভেনশন প্রদত্ত ভ্রমণের দলিলাদি প্রদান করবে।

রাষ্ট্রহীন হিসেবে স্বীকৃত কোনো ব্যক্তিকে কোনো রাষ্ট্র বিতাড়িত করতে পারে কী না?

১৯৫৪ সালের কনভেনশনের শর্তানুযায়ী, রাষ্ট্রহীন ব্যক্তি যারা কোনো দেশে আইনগতভাবে বসবাস করছে তাদেরকে জাতীয় নিরাপত্তা অথবা জন-শৃঙ্খলা অন্য কোনো কারণে বিতাড়িত করা যাবে না। বিতাড়িতকরণ

বিধিবদ্ধ আইনি প্রক্রিয়ার সুরক্ষা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে, যদি না সেখানে জাতীয় নিরাপত্তার কোনো বাধ্যকরী কারণ থাকে। কোনো অভিযোগের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিকে তার জবাব এবং প্রমাণ দাখিল করার, তার পক্ষে একজন আইনজীবী প্রতিনিধিত্ব করার এবং আপিলের অধিকার মঞ্জুর পদ্ধতিগত সুরক্ষা পাওয়ার সুবিধা থাকা উচিত।

১৯৫৪ সালের কনভেনশনের ফাইনাল এ্যাক্ট নির্দেশনা প্রদান করে যে, non-refoulment (জোরপূর্বক ফেরত না পাঠানো/বহিষ্কার না করা) একটি স্বীকৃত নীতি। Non-refoulment (নন-রিফলমা) নীতি অনুযায়ী একজন ব্যক্তিকে ঐ ভূ-খণ্ডে ফিরিয়ে দেয়া যাবে না, যেখানে তাদের নির্যাতিত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে, যা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তির ধারায় যেমন : ১৯৫৪ সালের শরণার্থী কনভেনশনের অনুচ্ছেদ-৩৩, নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর অমানবিক অথবা মর্যাদা হানিকর আচরণ বা শাস্তির বিরুদ্ধে কনভেনশন-এর অনুচ্ছেদ-৩ এবং পরোক্ষভাবে ICCPR-এর অনুচ্ছেদ-৭ এবং অন্যান্য আঞ্চলিক মানবাধিকার দলিলে বর্ণিত হয়েছে।

জোরপূর্বক ফেরত না পাঠানো নীতি যখন আন্তর্জাতিক আইনে একটি স্বীকৃত নীতি হিসেবে গৃহীত হয়, তখন ১৯৫৪ সালের কনভেনশনের খসড়া প্রণয়নকারীরা মনে করলেন যে, এটি রাষ্ট্রহীনদের মর্যাদা নিয়ন্ত্রণ করে এমন কনভেনশনের অনুচ্ছেদে থাকার প্রয়োজনীয়তা নেই।

১৯৫৪ সালের কনভেনশন এই মর্মে নির্দেশনা দেয় যে, রাষ্ট্রসমূহ যখন একজন ব্যক্তিকে বিতাড়নের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন ঐ ব্যক্তিকে অন্য দেশে প্রবেশাধিকার পাওয়ার নিমিত্তে পর্যাপ্ত সময় প্রদান করবে।

রাষ্ট্রহীন হিসেবে স্বীকৃত ব্যক্তিদের জন্য কোন ধরনের স্বাভাবিকরণ প্রক্রিয়া হবে ?

১৯৫৪ সালের কনভেনশনে রাষ্ট্রপক্ষসমূহকে রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের মধ্যে যতদূর সম্ভব আত্তীকরণ এবং স্বাভাবিকীকরণ প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হয়। (আত্তীকরণ শব্দটি এখানে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সুনির্দিষ্ট পরিচয় হারানো নয় বরং একটি দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে একীভূতকরণ বোঝাবে)। বিশেষ করে, তারা স্বাভাবিকীকরণ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে সকল প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে যার মধ্যে থাকতে পারে : সম্ভাব্য ফি এবং খরচ কমানো।

> যুক্তরাজ্যে রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিরা সহজভাবে স্বাভাবিকীকরণ পদ্ধতি গ্রহণের সুযোগ পায়। বাস্তবিক ক্ষেত্রে, এতে বাসস্থানের শর্তাদির সহজলভ্যতা (রাষ্ট্রহীন নয় এমন বিদেশিদের পাঁচ বছরের বিপরীতে তিন বছর) এবং ভাষা ও নাগরিকত্ব পরীক্ষা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়।

শরণার্থী এবং রাষ্ট্রহীন ব্যক্তি যারা স্বাভাবিকীকরণের জন্য আবেদন করেন, তাদের আইনগত বাসস্থানের জন্য কিছু দেশ তাদের জাতীয়তা আইনে সহজলভ্য শর্তাদি অন্তভুর্ক্ত করেছে।

কোনো ভূ-খণ্ডে আইনগত এবং স্থায়ীভাবে বসবাসরত বিদেশিদের জাতীয় আইনের নীতিমালা অনুযায়ী আত্তীকরণের সুপারিশ করে ECN– এ প্রস্তাবিত সুপারিশটির আরও উন্নতি করেছে। ECN আরও নির্দিষ্ট করে দেয় যে কোনো ব্যক্তি ১০ বৎসরের আবাসিকতার শর্ত পূরণ সাপেক্ষে আত্তীকরণের অধিকার অর্জন করবে। রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের এবং স্বীকৃত শরণার্থীদের দ্রুততার সঙ্গে আত্তীকরণ করতে ECN রাষ্ট্রসমূহকে উৎসাহিত করে।

রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের সুরক্ষার সর্বোচ্চ পন্থা কী কী?

রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের সুরক্ষার সবচেয়ে কার্যকর পন্থা হচ্ছে এমন আইন প্রণয়ণ করা যা রাষ্ট্রহীনতা প্রতিরোধ করতে পারে। (''রাষ্ট্রহীনতা প্রতিরোধ'' বিষয়ে বা রাষ্ট্রহীনতা কমাতে অথবা দূর করতে ১৯৬১ সালের কনভেনশনে রাষ্ট্রসমূহের অংশগ্রহণের ভূমিকা পূর্বালোচনা দেখুন)।

যতক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্রহীনতার সমস্যা না দূর হচ্ছে রাষ্ট্রহীন হিসেবে স্বীকৃত ব্যক্তিদেরকে সুরক্ষা দিতে হবে। ১৯৫৪ সালের কনভেশনে অংশগ্রহণ এবং বাস্তবায়ন এবং বাস্তবায়নকারী আইন প্রণয়ণের মাধ্যমে রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের অধিকার এবং দায়িত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হবে।

পূর্বের আলোচনা অনুযায়ী ১৯৫৪ সালের কনভেনশন কোনো ব্যক্তির জাতীয়তা পরিবর্তন কিংবা শরণার্থী নয় এমন রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের রাষ্ট্রসমূহকে তাদের ভূ-খণ্ডে প্রবেশাধিকার প্রদানে বাধ্য করে না। ১৯৫৪ সালের কনভেনশনের ধারাসমূহের প্রয়োগ জাতীয়তা মঞ্জুরের বিকল্প হিসেবে বিবেচিত হয় না। রাষ্ট্রসমূহ যখনই সম্ভব হবে তাদের জাতীয়তা আইন এবং চর্চার মাধ্যমে রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের যারা তাদের ভূ-খণ্ডে বসবাস করছে আত্তীকরণ এবং স্বাভাবিকীকরণের প্রক্রিয়া গ্রহণ করবে। ব্যাপক মাত্রায় রাষ্ট্রহীনতার পরিস্থিতিতে একটি ভূ-খণ্ডে বসবাসকারী সবাই যাতে নাগরিক হিসেবে বিবেচিত হয় সেই জন্যে জাতীয়তা প্রদানের নীতিমালা এই শর্তে পরিবর্তন করা যেতে পারে যে, তারা ঐ ভূ-খণ্ডে একটি নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছে (অথবা বসবাস করেছে) অথবা ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের উত্তরসূরি হিসেবে বসবাস করেছে।

> কিরগিজস্থান ২০০৭ সালে ব্যাপক সংস্কারের উদ্যোগ নেয় যা সহস্রাধিক মানুষের জাতীয়তা অর্জনে সহায়তা করে। স্বাধীনতার পর এক দশকেরও বেশি সময় ধরে প্রায় চল্লিশ হাজার মানুষ কিরগিজস্থানে বসবাস করছিল যার অধিকাংশই নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘু যারা সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন অংশ থেকে স্থানান্তরিত হয়ে এসেছিল এবং যারা কিরগিজ নাগরিকত্ব অথবা সাবেক সোভিয়েত উইনিয়নের কোন উত্তরাধিকার রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব স্বয়ংক্রিয়ভাবে অর্জন করতে পারেনি। সাবেক সোভিয়েতের সব নাগরিক যারা রাষ্ট্রহীন ছিল এবং কিরগিজস্থানে পাঁচ বছর বা তার বেশি সময় ধরে বসবাস করছিল তাদেরকে ২০০৭ সালের আইন অনুযায়ী নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়।

কিছু ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের পক্ষে তারা যে দেশে বসবাস করছে সে দেশের আইনগত অবস্থান স্বাভাবিক করা সম্ভব নাও হতে পারে। এই সমস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে তৃতীয় কোনও দেশে পুনর্বাসনই হতে পারে সঠিক সমাধান। রাষ্ট্রসমূহ যেহেতু তাদের পুনর্বাসন মানদণ্ডে রাষ্ট্রহীনতার ঘটনাবলিকে অন্তর্ভুক্ত করেনি সেহেতু UNHCR-এর এক্সিকিউটিভ কমিটি (Ex-Com) রাষ্ট্রসমূহকে তাদের মানদণ্ড সম্প্রসারণ করে রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্ত করার আহ্বান জানায়। উপসংহার নং ৯৫ (২০০৩) :

> *"রাষ্ট্রহীনতার ঘটনার নিস্পত্তির পদ্ধতি এবং একজন রাষ্ট্রহীন ব্যক্তির অবস্থা যেখানে বর্তমান দেশে অথবা নিয়মিতভাবে অন্য বসবাসকারী পূর্বের দেশে নিস্পত্তি হচ্ছে না এবং তার অবস্থা অনিশ্চিত থেকে যাচ্ছে সেখানে তাকে পুনর্বাসনের বিষয়টি বিবেচনা করার নিমিত্তে রাষ্ট্রসমূহকে UNHCR-এর সাথে সহযোগিতা করতে এক্সকম (Ex-Com) উৎসাহিত করেছে।"*

UNHCR রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের একীভূতকরণ এবং পুনর্বাসন বিষয়ে রাষ্ট্রসমূহকে পরামর্শ এবং সহায়তা দিতে পারে।

রাষ্ট্রহীনতার প্রতিরোধ :

হাইতির শ্যান্টি শহরের এই এলাকায় বসবাসরত বেশির ভাগ শিশু রাষ্ট্রহীন, যারা তাদের মৌলিক অধিকার সমূহ ভোগ করতে পারে না। ২০১৩ সালের সাংবিধানিক আদালতের একটি আদেশের ফলশ্রুতিতে হাজার হাজার ডোমিনিকান, যাদের বেশিরভাগ হাইতি বংশোদ্ভূত, তাদের জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত হন।
©UNHCR/Greg Constantine, 2011

বিভিন্ন কারণে রাষ্ট্রপরিচয়হীনতার পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। রাষ্ট্রহীনতার অবস্থা সৃষ্টিকারী কারণগুলোর মোকাবিলায় নাগরিকত্ব আইন পর্যালোচনা করার সময় একটি রাষ্ট্রের যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি, সে সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো :

বৈষম্য ও পক্ষপাতমূলক জাতীয়তা বঞ্চনার সাথে সম্পর্কিত কারনসমূহ :

বৈষম্য :

জাতীয়তা প্রদান বা অস্বীকার করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বিবেচনামূলক ক্ষমতা (Discretionary Power) চর্চার অন্যতম প্রধান সীমাবদ্ধতা হচ্ছে জাতিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে বৈষম্য। এই নীতি জাতিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত কনভেনশনসহ আরও অন্যান্য আন্তর্জাতিক আইনে প্রতিফলিত হয়েছে। বর্ণের ভিত্তিতে বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত জাতিসংঘ কমিটির ২০০৪ সালের ১লা অক্টোবরের একটি সাধারণ সুপারিশে উল্লেখ করা হয় যে–

> *''জাতি, বর্ণ, গোত্র অথবা নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়ের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব নিয়ে বৈষম্য করার মানে দাঁড়ায়, প্রত্যেক ব্যক্তির বৈষম্যমুক্তভাবে নাগরিকত্বের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার অধিকার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের যে দায়িত্ব রয়েছে তা লঙ্ঘন করা।''*

যাহোক, কোনো রাষ্ট্রের সাথে সম্পৃক্ততা থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় কোনো ব্যক্তি নির্দিষ্ট একটি দেশের নাগরিকত্ব লাভ করতে সক্ষম হয় না। রাষ্ট্রের সাথে ব্যক্তির সম্পৃক্ততা বলতে মূলত সেই ধরনের সম্পৃক্ততাকে বোঝায়, যেই সম্পৃক্ততার কারণে সাধারণ কোনো ব্যক্তি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করতে পারে। সারাবিশ্বে প্রত্যেক রাষ্ট্রহীন ব্যক্তি কোনো-না-কোনো নৃ-তাত্ত্বিক, ধর্মীয় বা ভাষাতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। জাতি, বর্ণ, গোত্র ধর্ম, লিঙ্গ, রাজনৈতিক মতবাদ বা অন্যান্য কোনো বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে যে বৈষম্য করা হয় তা প্রকাশ্যে দৃষ্টি গোচর হয় অথবা আইনে অবহেলাবশত স্থান দেওয়া হয় অথবা প্রয়োগের সময় সেই সব আইন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। আইনকে তখনই বৈষম্যমূলক বলা যায়, যখন আইনে পক্ষপাতমূলক ভাষা ব্যবহার করা হয় অথবা আইনের প্রয়োগই যখন হয় বৈষম্যমূলক।

এ সমস্যা পরিহার করতে :

- দেশের সংবিধানসহ অন্যান্য আইনে নাগরিকত্ব সংক্রান্ত বৈষম্য নিরুৎসাহিত করে বিধান তৈরি করতে হবে। একইসাথে অবৈষম্যের নীতি-বিধান সকল ধরনের প্রশাসনিক এবং বিচারিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে বাস্তবে প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।
- প্রত্যেক শিশুর জন্মগ্রহণের পর রাষ্ট্রসমূহ অভ্যন্তরীণভাবে বা অন্যান্য রাষ্ট্রের সহায়তার ভিত্তিতে নিশ্চিত করবে যেন জন্মগ্রহনকৃত প্রতিটি শিশুর একটি জাতীয়তা থাকে। শিশুর পিতা-মাতা বিবাহিত, অবিবাহিত অথবা রাষ্ট্রহীন যাই হোক না কেন, জন্মগ্রহণকৃত প্রতিটি শিশু আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে জাতীয়তার সমঅধিকার পাবে।
- CEDAW অনুসারে একজন পুরুষের মতো একজন নারীরও সমানাধিকার আছে নাগরিকত্ব গ্রহণ, পরিবর্তন বা ধরে রাখার। CEDAW-তে বর্ণিত নীতিসমূহ অনুযায়ী, স্বামীর জাতীয়তার কারণে স্ত্রীর জাতীয়তার সরাসরি পরিবর্তন হয় না, অথবা সে রাষ্ট্রহীন হয়ে পড়ে না, অথবা স্বামীর জাতীয়তা স্ত্রী গ্রহণ করতে বাধ্যও থাকে না।

নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করা বা নাগরিকত্ব প্রদানে অস্বীকৃতি জানানো :

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র নিশ্চিত করে যে কোনো ব্যক্তিকে স্বেচ্ছাচারীভাবে নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করা হবে না। ১৯৬১ সালের কনভেনশন ও ECN রাষ্ট্রসমূহের নাগরিকত্ব বাতিলের সম্ভব্য উদ্যোগকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। রাষ্ট্রহীনতা যাতে সৃষ্টি না হয় এ জন্য জাতীয়তা হারানোর বিষয়টি আইনি প্রক্রিয়ায় হতে হবে।

জাতীয়তা হারানোর সূচনা হয় তখনই যখন রাষ্ট্র কোনো, ব্যক্তি বা নাগরিকদের বঞ্চিত করে, এটা সাধারণত ঘটে যখন রাষ্ট্র বৈষম্যমূলক চর্চায় যুক্ত হয়। পৃথিবীর অনেক মানুষ স্বেচ্ছচারীভাবে জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে রাষ্ট্রহীন হয়েছেন।

এইসব সমস্যা সমাধান করার জন্য :

- আন্তর্জাতিক আইনের মূলনীতি হচ্ছে কাউকে তার জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না, যার ফলে রাষ্ট্রহীনতার সৃষ্টি হয়।
- ১৯৬১ সালের কনভেনশন উপর্যুক্ত নীতির নিম্নোক্ত ব্যতিক্রমগুলো উল্লেখ করে :
  - প্রতারণা বা মিথ্যা তথ্য উপস্থাপন করে জাতীয়তা লাভ করার ক্ষেত্রে;
  - অন্য দেশে বসবাসের কারণে জাতীয়তা হারানোর ক্ষেত্রে;
  - আনুগত্যের কর্তব্য পরিপন্থি কাজের জন্য, অন্য রাষ্ট্রকে সহায়তা করার নিষেধাজ্ঞা প্রকাশ্যে লঙ্ঘনের মাধ্যমে অথবা এমন কিছু করা যা মারাত্মকভাবে নিজ রাষ্ট্রের স্বার্থ পরিপন্থী (রাষ্ট্র কর্তৃক কনভেনশন স্বাক্ষরিত হওয়ার সময় যদি এগুলো আইনে সুনির্দিষ্টভাবে বলা থাকে);
  - মৌখিক বা আনুষ্ঠানিক ঘোষণার মাধ্যমে অন্য রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ অথবা নিজ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য অস্বীকার বা পরিত্যাগ করলে (রাষ্ট্র কর্তৃক কনভেনশন স্বাক্ষরিত হওয়ার সময় যদি এগুলো আইনে সুনির্দিষ্টভাবে বলা থাকে);

১৯৮০ সালে সাদ্দাম হোসেন একটি ডিক্রি জারির মাধ্যমে ইরাকের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী ফাইলি কুর্দি যাদের অধিকাংশ শিয়া সংখ্যালঘু তাদেরকে ইরাকি নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করেন। তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং অনেককে ইরানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, যেখানে তারা শরণার্থী শিবিরগুলোতে শরণার্থী হিসাবে বসবাস করে। ২০০৫ সালের ইরাকের সংবিধান এবং ২০০৬ সালের ইরাকের জাতীয়তা আইন পূর্বের ডিক্রিটি বাতিল করে এবং একই সাথে কেড়ে নেওয়া জাতীয়তা ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। তখন থেকে প্রায় ১০০,০০০ ব্যক্তি তাদের ইরাকি জাতীয়তা ফিরে পায়।

১৯৬১ সালের কনভেনশনের পক্ষরাষ্ট্র উপর্যুক্ত কারণগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে কোনো একজন ব্যক্তিকে জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত করতে পারে, যদি কনভেনশনটি স্বাক্ষর, অনুসমর্থন বা যোগদান করার সময় ঐ কারণগুলো আইনে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকে। একইসাথে আইনে বর্ণিত পদ্ধতির বা প্রক্রিয়ার সুষ্ঠু প্রয়োগ (যেমন : শুনানির অধিকার ইত্যাদি) নিশ্চিত করতে হবে। একটি পক্ষরাষ্ট্র কোনো ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিবর্গকে বর্ণ, গোত্র অথবা নৃ-তাত্ত্বিক উৎস বা রাজনৈতিক মতবাদের কারণে জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না।

- নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে যেখানে রাষ্ট্রহীনতার সৃষ্টি হয়, সেখানে মানুষের নাগরিকত্ব বাতিলে ECN রাষ্ট্রসমূহের ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে দেয়। ECN অনুযায়ী, প্রতারণা বা মিথ্যা তথ্য উপস্থাপন করে নাগরিকত্ব পাওয়ার ক্ষেত্রে নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করার বৈধতা দেয়া হয়েছে। যাহোক, যদি নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করার কারণে রাষ্ট্রপরিচয়হীন অবস্থার সৃষ্টি না হয়, তবে রাষ্ট্র কোনো ব্যক্তিকে নিম্নোক্ত কারণে নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করতে পারে;

- যদি স্বেচ্ছায় অন্য দেশের জাতীয়তা গ্রহণ করে;
- যদি স্বেচ্ছায় বিদেশি সামরিক বাহিনীতে অংশগ্রহণ করে;
- যদি রাষ্ট্রের স্বার্থপরিপন্থি কোনো মারাত্মক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে;
- নিজ রাষ্ট্র ও জাতীয়তার মধ্যে সু-সম্পর্কের অভাবে যে স্বাভাবিকভাবে অন্যদেশে বসবাস করে;
- যদি জাতীয় আইনের বা শর্তমোতাবেক জাতীয়তা লাভ করতে ব্যর্থ হয় (এটা কেবল অপ্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেতে প্রযোজ্য);
- যদি একজন দত্তক সন্তান তার দত্তক গ্রহণকারী পিতা-মাতার যে কোনো একজনের বা উভয়ের বিদেশী জাতীয়তা থাকে।

রাষ্ট্রহীনতা হ্রাসকরণ সংক্রান্ত ১৯৬১ সালের কনভেনশনের গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদসমূহ :

জাতীয়তা প্রদান সংক্রান্ত (অনুচ্ছেদ ১,২, ৩ ও ৪)

জাতীয়তা তাদেরকেই প্রদান করা হবে যারা অন্যথায় রাষ্ট্রহীন হয়ে পড়ছে এবং যাদের জন্ম সূত্রে বা বংশ সূত্রে রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক আছে। নিম্ন বর্ণীত ক্ষেত্র সমূহে জাতীয়তা প্রদান করা হবে :

- জন্মের সময় আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় ভূ-খণ্ডে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিকে;
- আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট বয়সসীমায় জাতীয় আইনের শর্তানুসারে রাষ্ট্রীয় ভূ-খণ্ডে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিকে;
- আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় ভূ-খণ্ডে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিকে (নিম্নোলিখিত এক বা ততোধিক শর্তানুযায়ী আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে; নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবেদনের ফলে, সুনির্দিষ্ট বাসস্থানের শর্তানুযায়ী, সুনির্দিষ্ট ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত না হলে এবং/অথবা সবসময় ঐ ব্যক্তি রাষ্ট্রহীন ছিল।)
- জন্মের সময় কোনো বৈধ শিশু যার মা সন্তানটি যেখানে জন্মগ্রহণ করেছে সেখানকার জাতীয়তাধারী;
- বংশ সূত্রে, নিজ রাষ্ট্রের ভূ-খণ্ডে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও যদি বয়স বা বাসস্থান সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতার কারণে চুক্তির পক্ষ রাষ্ট্রের জাতীয়তা লাভ করতে সক্ষম হয়, এটা হতে পারে নিম্নে লিখিত এক বা ততোধিক শর্তে : নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবদনের ফলে, নির্দিষ্ট বাসস্থানের শর্তানুযায়ী এবং/অথবা সবসময় ঐ ব্যক্তি রাষ্ট্রহীন ছিল।
- রাষ্ট্রীয় সীমানার অভ্যন্তরে পাওয়া নবজাতক শিশুকে;
- জন্ম সূত্রে, আইন অনুযায়ী জন্মের সময় অন্যত্র জন্মগ্রহণকারী কোনো শিশুকে যার জন্মের সময় তার পিতা বা মাতার উক্ত রাষ্ট্রের জাতীয়তা ছিল;
- জাতীয় আইন অনুযায়ী আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অন্যত্র জন্মগ্রহণকারী কোনো শিশুকে, পিতা-মাতার যে কারো একজনের চুক্তিভুক্ত রাষ্ট্রের জাতীয়তা ছিল (নিম্ন লিখিত এক বা ততোধিক শর্তানুযায়ী আবেদনের প্রেক্ষিতে; নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবেদনের ফলে, সুনির্দিষ্ট বাসস্থানের শর্তানুযায়ী, সুনির্দিষ্ট ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত না হলে এবং/অথবা সবসময় ঐ ব্যক্তি রাষ্ট্রহীন হলে।)

জাতীয়তা হারানো বা পরিত্যাগ (অনুচ্ছেদ ৫, ৬ ও ৭)

অন্য কোনো রাষ্ট্রের জাতীয়তা গ্রহণ বা অর্জনের নিশ্চয়তা জাতীয়তা হারানো বা পরিত্যাগ এর পূর্বশর্ত হতে হবে। (কোনো দেশে দীর্ঘস্থায়ী বসবাসের ফলে স্থানীয় বিবেচিত হওয়া) Naturalized Persons-এর ক্ষেত্রে একটা ব্যতিক্রম করা যায়, যদি আনুষ্ঠানিকতার এবং সময়সীমার প্রজ্ঞাপনের পরেও যারা বহুদিন ধরে দেশের বাইরে বসবাস করে এবং জাতীয়তা ধরে রাখার ইচ্ছা প্রকাশে ব্যর্থ হয়। এক্ষেত্রে Naturalized Persons হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে আবেদনের মাধ্যমে চুক্তিভুক্ত রাষ্ট্রের জাতীয়তা অর্জন করে এবং চুক্তিভুক্ত রাষ্ট্র আবেদন অনুমোদন নাও করতে পারে। জাতীয়তা হারানো অবশ্যই আইনের শর্ত ও পদ্ধতি অনুযায়ী হতে হবে, যেমন: আদালত অথবা নিরপেক্ষ সংস্থার স্বচ্ছ শুনানির মাধ্যমে।

জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত (অনুচ্ছেদ ৮ ও ৯)

এমন পরিস্থিতিতে কাউকে জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না যেখানে রাষ্ট্রহীনতার সৃষ্টি হতে পারে, যদি না :

- প্রতারণা বা মিথ্যা তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে জাতীয়তা অর্জন করা হয়ে থাকে;
- আইনে স্পষ্টত বিধান লঙ্ঘন করে বা রাষ্ট্রের বৃহৎ স্বার্থ লঙ্ঘনের জন্য ব্যক্তির কর্ম যা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক;
- মৌখিক বা আনুষ্ঠনিক ঘোষণার মাধ্যমে অন্য রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার অথবা চুক্তিপক্ষ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য অস্বীকার করা হয়ে থাকে;
- স্বয়ংক্রিয় নাগরিক চুক্তিভুক্ত রাষ্ট্রের সাথে সক্রিয় সম্পর্ক হারিয়ে ফেলে, এবং প্রজ্ঞাপন সত্ত্বেও জাতীয়তা ধরে রাখার জন্য ইচ্ছা প্রকাশে ব্যর্থ হয়। উপর্যুক্ত কারণে চুক্তিভূক্ত রাষ্ট্র একজন ব্যক্তিকে জাতীয়তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে, যদি কারণগুলো আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষর, অনুসমর্থন বা যোগদান করার সময় সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করে থাকে এবং আইন ও পদ্ধতিগত নিশ্চিয়তাসমূহ যেমন নিরপেক্ষ শুনানির অধিকার অনুসরণ করা হয়। জাতি, বর্ণ, গোত্র অথবা নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয় বা রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে রাষ্ট্র কখনো একজন ব্যক্তিকে জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত করতে পারে না।

রাষ্ট্রীয় ভূ-খণ্ড হস্তান্তর (অনুচ্ছেদ ১০)

রাষ্ট্রীয় ভূ-খণ্ড হস্তান্তরের কারণে যেন রাষ্ট্রহীনতার মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয় এই মর্মে চুক্তিসমূহে তা নিশ্চিত করতে হবে। যদি কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত না হয় তবে রাষ্ট্রীয় ভূ-খণ্ড হস্তান্তরের কারণে রাষ্ট্রপরিচয়হীন হয়ে পরা ব্যক্তিদেরকে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহ তাদের জাতীয়তা প্রদান করবে।

আন্তর্জাতিক সংস্থা (অনুচ্ছেদ ১১)

কনভেনশনে জাতিসংঘের আইনি কাঠামোয় একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন করার কথা বলা আছে, যার নিকট রাষ্ট্রপরিচয়হীন ব্যক্তিরা আবেদনের মাধ্যমে তাদের সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য দাবি পরীক্ষা নিরীক্ষা বা সহায়তা পেতে পারে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ UNHCR– কে এ দায়িত্ব পালন করতে অনুরোধ করেছে।

বিরোধ নিষ্পত্তি (অনুচ্ছেদ ১৪)

কনভেনশনের পক্ষভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে আইনের ব্যাখ্যা বা প্রয়োগ নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে, তা যদি অন্য কোনোভাবে সমাধান সম্ভব না হয়, তবে বিরোধে লিপ্ত যে কোনো রাষ্ট্রের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে নিষ্পত্তির জন্য আন্তর্জাতিক আদালতে প্রেরণ করা যাবে।

চূড়ান্ত আইন

চূড়ান্ত আইনের সুপারিশ মতে, যেসব ব্যক্তি কার্যত রাষ্ট্রহীন (de facto stateless) তাদেরকে যতদূর সম্ভব আইনত রাষ্ট্রহীন (de jure stateless) বলে গণ্য করতে হবে যেন তারা জাতীয়তা অর্জন করতে পারে।

প্রায়োগিক কারণসমূহ :

আইনের বিরোধ

জাতীয়তা সংক্রান্ত এক দেশের আইনের সাথে অন্য দেশের আইনের বিরোধের কারণে কোন ব্যক্তি উভয় রাষ্ট্রেই জাতীয়তাহীন হয়ে যেতে পারে। উভয় দেশের আইনসমূহ যথাযথভাবে প্রণয়ন করা হলেও উভয় দেশের আইন একসঙ্গে প্রয়োগের ফলে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ : রাষ্ট্র 'ক' যেখানে একজন ব্যক্তি জন্ম নিয়েছে, শুধুমাত্র বংশ সূত্রের (jus sanguinis) ভিত্তিতে তাকে জাতীয়তা প্রদান করা হয়। কিন্তু ঐ ব্যক্তির পিতা-মাতা 'খ' নামক রাষ্ট্রের নাগরিক। 'খ' রাষ্ট্র অপরপক্ষে জন্মস্থান নীতিতে (jus soli) কাউকে জাতীয়তা প্রদান করে এবং এর জাতীয়তা আইনে বিদেশে জন্মানো শিশু কোনোভাবেই জাতীয়তা অর্জন করতে পারবে না। এই অবস্থায় উক্ত ব্যক্তি রাষ্ট্রহীন ব্যক্তি বলে গণ্য হবে।

এইসব সমস্যা সমাধান করার জন্য :

- ১৯৩০ সালের হেগ কনভেনশন অনুযায়ী প্রত্যেক রাষ্ট্র নিজস্ব আইন দ্বারা নির্ধারণ করতে পারবেকারা এর জাতীয়তা পাবে। এ আইনটি অন্য রাষ্ট্রসমূহ স্বীকৃতি দিলেও তা অবশ্যই জাতীয়তাসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইন, প্রথা এবং স্বীকৃত আইনের নীতিসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। জাতীয়তা সম্পর্কিত বিভিন্ন আইনের আন্তঃসংঘর্ষ দূর করতে রাষ্ট্রের উচিৎ জাতীয়তা সম্পর্কিত আইন সমূহ পর্যালোচনা করা এবং তাদের বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করা। UNHCR বিভিন্ন দেশের জাতীয়তা সংক্রান্ত আইন-এর নিম্নোক্ত ওয়েব ঠিকানায় :
  http://www.refworld.org /statelessness.html. সংরক্ষণ করে।

- ১৯৬১ সালের কনভেনশন অনুযায়ী :
  - ব্যক্তির জন্মের ভিত্তিতে আইন মোতাবেক ব্যক্তি যে দেশের ভূ-খণ্ডে জন্মগ্রহণ করে ;
  - আইন মোতাবেক ব্যক্তির একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত এবং জাতীয় জাতীয়তা আইনের শর্তসাপেক্ষে ব্যক্তি যে দেশের ভূ-খণ্ডে জন্মগ্রহণ করে ;
  - ব্যক্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি যে দেশের ভূ-খণ্ডে জন্মগ্রহণ করে (নিম্নের এক বাতাতোধিক শর্তানুযায়ী আবেদন করা যাবে ; একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবেদন করা যাবে,সুনির্দিষ্ট বাসস্থানের প্রমাণ স্বাপেক্ষে, ব্যক্তি কোনো ধরনের ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত না হলে এবং/অথবা ব্যক্তি সবসময় রাষ্ট্রহীন থাকলে);
  - বংশসূত্রে পরিচয়ের ভিত্তিতে, চুক্তিপক্ষ রাষ্ট্রের ভূ-খণ্ডে সে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও যদি বয়স বা

বাসস্থানের শর্তের কারণে জাতীয়তা লাভ করতে সক্ষম না হয় (এটা নিম্নের এক বা ততোধিকশর্তানুযায়ী : একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবেদন করা যাবে, নির্দিষ্ট বাসস্থানের প্রমাণ সাপেক্ষে এবং/অথবা ব্যক্তি সবসময় রাষ্ট্রহীন ছিল);

- রাষ্ট্রের ভূ-খণ্ডে কুড়িয়ে পাওয়া শিশু;
- অন্যত্র জন্ম নেওয়া আইনানুযায়ী কোনো ব্যক্তি, যদি তার জন্মের সময় তার পিতা-মাতার কারো একজনের জাতীয়তা কোনো পক্ষভুক্ত একটি রাষ্ট্রের হয়ে থাকে; এবং
- দেশের আইন অনুযায়ী আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অন্যত্র জন্ম নেওয়া কোনো ব্যক্তি, যদি তার জন্মের সময় তার পিতা-মাতার কারো একজনের জাতীয়তা এই কনভেনশনের যে কোনো পক্ষভুক্ত একটি রাষ্ট্রের হয়ে থাকে (নিম্নের এক বা ততোধিক শর্তানুযায়ী আবেদন করা যাবে;আইনে অবশ্যই আবেদন করার জন্য একটা নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকবে, সুনির্দিষ্ট বাসস্থানেরপ্রমাণের উল্লেখ থাকবে, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা লঙ্ঘনজনিত কোনো ফৌজদারি অপরাধে দোষী হতে পারবে না এবং/অথবা ব্যক্তি সবসময় যে রাষ্ট্রহীন ছিলো)।

- ব্যক্তির নাগরিকত্ব নির্ধারণে এবং জন্মের সময় নাগরিকত্ব প্রদানে রাষ্ট্র বংশ সূত্র (jus sanguinis) এবং জন্ম সূত্র (jus soli)-উভয় নীতিই বিবেচনা করে। যেসব রাষ্ট্র দ্বৈত নাগরিকত্বের অনুমতি দেয় না, সেসব রাষ্ট্র কোনো নির্দিষ্ট বয়সে একজন ব্যক্তি বা তার পিতা-মাতার যে কোন একটি দেশের জাতীয়তা লাভের সুযোগ নিশ্চিত করবে।

জাতীয়তা বিসর্জন সম্পর্কিত আইনের বিরোধ

কিছু রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব বিষয়ক আইন ব্যক্তিদের অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জনের আগেই অন্য নাগরিকত্ব অর্জন বা অর্জনের নিশ্চয়তা পাওয়ার আগেই নাগরিকত্ব ত্যাগ করার অনুমতি দেয় এর ফলে রাষ্ট্রহীনতার ঘটনা ঘটে। আইনের বিরোধ হয় তখনই যখন একটি রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পাওয়ার আগে নাগরিকত্ব বিসর্জন করতে দেয় না, যখন সংশ্লিষ্ট অন্য রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ত্যাগ না করা পর্যন্ত নাগরিকত্ব অনুমোদন দেয় না। কখনো কখনো একজনকে তার বাসস্থানের দেশের নাগরিকত্বের আবেদনের পূর্বেই অন্য দেশের নাগরিকত্ব ত্যাগ করতে হয় যা ব্যক্তিকে অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভের আগেই রাষ্ট্রহীন করে।

এসব সমস্যা সমাধান করতে :

- ১৯৬১ সালের কনভেনশন অনুযায়ী, নাগরিকত্ব হারানো বা বিসর্জন অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ বা অর্জনের নিশ্চয়তার শর্তাধীন হওয়া উচিত।
- নাগরিকত্ব বিষয়ক আইন নিশ্চিত করবে যে কোনো নাগরিক অন্য কোনো দেশের নাগরিকত পাওয়ার পূর্বে বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নাগরিকত্ব পাওয়ার লিখিত এবং সুনির্দিষ্ট আশ্বাস পাওয়ার পূর্বে নাগরিকত্ব বর্জন করতে পারবে না।
- ১৯৬১ সালের কনভেনশনে একটি ব্যতিক্রম রয়েছে যে, নাগরিকত্ব-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ যারা নির্দিষ্ট আনুষ্ঠানিকতা এবং সময়সীমার নোটিশ পাওয়ার পরেও যদি একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিদেশে অবস্থান করে এবং জাতীয়তা বজায় রাখার ইচ্ছা প্রকাশে ব্যর্থ হয়, বা জাতীয়তা হারাতে পারে। এক্ষেত্রে জাতীয়তা প্রাপ্ত ব্যক্তি হচ্ছেন তিনি যিনি চুক্তিপক্ষের রাষ্ট্রের নিকট আবেদনের মাধ্যমে জাতীয়তা পেয়েছেন এবং ঐ রাষ্ট্রের উক্ত আবেদন নামঞ্জুর করার ক্ষমতা ছিল। শুধু আইন মোতাবেক এবং পূর্ণ পদ্ধতি যেমন আদালত বা অন্য কোনো স্বতন্ত্র কর্তৃপক্ষের শুনানি সাপেক্ষে জাতীয়তা বাতিল করা যেতে পারে।

- যদি কোনো ব্যক্তি অন্য নাগরিকত্ব অর্জন না করে বা নাগরিকত্ব হারায় সেসকল ব্যক্তির জন্য কিছু রাষ্ট্র পুনঃ নাগরিকত্ব অর্জনের বিধান আইনে সংযোজন করেছে।

যেসব রাষ্ট্র দ্বৈত বা একাধিক নাগরিকত্ব সমর্থন করে না, সেসব রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব আইন নাগরিকত্ব অর্জন ও ধারণের ক্ষেত্রে অন্য দেশের নাগরিকতা পরিহারের শর্তকে শিথিলযোগ্য করবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, শরণার্থীরা তাদের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করার জন্য তাদের উৎস রাষ্ট্রে ফেরত যাবে বা কোন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করবে এমন কোনও শর্ত প্রয়োগ করা যাবে না।

উত্তম চর্চাঃ রাশিয়ান ফেডারেশন

প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙ্গন লক্ষ লক্ষ মানুষকে রাষ্ট্রহীন করেছে। সদ্য স্বাধীন রাশিয়ান ফেডারেশন ১৯৯১-এর নাগরিকত্ব বিষয়ক ফেডারেল আইন অনুযায়ী রাশিয়ান ফেডারেশনের রাষ্ট্রীয় ভূ-খণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাসকারীদের রাশিয়ান নাগরিকত্ব অর্জনের সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছিলো। এই বিধানের অধীনে যারা রাশিয়ান ফেডারেশনে স্থায়ীভাবে বসবাসের প্রমাণ দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে, তারা রাশিয়ান নাগরিকত্ব লাভ করেনি।

১৯৯০ দশকের শেষের দিকে অনেক প্রাক্তন সোভিয়েত নাগরিকই রাশিয়ান ফেডারেশনের বা তাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য প্রদেশের নাগরিকত্ব অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়নি। অনেকেই অজান্তে স্বাভাবিকভাবেই সদ্য স্বাধীন অন্যান্য প্রদেশের নাগরিকত্ব পেয়েছে, আবার অনেকে রাষ্ট্রহীন হয়ে পড়েছে কারণ ব্যক্তিগত অবস্থার কারণে কোথাও নাগরিকত্বের জন্য যোগ্যতা অর্জন করেনি।

রাশিয়ান ফেডারেশনে প্রাক্তন সোভিয়েত নাগরিকদের অনেকের নিয়মতান্ত্রিক মর্যাদা না থাকায় রাশিয়ান সরকার ১৯৯১ সালের নাগরিকত্ব আইনে সংশোধনী নিয়ে আসে। রাশিয়ান ফেডারেশনের নতুন নাগিরকত্ব আইন ১লা জুলাই (নাগরিকত্ব আইন ২০০২), ২০০২ থেকে কার্যকর হয়। রাশিয়ান ফেডারেশনে বসবাসকারী যারা প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিক ছিল তাদের নাগরিকত্ব অর্জনের প্রক্রিয়াকে সহজতর করতে সংশোধনী পাস হয় ২০০৩ সালে।

রাষ্ট্রহীনতার হার কমাতে এবং রাশিয়ান নাগরিকতা অর্জনের জন্য এ বিধান ছিল একটি সাময়িক সমাধান। প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি সাপেক্ষে স্বাভাবিকীকরণের মাধ্যমে রাশিয়ান জাতীয়তা প্রদান করা হয়। রাশিয়ান ফেডারেশনে বসবাসকারী প্রাক্তন USSR-এর নাগরিকদের জন্য পাঁচ বছর যাবত নির্বিঘ্ন বসবাসের প্রমাণ, আত্মকর্মসংস্থানের প্রমাণ রাশিয়ান ভাষায় পারদর্শিতার মতো জটিল এবং পালনে কষ্টকর আবশ্যকীয় শর্তসমূহ এই কার্যপ্রণালী দ্বারা বিলুপ্ত হয়েছে। নাগরিকত্বের স্বভাবিকীকরণের ফি জমা দেয়া থেকেও আবেদনকারীদের অব্যাহতি দেয়া হয়। এই কার্যপ্রণালীর ৬ বছরের মধ্যে মোট ২,৬৭৯,২২৫ জন স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় রাশিয়ান জাতীয়তা অর্জন করে যার মধ্যে ৫৭৫,০৪৪ জন রাষ্ট্রহীন ব্যক্তি ছিল। গত দশকে রাষ্ট্রহীনতা কমানোর ক্ষেত্রে এটা ছিল একটি সফলতম উদ্যোগ।

পরবর্তী সময়ে ২০১২ সালে রাশিয়ান সরকার অতিরিক্ত সংশোধনীর মাধ্যমে তখনও যারা রাষ্ট্রহীন ছিল তাদের নাগরিকত্ব প্রদান করে। এই সংশোধনী আবেদনকারীদের বসবাসের নিবন্ধন প্রমাণের শর্ত বাতিল করে। পাশাপাশি ২০১২ সালের সংশোধনীর মাধ্যমে প্রাক্তন সভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকরা যারা রাশিয়ান ফেডারেশনের পাসপোর্ট গ্রহণ করেছে তাদের নাগরিকতা প্রদানের বিষয়টি পরবর্তীতে প্রত্যাহার করা হয় এ মর্মে যে, প্রশাসনিক ভুলের কারণে তাদের পাসপোর্ট প্রদান করা হয়েছিলো ।

যে সকল আইন ও চর্চা যা শিশুদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে :

ICCPR এবং CRC অনুযায়ী শিশুদের জন্মস্থান এবং অভিভাবকদের পরিচয় ব্যতীত সকল শিশুরই জন্মের সঙ্গে সঙ্গে জন্মগ্রহণকারী রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাদের জন্ম-নিবন্ধন করতে হবে। সকল শিশুর জাতীয়তার অধিকার আছে। সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী শিশুর জাতীয়তা নির্ধারিত হবে এবং সকল রাষ্ট্রই শিশুর জন্মস্থান ও অভিভাবকদের পরিচয় নিশ্চিত করবে। জন্ম প্রমাণ ছাড়া অর্থাৎ স্বীকৃত জন্ম-নিবন্ধন ছাড়া শিশুর পক্ষে তার পরিচয় প্রতিষ্ঠা করা কঠিন (তার অভিভাবকের এবং নিজের জন্মস্থানসহ) বিশেষত জাতীয়তা অর্জনের ক্ষেত্রে।

এ সম্যসা সমাধান করতে:

- CRC-এর অনুচ্ছেদ ৭ এবং ICCPR-এর অনুচ্ছেদ ২৪ অনুযায়ী পদ্ধতিগতভাবে জন্ম নিবন্ধনের জন্যরাষ্ট্রের উচিত স্থানীয় প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা। প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বিশেষত ইউনিসেফের সাহায্য চাওয়া যাবে।

- জন্ম নিবন্ধনের সময় রাষ্ট্রের উচিত নাগরিকত্ব জনিত সমস্যাকে চিহ্নিত করা এবং শিশুটির রাষ্ট্রহীনহয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকলে তাকে নাগরিকত্ব প্রদান করা। ১৯৬১ সালের কনভেনশনের প্রাসঙ্গিক বিধান জাতীয় আইনে যুক্ত করা উচিত। কোনো রাষ্ট্র ১৯৬১ সালের কনভেনশনের অন্তর্ভুক্ত না হলেও এই বিধানগুলো উক্ত রাষ্ট্রের জাতীয় আইনে যুক্ত করা উচিত।

- বিশেষত রাষ্ট্রীয় ভূ-খণ্ডে জন্ম নেয়া শিশু যারা রাষ্ট্রহীন হয়ে পড়বে রাষ্ট্র তাদের জাতীয়তা অর্জনের বিধান করবে। উদাহরণস্বরূপ যে কোনো শিশু তার বিদেশী অভিভাবকদের জাতীয়তা অর্জন করতে পারে না, সেসকল ক্ষেত্রে এরকম প্রবিধানের মাধ্যমে রাষ্ট্রহীনতা প্রতিরোধ করা যাবে।

অনেক দেশে নারীরা তাদের শিশুদের নিজের জাতীয়তা দিতে পারে না। যে-সকল ক্ষেত্রে পিতা রাষ্ট্রহীন অথবা পিতার নাগরিকত্ব অজ্ঞাত, অথবা পিতা নিজের জাতীয়তা শিশুকে অর্পন করতে পারে না সে সকল ক্ষেত্রে উক্ত পরিস্থিতি রাষ্ট্রহীনতার সূচনা করে।

এই সমস্যা সমাধান করতে :

- বিবাহিত নারীদের জাতীয়তা বিষয়ক কনভেনশন ১৯৫৭ এবং CEDAW অনুযায়ী শিশুদের জাতীয়তার বিষয়ে নারীরা পুরুষের সমান অধিকার পাবে। এ মূলনীতিগুলো জাতীয় আইনে প্রয়োগের ফলে নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্য এবং শিশুর রাষ্ট্রহীনতা উভয়ই প্রতিহত হবে।

- রাষ্ট্রসমূহ লিঙ্গের ভিত্তিতে বৈষম্যের বিরুদ্ধে জাতীয় নাগরিকত্ব আইনে বিধান যুক্ত করবে।

২০১০ সালে কেনিয়াতে একটি নতুন সংবিধান গৃহীত হয়েছে যেখানে জাতীয়তাসহ অনেক বিষয়ে আইনগত সংশোধনী গৃহীত হয়েছে। নতুন সংবিধানে এবং নাগরিকত্ব এবং অভিবাসন আইনে কুড়িয়ে পাওয়া শিশুদের নাগরিকতা প্রদানসহ রাষ্ট্রহীনতার বিরুদ্ধে অনেকগুলো রক্ষাকবচ সংযোজিত হয়েছে। জাতীয়তা বিষয়ক সর্বক্ষেত্রে এটি নারী ও পুরুষের সমতার বিধান করেছে।

এতিম ও পরিত্যক্ত শিশুর সাধারণত নিশ্চিতভাবে জাতীয়তার পরিচয় থাকে না। বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের ফলে জন্মগ্রহণকারী শিশুও জাতীয়তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে পারে।

এই সমস্যাগুলো সমাধান করতে :

- রাষ্ট্রীয় সীমানার অভ্যন্তরে পাওয়া নবজাতক শিশু ওই রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পাবে। এই নীতি বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব আইনে এবং ১৯৬১ সালের কনভেনশনসহ বেশ কিছু আন্তর্জাতিক দলিলে বিদ্যমান।
- মানবাধিকার চুক্তিসমূহে এ নীতি প্রয়োগ বিষয়ে বলা আছে যে, রাষ্ট্রসমূহ বৈবাহিক সম্পর্ক থেকে জন্ম নেওয়া শিশু এবং বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের ফলে জন্মগ্রহণকারী শিশুর জাতীয়তা নিয়ে বৈষম্য করা যাবে না (কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভিন্ন ধরণের ব্যবস্থাপনা আন্তর্জাতিক আইনে অনুমোদিত রয়েছে)।
- শিশুর জাতীয়তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে শিশুর সর্বোচ্চ স্বার্থই সর্বপ্রথম বিবেচ্য বিষয় হিসেবে বিবেচিত হবে।

কোনো কোনো রাষ্ট্রের দত্তকগ্রহণ পদ্ধতি রাষ্ট্রহীনতার কারণ হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ যদি দত্তক গ্রহণকারী পিতা-মাতার জাতীয়তা শিশু অর্জন করতে না পারে।

এই সমস্যা সমাধান করতে :

- রাষ্ট্রসমূহ জাতীয় আইনে প্রবিধান সংযোজন করবে যে, আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী বিদেশে দত্তক সম্পাদিত হলে রাষ্ট্রীয় আইনে তা স্বীকৃত হবে। শিশুদের দত্তক বিষয়ক ইউরোপিয়ান কনভেনশন ১৯৬৭ দত্তক শিশুদের রাষ্ট্রীয় জাতীয়তা প্রদানের বিষয়ে রাষ্ট্রসমূহকে উৎসাহিত করে।

প্রশাসনিক চর্চা

জাতীয়তা অর্জন, পুনরুদ্ধার, বঞ্চনা ও হারানো সংক্রান্ত বেশ কিছু প্রশাসনিক এবং পদ্ধতিগত বিষয় আছে। অতিরিক্ত প্রশাসনিক ফি, অযৌক্তিক সময়সীমা এবং/অথবা পূর্বে জাতীয়তার দালিলিক প্রমাণাদি যা পূর্বে রাষ্ট্রের দখলে অবস্থিত দাখিলে ব্যর্থতার কারণে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তির নাগরিকত্ব অর্জনে বাধা সৃষ্টি হতে পারে। একই ধরণের সমস্যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নাগরিকত্ব অর্জনকারী ব্যক্তির জাতীয়তার দলিল যেমন পরিচয়পত্র, নাগরিকত্বের দলিল বা পাসপোর্ট থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তির নাগরিকত্ব অর্জনে বাধা হতে পারে।

এই সমস্যাগুলো সমাধান করতে :

- জাতীয়তার অর্জন, ধারণ, হারানো, পুনরুদ্ধার অথবা জাতীয়তার দালিলিক প্রমাণপত্র সংক্রান্ত আবেদনপত্র যৌক্তিক সময়ের মধ্যে প্রক্রিয়া করতে হবে। কার্যপ্রণালী যতটা সম্ভব সহজ এবংসর্বাধিকভাবে প্রচারিত হতে হবে।
- রীতিসিদ্ধভাবে বসবাসকারীদের রাষ্ট্রীয় উত্তরাধিকারসহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে জাতীয়তা অর্জন বা হারানোর ক্ষেত্রে লিখিত এফিডেভিট অপরিহার্য হবে না, যদিও রাষ্ট্রসমূহকে সাধারণ জাতীয়তা বিষয়ক সব ধরণের দলিল সংরক্ষণ করতে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।
- জাতীয়তা অর্জন, ধারণ, হারানো, পুনরুদ্ধার বা জাতীয়তার প্রমাণসহ প্রাসঙ্গিক প্রশাসনিক এবং বিচারিক পুনঃ সমীক্ষা সংক্রান্ত ফি যৌক্তিক হওয়া উচিত।

যে সকল আইন ও চর্চা যা নারীদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে :

কিছু রাষ্ট্রসমূহে স্বাভাবিকভাবে অন্য জাতীয়তার কাউকে বিয়ে করার কারণে নারীদের জাতীয়তা পরিবর্তন হয়ে যায়। এমন অবস্থায় একজন নারী রাষ্ট্রহীন হয়ে যেতে পারে, যদি না সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্বামীর জাতীয়তা গ্রহণ করে অথবা যদি তার স্বামীর কোনো জাতীয়তা না থাকে।

বৈবাহিক কারণে স্বামীর জাতীয়তা গ্রহণ করার পরও বৈবাহিক সম্পর্ক ভেঙ্গে গেলে একজন নারী রাষ্ট্রহীন হয়ে যেতে পারে। যদি না তার পূর্বের নাগরিকতা স্বয়ক্রিয়ভাবে পুনরুদ্ধার না হয়।

এই সমস্যাগুলো সমাধান করতে :

CEDAW একজন পুরুষের মতো একজন নারীরও নাগরিকত্ব গ্রহণ, সরাসরি পরিবর্তন বা ধরে রাখার ক্ষেত্রে সম-অধিকার নিশ্চিত করে। CEDAW-তে বর্ণিত নীতিসমূহ অনুযায়ী, স্বামীর নাগরিকত্বের কারণে স্ত্রীর নাগরিকত্ব সরাসরি পরিবর্তন হয় না, অথবা স্ত্রী রাষ্ট্রহীন হয়ে পড়ে না, অথবা স্বামীর নাগরিকত্ব স্ত্রী গ্রহণ করতে বাধ্যও হয় না।

যেসব রাষ্ট্রের নারীরা পুরুষদের মতো সমানাধিকার ভোগ করতে পারে না বা বিয়ের পরে স্ত্রীর নাগরিকত্ব স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিবর্তন হয়ে যায়, অথবা বিয়ের পর স্ত্রীকে পূর্বের নাগরিকত্ব বিসর্জন দিতে হয়, সেই সব রাষ্ট্রের উচিত এমন আইন তৈরি করা যার মাধ্যমে বৈবাহিক সম্পর্ক ভেঙ্গে গেলেও যেন একজন নারী স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনরায় তার পূর্বের জাতীয়তা ফিরে পায়।

স্বয়ংক্রিয়ভাবে জাতীয়তা হারানো :

কিছু রাষ্ট্র দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া অথবা দেশের বাইরে বসবাসরত ব্যক্তিদের নাগরিকত্ব স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল করে দেয়। দুর্বল প্রশাসনিক কারণে যেখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দেশের কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিনিয়ত নিবন্ধন সম্পর্কে অবহিত করা না হলে কোন ব্যক্তির দেশ ছাড়ার কয়েক মাসের মধ্যে জাতীয়তার বিলুপ্তি ঘটতে পারে। রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণকারী অথবা উত্তরাধিকার সূত্রে নাগরিকতা অর্জনকারী ব্যক্তি ব্যতীত, আবেদনের মাধ্যমে অর্জিত নাগরিকত্ব বা নাগরিকদের প্রতিনিয়ত নিবন্ধনও জাতীয়তা বাতিল থেকে সুরক্ষার নিশ্চয়তা দেয় না। রাষ্ট্রহীনতা এ ধরণের চর্চার প্রত্যক্ষ ফল।

এ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান করার জন্য:

- ১৯৬১ সালের কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ৭(৩) অনুযায়ী কোন ব্যক্তি শুধু দেশত্যাগ করার কারণে,বিদেশে বসবাস করার কারণে বা নিবন্ধন করতে ব্যর্থ হলে জাতীয়তা হারাবে না এবং রাষ্ট্রহীন হবে না। ১৯৬১ সালের কনভেনশন এ নীতির ব্যতিক্রম হিসেবে আবেদন সূত্রে নাগরিক যারা ক্রমাগত ৭ বছর বিদেশে বসবাস করে তাদের ক্ষেত্রে ১৯৬১ সালের কনভেনশনে ব্যতিক্রম উল্লেখ আছে। এসকল ব্যক্তিদের যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে জাতীয়তা রক্ষার ইচ্ছা প্রকাশ করতে হবে যেমন : পাসপোর্ট নবায়ন করার মাধ্যমে। রাষ্ট্রেরও উচিৎ দেশে বা বিদেশে অবস্থানরত স্বয়ংক্রিয় নাগরিকদের কনসুলার সেবার মাধ্যমে এ নীতি সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত করা।

- সম্প্রতি বিভিন্ন আইন অনুযায়ী ECN রাষ্ট্রসমূহকে স্থায়ী ভাবে বিদেশে বসবাস করার কারণে কোনো ব্যক্তির জাতীয়তা হরণ করার অনুমোদন দেয় না, যদি তাতে করে সে ব্যক্তির রাষ্ট্রহীন হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

রাষ্ট্রীয় অধিকৃতকরণের সাথে সম্পর্কিত কারণসমূহ

রাষ্ট্রীয় ভূ-খণ্ড বা সার্বভৌমত্ব হস্তান্তর :

যদিও নির্দিষ্ট কিছু আন্তর্জাতিক আইনে ও নীতিতে রাষ্ট্রীয় ভূ-খণ্ড বা সার্বভৌমত্ব হস্তান্তর বিষয়টিকে আংশিকভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এর কারণে অনেক নাগরিক রাষ্ট্রহীন হচ্ছে। যখন কোনো রাষ্ট্রের ভূ-খণ্ডগত বা সার্বভৌমত্বের পরিবর্তন হয়, যেমন রাষ্ট্র ঔপনিবেশিক শাসন থেকে কোনো রাষ্ট্র স্বাধীনতা অর্জন করে, পুরনো রাষ্ট্রের অস্তিত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে, যদি পরিসমাপ্তি রাষ্ট্রের থেকে উত্তরাধিকার রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসমূহের সৃষ্টি হয় অথবা যদি রাষ্ট্রের অংশ থেকে নতুন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় তাহলে ঐ রাষ্ট্রের আইনের ও চর্চার পরিবর্তন অনস্বীকার্য। উল্লিখিত ঘটনাগুলোর যে কোন একটি ঘটার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন নাগরিকত্ব আইন বা প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজন হতে পারে। এমন অবস্থায় নতুন আইন বা প্রশাসনিক ব্যবস্থা অনুযায়ী নাগরিকত্ব লাভ করতে না পারলে যেকোনো ব্যক্তি রাষ্ট্রহীন হয়ে যেতে পারে। এমনকি পূর্বের আইনসমূহের বা প্রথাগত চর্চার নতুন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের কারণে ঐ ব্যক্তি রাষ্ট্র কর্তৃক জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত হয়ে রাষ্ট্রহীন হয়ে যেতে পারে।

এই সমস্যাসমূহ সমাধান করার জন্য :

- ১৯৬১ সালের কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ১০ অনুযায়ী পক্ষরাষ্ট্রসমূহ নিশ্চিত করবে যে, রাষ্ট্রীয় ভূ-খণ্ড বা সার্বভৌমত্ব হস্তান্তরের কারণে কোনো ব্যক্তি রাষ্ট্রহীন হয়ে পড়বে না। এ ধরনের হস্তান্তরের ফলে রাষ্ট্রহীনতার সৃষ্টি হবে না এই মর্মে রাষ্ট্রসমূহ দ্বিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর করবে। চুক্তি স্বাক্ষর না হলে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহ সেসব ব্যক্তিদের জাতীয়তা প্রদান করবে যারা অন্যথায় রাষ্ট্রহীন হয়ে যেতে পারে।
- বাস্তবে জনগোষ্ঠী সাধারণত রাষ্ট্রীয় ভূ-খণ্ডের সাথে জড়িত, তথাপি কতিপয় আন্তর্জাতিক চুক্তি, সাংবিধানিক বিধান এবং জাতীয়তা সংক্রান্ত আইন অধিকৃতকরণকারী রাষ্ট্রসমূহ থেকে জাতীয়তা লাভের সুযোগ প্রদান করে।
- রাষ্ট্রীয় ভূ-খণ্ড বিচ্ছিন্ন বা ভাগ হলে জাতীয়তার ওপর এর প্রভাব সংক্রান্ত বিধানসমূহ অধিকৃতকরণ সংক্রান্ত চুক্তিসমূহে যুক্ত করতে হবে।
- জাতীয়তা ও রাষ্ট্রীয় উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইন বিধিবদ্ধ ও আরো উন্নত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে, জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক আইন কমিশন (আইএলসি) কিছু বিধান তৈরি করেছে, যা ইউএন জেনারেল এ্যাসেম্বলির ৫৫/১৫৩(২০০১) সংখ্যক রেজুলেশণে সংযুক্ত হয়েছে। বিধানগুলো হচ্ছে :
    - সংশ্লিষ্ট সকল রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া উচিত, যাতে করে রাষ্ট্রের ভূ-খণ্ড বা সার্বভৌমত পরিবর্তন বা হস্তান্তরের দিনে পূর্ববর্তী রাষ্ট্রের জাতীয়তা-ধারণকারী ব্যক্তি যেন রাষ্ট্রীয় ভূ-খণ্ড বা সার্বভৌমত্ব হস্তান্তরের কারণে রাষ্ট্রহীন হয়ে না পড়ে;
    - রাষ্ট্রীয় উত্তরাধিকারের কারণে নতুন রাষ্ট্রে স্বাভাবিকভাবে বসবাসকারী ব্যক্তি হস্তান্তরের দিন থেকে ঐ রাষ্ট্রের জাতীয়তা লাভ করবে বলে ধরে নেওয়া যায়;

- রাষ্ট্রীয় উত্তরাধিকারের কারণে নতুন রাষ্ট্র জোর করে অন্য রাষ্ট্রে বসবাসকারী কোনো ব্যক্তির উপর জাতীয়তা চাপিয়ে দিতে পারবে না, যদি না রাষ্ট্রহীনতার মতো অবস্থার সৃষ্টি হয়;

- যখনই ওই ব্যক্তিসমূহ দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের জাতীয়তা পাবার জন্য যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে, তখন সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের উচিত জাতীয়তার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তিসমূহের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেওয়া। রাষ্ট্রপরিচয়হীনতার মতো অবস্থার সৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্র ব্যক্তিকে ঐ রাষ্ট্রের জাতীয়তা গ্রহণের সুযোগ দিবে যে রাষ্ট্রের সাথে তার নিবিড় সম্পর্ক আছে।

- জাতীয়তা লাভের বা ধরে রাখার ক্ষেত্রে বা ব্যক্তি কর্তৃক জাতীয়তার অধিকার চর্চার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনোরূপ বৈষম্য করবে না।

- ECN এবং ''২০০৬ সালের অধিকৃতকরণের কারণে সৃষ্ট রাষ্ট্রহীনতা প্রতিহত বিষয়ক কাউন্সিল অব ইউরোপ কনভেনশন''-এ, ১৯৬১ সালের কনভেনশনের ধারাসমূহ এবং ILC–এর অনেক ধারাকে যুক্ত করে। ECN চারটি মূল নীতিসহ জাতীয়তা এবং রাষ্ট্রীয় উত্তরাধিকার বিষয়ে একটি পূর্ণ অধ্যায় ধারণ করে। মূল চার নীতিগুলো হলো:

  - সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক;
  - উত্তরাধিকারের সময় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্বাভাবিক আবাসস্থল;
  - সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ইচ্ছা; এবং
  - সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আদি ভূ-খণ্ডগত উৎস।

  এর পাশাপাশি ECN উল্লেখ করে যে, পূর্বের রাষ্ট্রের অ-নাগরিকদের মধ্যে যারা নতুন সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের স্বাভাবিক অধিবাসী, কিন্তু নতুন রাষ্ট্রের জাতীয়তা লাভ করেনি, তাদেরও ওই রাষ্ট্রে থাকার অধিকার এবং অন্যান্য নাগরিকদের মতো সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করার সুযোগ থাকবে।

- CoE কনভেনশন উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে জাতীয়তা বিষয়ে প্রমাণ সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট বিধান (ধারা-৮) প্রস্তুত করেছে:

''রাষ্ট্রীয় অধিকৃতকরণের ফলে যারা রাষ্ট্রহীন হয় বা হতে পারে এবং যাদের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় মানদণ্ডের শর্ত পূরণ যৌক্তিকভাবেই সম্ভব নয়, তাদেরকে অধিকৃতকরণকারী রাষ্ট্র জাতীয়তা প্রদানের জন্য ঐ ধরনের মানদণ্ড প্রমাণে বাধ্য করবে না।

রাষ্ট্রীয় অধিকৃতকরণের সময় যারা উত্তরাধিকার রাষ্ট্রের ভূ-খণ্ডে স্বাভাবিক অধিবাসী ছিল এবং যারা অধিকৃতকরণের কারণে রাষ্ট্রহীন হয় বা হতে পারে তাদের জাতীয়তা প্রদানের পূর্বে অধিকৃতকরণকারী রাষ্ট্র অন্য জাতীয়তা না গ্রহণের প্রমাণ দাবি করতে পারবে না।''

অনুচ্ছেদ ৮-এর প্রথম প্যারাতে কিছু অবস্থার কথা বলা আছে, যেগুলো কোন ব্যক্তির পক্ষে জাতীয়তা লাভের জন্য মানদণ্ড নির্ণয়কারী উপাদানসমূহ প্রমাণ করা সম্ভব নয় বা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কিছু ক্ষেত্রে ব্যক্তির বংশসূত্র সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ দালিলিক প্রমাণ দেওয়া সম্ভব না, বিশেষ করে যে ক্ষেত্রে সিভিল রেজিস্ট্রি আর্কাইভ ধ্বংস হয়ে গেছে। যেখানে বসবাসের স্থানটির রেজিস্ট্রেশন করা ছিল না, সেটিরও দালিলিক প্রমাণ দেওয়া সম্ভব নয়। এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, এমন কোনপ্রমাণ চাওয়া হয় না, যা ব্যক্তির পক্ষে দেওয়া সম্ভব কিন্তু ব্যক্তির কাছে চাওয়া অযৌক্তিক। উদাহরণস্বরূপ: প্রমাণ প্রদান করার কারণে যদি ব্যক্তির প্রাণহানি বা স্বাস্থ্যের ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা থাকে। যেসব পরিস্থিতির কারণে প্রমাণ প্রদান করা সম্ভব হয় না, তার সাথে রাষ্ট্রীয় উত্তরাধিকার

ঘটনার সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই। রাষ্ট্রীয় অধিকৃতকরণ ঘটার আগে বা পরে কোনো ঘটনা ঘটতে পারে। উদাহরণস্বরূপ: যখন পূর্বের রাষ্ট্রের শাসনকালে যদি সিভিল রেজিস্ট্রি আর্কাইভ ধ্বংস হয়ে যায় অথবা যদি প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে প্রদান করা না হয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই, অধিকৃতকরণকারী রাষ্ট্রের জাতীয়তা লাভের জন্য সর্বোচ্চ প্রমাণের সম্ভাবনা এবং/অথবা নিরপেক্ষ প্রমাণাদি পর্যাপ্ত বলে গণ্য হবে।

অনুচ্ছেদ ৮-এর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ শুধু তখনই প্রয়োগযোগ্য হবে যখন পূর্বের রাষ্ট্র বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং এ কারণে প্রত্যেকে ঐ রাষ্ট্রের জাতীয়তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে হারিয়ে ফেলেছে। যদি অধিকৃতকরণকারী নতুন রাষ্ট্র একের অধিক জাতীয়তা অর্জন নিরুৎসাহিত করতে চায়, তবে রাষ্ট্র প্রত্যেকের কাছে থেকে এই মর্মে প্রত্যয়ন নিতে পারে যে, তারা অন্য কোনো রাষ্ট্রের জাতীয়তা গ্রহণ করেনি অথবা তারা সবাই রাষ্ট্র পরিচয়হীন। কেউ কোনো রাষ্ট্রের জাতীয়তা ধারণ করে না বা সে রাষ্ট্রহীন তা প্রমাণ করা অনেক সময় সম্ভব না বা কষ্টসাধ্য ব্যাপার, যেহেতু এটা নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের মধ্যকার সহযোগিতার ওপর। রাষ্ট্রীয় অধিকৃতকরণ ঘটনার কারণে যদি কোনো ব্যক্তির রাষ্ট্র পরিচয়হীন হয়ে পড়ার সম্ভবনা থাকে, তবে অধিকৃতকরণকারী নতুন রাষ্ট্র কারো কাছ থেকে এই মর্মে প্রত্যয়ন নিবে না যে, সে অন্য কোনো রাষ্ট্রের জাতীয়তা গ্রহণ করেনি বা জাতীয়তা প্রদানের আগে সে রাষ্ট্রহীন ছিল। এই নীতিসমূহ মূলত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রহীনতার মতো পরিস্থিতি দূর করার প্রয়াস থেকে সৃষ্ট, যেখানে বহুসংখ্যক জাতীয়তা স্বীকার বা বাতিল করা প্রত্যক রাষ্ট্রের নিজস্ব সিদ্ধান্তের বিষয়।

উল্লেখিত বিধানগুলো বহুসংখ্যক জাতীয়তাধারী ব্যক্তিদের সংখ্যা কমানোর ক্ষেত্রে এক রাষ্ট্রকে অন্য রাষ্টের সহায়তা নিতে বা প্রয়োজনীয় তথ্য আদান-প্রদানে বাধা দেয় না। ১৯৩০ সালের জাতীয়তা আইনসমূহের সংঘর্ষ সংক্রান্ত নির্দিষ্ট প্রশ্নমালা বিষয়ক হেগ কনভেনশনে একাধিক জাতীয়তা প্রতিহত করার জন্য অন্য জাতীয়তার অস্বীকৃতি সম্পর্কে বলা আছে এবং ECN ধারা ৭.১ অনুযায়ী একজন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করার পূর্বের জাতীয়তা স্বাভাবিকভাবেই বাতিল হয়। রাষ্ট্র প্রয়োজনে কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে এই মর্মে লিখিত বক্তব্য চাইতে পারে যে, বক্তব্য প্রদানকারী ব্যক্তি অন্য রাষ্ট্রের কাছ থেকে জাতীয়তা গ্রহণ করেনি বা গ্রহণ করবে না। পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বক্তব্যটি মিথ্যা প্রমাণিত হলে ব্যক্তিকে দেওয়া জাতীয়তা রাষ্ট্র বাতিল করতে পারে।

UNHCR-এর ভূমিকা :

১৯৯৩ সালে উজবেকিস্থান থেকে ইউক্রেনে আসার পর কোরিয়ান নৃগোষ্ঠীর এই রাষ্ট্রহীন ব্যাক্তি এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ইউক্রেনের এই মহিলার সাথে একসাথে বসবাস করা সত্ত্বেও তাদের একত্র থাকাটা এখনও নিবন্ধন করাতে পারেননি। ©UNHCR/Greg Constantine, 2010

১৯৫০ সালে, UNHCR, এর কার্যক্রমের শুরু থেকেই রাষ্ট্রহীনতা এবং রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের নিয়ে বিভিন্ন কাজের সাথে জড়িত। জাতিসংঘ সংস্থাটিকে শরণার্থীদের সুরক্ষা এবং তাদের সংকটাপন্ন অবস্থা সমাধানের দায়িত্ব অর্পণ করেছে। যেসব শরণার্থীদের এ সংস্থা সাহায্য করেছে তাদের অনেকেই ছিল রাষ্ট্রহীন। গত কয়েক যুগ ধরে, জাতীয় সুরক্ষা হারানো বা তার অস্বীকৃতি এবং জাতীয়তা হারানো বা এর অস্বীকৃতির মাঝে এক ধরণের সম্পর্কও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখন সাধারণভাবে এটা বোঝা যায় যে, জাতীয়তা থাকা এবং জাতীয়তায় অন্তর্নিহিত অধিকারগুলোর চর্চা অনৈচ্ছিক যা জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত হওয়ার ঘটনা প্রতিরোধ করে। শরণার্থী নয় এমন রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের প্রতি দায়িত্ব পালন এবং ব্যাপক পরিসরে রাষ্ট্রহীনতা প্রতিরোধ এবং হ্রাসের লক্ষ্যে ১৯৯৫ সাল থেকে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক এ সংস্থাটির কাজের পরিধি বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ প্রস্তাবগুলোর ব্যাপ্তি বিশ্বজনীন এবং কেবল রাষ্ট্র, রাষ্ট্রহীনতা সংক্রান্ত কনভেনশনের পক্ষরাষ্ট্রগুলোর মাঝেই UNHCR-এর কার্যক্রমকে সীমাবদ্ধ করে না।

কীভাবে UNHCR রাষ্ট্রহীনতার বিষয়টির সাথে সম্পৃক্ত হয়েছিলো?

অনেক বছর ধরে, রাষ্ট্রহীনতার ঘটনা হ্রাস করতে এবং রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের সাহায্যের জন্য UNHCR-এর ভূমিকা বিস্তৃত হয়েছে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের রেজুলেশন এবং সংস্থাটির নিজস্ব পরিচালনা পর্ষদ তথা হাই-কমিশনের কার্যনির্বাহী পর্ষদের সুপারিশমালা দ্বারা এই সংস্থাকে রাষ্ট্রহীনতার বিষয়ে কাজ করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এটি কার্যনির্বাহী পর্ষদের রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত একটি পরিচালনা পর্ষদ। ২০১৪ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত ৮৭টি দেশ এর সদস্য; শরণার্থী সমস্যা সমাধানকল্পে তাদের প্রকাশিত আগ্রহের ভিত্তিতে ইকোসোক দ্বারা নির্বাচিত।

১৯৬১ সালের কনভেনশনের ১১নং অনুচ্ছেদে একটি পরিষদ প্রতিষ্ঠার কথা বলা আছে, যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি কনভেনশন থেকে প্রাপ্ত সুবিধার দাবি করতে পারবে, যেখানে তার দাবিকে যাচাই করে দেখা হবে এবং প্রয়োজনে সেই দাবি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থাপন করতে সাহায্য করা হবে। ১৯৬১ সালের কনভেনশন যখন ১৯৭৫ সালে কার্যকর হয়, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ তখন UNHCR-কে এ ভূমিকা পালন করতে আহ্বান জানায়। জাতিসংঘ কর্তৃক অনুমোদিত ১৯৫৪ সালের কনভেনশনের বাস্তবায়নের কথা বিবেচনা করে, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত এক্সকম (ExCom) সিদ্ধান্ত ২০০৬-এর ১০৬ নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পক্ষরাষ্ট্রগুলো কর্তৃক ১৯৫৪ সালের কনভেনশন বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে জাতিসংঘ UNHCR-কে প্রয়োগিক পরামর্শ দিতে বলা হয় যাতে এই কনভেনশনের বিধানগুলোর ধারাবাহিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা যায়।

১৯৯৫ সালে এক্সকম (ExCom) রাষ্ট্রহীনতার সমস্যার জন্য বিস্তারিত নীতিমালা গ্রহণ করে : যা হলো রাষ্ট্রহীনতা প্রতিরোধ ও হ্রাসকরণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এবং রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের সুরক্ষা (সিদ্ধান্ত নং ৭৮) এক্সকম (ExCom)-এর ১৯৯৫ সালের রাষ্ট্রহীনতা বিষয়ে সিদ্ধান্ত UNHCR-কে রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের পক্ষে এর কার্যক্রম চালিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করে এবং UNHCR-কে প্রত্যক্ষভাবে ১৯৫৪ সালের রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের মর্যাদা বিষয়ে কনভেনশন এবং ১৯৬১ সালের রাষ্ট্রহীনতা হ্রাসকরণ সংক্রান্ত কনভেনশন-কে আইনি কাঠামোতে সংযোজন করার জন্য প্রচারণা চালাতে বলে। এছড়াও এক্সকম (ExCom)–এর সিদ্ধান্ত UNHCR-কে তথ্য প্রচারণার মাধ্যমে, কর্মচারী এবং সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রাষ্ট্রহীনতা প্রতিরোধ এবং হ্রাস করার জন্য প্রত্যক্ষভাবে প্রচারণা চালাতে এবং অন্যান্য আগ্রহী সংস্থার সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে বলে।

১৯৯৬ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ একটি প্রস্তাব (A/RES/50/152) গ্রহণ করে, যা একইভাবে রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে হাইকমিশনার এর কার্যালয়কে প্রচারণা চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করে এবং ১৯৫৪ সালের ও ১৯৬১ সালের কনভেনশনগুলো অন্তর্ভুক্তি ও বাস্তবায়নকল্পে কাজ করতে উৎসাহিত করা হয়।

এছাড়াও প্রস্তাবটি আগ্রহী রাষ্ট্রগুলোকে জাতীয়তা বিষয়ক আইন তৈরি ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে UNHCR-কে প্রায়োগিক ও উপদেশমূলক সহায়তা প্রদান করতে বলে।

একই প্রস্তাবনায় সাধারণ পরিষদ, রাষ্ট্রহীনতা কমাতে রাষ্ট্রগুলোকে আইন প্রণয়ন করতে বলে যা আন্তর্জাতিক আইনের মূলনীতির সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ, বিশেষত যেগুলো জাতীয়তা থেকে, স্বেচ্ছাচারীমূলকভাবে বঞ্চিত করাকে প্রতিরোধ করে এবং ঐ ধারাগুলো বিলুপ্ত করতে বলে, যা অন্য কোনো জাতীয়তা ধারণ বা পাওয়ার আগে জাতীয়তাকে পরিত্যাগ করাকে অনুমোদন করে প্রত্যাহার করে। পাশাপাশি এই প্রস্তাবনা জাতীয়তা অর্জন, পরিত্যাগ বা হারানো বিষয়ক আইন প্রণয়নে রাষ্ট্রের অধিকারকেও স্বীকার করে।

UNHCR-এর কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত সুরক্ষা বিষয়ে এজেন্ডা (সিদ্ধান্ত নং ৯২ [LIII]a) যা ২০০২ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে স্বাগত জানানো হয়েছে, তাতে রাষ্ট্রহীনতাকে উদ্বাস্তু এবং শরণার্থী প্রবাহের মূল কারণ হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

রাষ্ট্রহীনদের সংখ্যা অতিদ্রুত অস্বাভাবিক রকমে বেড়ে যাওয়ায় এবং তাদের সমস্যা অনেকদিন ধরে সমাধানবিহীন থাকার পরিপ্রেক্ষিতকে বিবেচনায় নিয়ে, এক্সকম ২০০৪ সালে UNHCR-কে আরো সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলোর সাথে কাজ করার কথা বলে, যেন তারা এর সমাধান খুঁজে পায়। ২০০৬ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অনুমোদিত এক্সকম রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের সুরক্ষা এবং রাষ্ট্রহীনতা চিহ্নিতকরণ, প্রতিরোধ ও হ্রাসকরণ বিষয়ে ১০৬ নং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মাধ্যমে নিশ্চিত করে যে, UNHCR-কে নিম্নের কাজগুলো করতে হবে :

- রাষ্ট্রহীন জনগণ এবং যাদের জাতীয়তা অনির্ধারিত, তাদের চিহ্নিত করতে সরকারের সাথে কাজ করা;
- স্বেচ্ছাচারীতামূলক জাতীয়তা অস্বীকার বা বঞ্চিত করার ফল স্বরূপ সৃষ্ট রাষ্ট্রহীনতার বিরুদ্ধে সুরক্ষা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং রাষ্ট্রহীনতার ঘটনা কমাতে রাষ্ট্রগুলোকে প্রায়োগিক সহায়তা প্রদান করা;
- রাষ্ট্রহীনতা কমাতে বিশেষত রাষ্ট্রহীনতার সমস্যার দীর্ঘসূত্রিতা কমাতে জাতিসংঘের অন্যান্য সংস্থার সাথে কাজ করা; এবং
- সরকারের পরিপূরকদের রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণ, লিপিবদ্ধকরণ এবং অনুমোদনের যথোপযুক্ত প্রক্রিয়ায় প্রশিক্ষণ দেওয়া।

২০০৬ সাল থেকে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রস্তাবনাসমূহ UNHCR-এর ৪টি বিষয়ের প্রতি গুরত্বারোপ করে। যথাঃ চিহ্নিতকরণ, রাষ্ট্রহীনতা প্রতিরোধ ও হ্রাসকরণ এবং রাষ্ট্রহীনদের সুরক্ষা।

UNHCR রাষ্ট্রহীনদের সমস্যা সমাধানে কি করে?

যেসব রাষ্ট্রে জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ রাষ্ট্রহীন বা যাদের জাতীয়তা অনির্ধারিত, UNHCR সেসব রাষ্ট্রের সরকারগুলোকে জাতীয়তা বিষয়ক আইনের খসড়া প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে এবং সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণে সহায়তা করে এবং রাষ্ট্রগুলোর জন্য তাদের জাতীয়তা সম্পর্কিত সাংবিধানিক বিধানসমূহের ওপর মন্তব্য করে। ২০১১-২০১২ সালের মধ্যে UNHCR, ৭১টি দেশে জাতীয়তা সম্পর্কিত আইনের সংস্কারে সহযোগিতা করে এবং ৪১টি দেশকে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে পরামর্শ প্রদান করে।

জাতীয়তা বিষয়ক আইনের ধারাসমূহ যেমন বাস্তুচ্যুতি এবং রাষ্ট্রহীনতা যেন সৃষ্টি না হয়, তা নিশ্চিত করার জন্য UNHCR বিভিন্ন দেশের জাতীয় সংসদসমূহের সঙ্গে কাজ করে। ১৯৬১ সালের রাষ্ট্রহীনতা হ্রাসকরণ বিষয়ক কনভেনশনের ধারাসমূহ ১-৪ এর মাধ্যমে প্রত্যেক শিশুর জাতীয়তা অর্জনের অধিকার নিশ্চিতকরণ বিষয়ক নির্দেশনাকে UNHCR আরো তরান্বিত করে।

রাষ্ট্রহীনতার মতো পরিস্থিতি হ্রাস করতে এবং রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের সুরক্ষার জন্য জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর নেওয়া পদক্ষেপসমূহের ওপরে UNHCR প্রথম বৈশ্বিক জরিপ পরিচালনা করে। জরিপে পাওয়া যায় যে, পৃথিবীর কোনো অঞ্চলই রাষ্ট্রহীনতার পরিস্থিতি থেকে মুক্ত নয় এবং আইন ও পরিকল্পনায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাংঘর্ষিক ফাঁক রয়েছে।

যে রাষ্ট্রগুলো দীর্ঘ সময় যাবত বসবাসরত রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের নাগরিকত্ব অর্জনের সুযোগ দিয়েছে, সেখানে UNHCR নাগরিকত্ব বিষয়ক প্রচারণা চালাচ্ছে।

সম্পৃক্ত রাষ্ট্রসমূহকে রাষ্ট্রহীন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সমস্যার সমাধানের জন্য UNHCR সরাসরি পরামর্শ দিচ্ছে। সংগঠনটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আইনগত মর্যাদা নির্ধারণে উৎসাহিত করে এবং যেখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠী রাষ্ট্রহীন হতে পারে তাদের সঙ্গে রাষ্ট্রের বৈধ সম্পর্ক উন্নয়নকে স্বীকৃতি দেয়।

জাতীয়তার মর্যাদা নির্ধারণের অপেক্ষাকালীন সময়ে রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিরা বসবাসকারী রাষ্ট্রে ন্যূনতম অধিকার ভোগ করতে পারবে। ১৯৫৪ সালের কনভেনশনে রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের ন্যূনতম অধিকার ও কর্তব্যের কথা বলা আছে এবং রাষ্ট্রসমূহ রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের প্রয়োজনে এবং সামর্থ্য অনুযায়ী সুরক্ষা ও সহায়তামূলক পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে কনভেনশন বাস্তবায়নে UNHCR রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের সুরক্ষা বিষয়ক হ্যান্ডবুক এ বিষয়ে আরো দিক নির্দেশনা দেয়।

UNHCR-এর সাথে আর কোন সংস্থা রাষ্ট্রহীনতার সমস্যা নিয়ে কাজ করে?

জাতিসংঘের সংস্থাগুলোর মধ্যে যে সংস্থাগুলো প্রধানত রাষ্ট্রহীনতার সমস্যা নিয়ে কাজ করে তারা হলো অফিস অফ দি হাইকমিশনার ফর হিউম্যান রাইটস, UNICEF এবং UNWOMEN। রাষ্ট্রহীনতার দীর্ঘসূত্রিতার ক্ষেত্রবিশেষে, UNHCR আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO), জাতিসংঘ উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রম (UNDP), এবং বিশ্ব খাদ্য কার্যক্রম (WFP) -এর সাথে যৌথভাবে বাসস্থান, শিক্ষা বা উপার্জন করার ক্ষেত্র তৈরী করার কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে বা জাতীয় সমাজে আত্মীকরণ করার কাজ করে।

জাতিসংঘের সংস্থাগুলো ছাড়াও UNHCR আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে গঠিত জাতিসংঘের সম্পৃক্ত কমিটিগুলোর সাথে একসাথে কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ মানবাধিকার কমিটি, শিশু বিষয়ক কমিটি, নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য দূরীকরণ বিষয়ক কমিটি, মানবাধিকার পরিষদ এবং জাতিসংঘের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য বিশেষ কার্যপ্রণালী।

UNHCR আঞ্চলিক পরিষদসমূহের সাথেও কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ ইউরোপিয়ান কাউন্সিল, ইউরোপীয় নিরাপত্তা ও সহযোগিতা সংস্থা, আমেরিকান রাষ্ট্রসমূহের সংস্থা, আফ্রিকান ইউনিয়ন, আরব রাষ্ট্রীয় লীগ এবং ইসলামিক কনফারেন্স সংস্থা এছাড়াও ইউরোপীয় কাউন্সিলের জাতীয়তা বিষয়ক কমিটি (যেখানে ইউরোপীয় জাতীয়তা বিষয়ক কনভেনশন এবং রাষ্ট্রীয় উত্তরাধিকার সংক্রান্ত রাষ্ট্রহীনতা পরিহার বিষয়ক প্রটোকল প্রণীত হয়)।

বেসরকারি সংস্থাগুলোও UNHCR-এর পরিকল্পনার সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করে এবং UNHCR-এর কার্যক্রমে সহায়তা করে।

ইন্টার-পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন (IPU)-এর সাথে UNHCR নিবিড়ভাবে কাজ করে যাতে রাষ্ট্রহীনতার সাথে সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক আইন বিষয়ে মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দের মাঝে সচেতনতা তৈরি হয়। এর পাশাপাশি বিভিন্ন সুপারিশ ও উত্তম চর্চা যা রাষ্ট্রহীনতা প্রতিরোধ করতে পারে সে বিষয়ে মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দদের সতর্ক করে। IPU মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দের জাতীয়তা বিষয়ক আইন প্রণয়নে উৎসাহিত করে যা জাতীয়তা বঞ্চিতদের নাগরিকতা নিশ্চিতের মাধ্যমে রাষ্ট্রহীনতা দূর করবে এবং যেসব চুক্তি দ্বৈত বা বহু নাগরিকত্ব সংক্রান্ত চুক্তি বাস্তবায়নে সাহায্য করে যাতে অসতর্কতার কারণে রাষ্ট্রহীনতা সূচনা না হয়।

উত্তম চর্চার উদাহরণ : শ্রীলঙ্কা

বিশ্বখ্যাত শ্রীলঙ্কার চা উৎপাদনের জন্য যেসব শ্রমিক কাজ করে তাদের বেশিরভাগই ভারতীয় বংশোদ্ভূত। তারা সরকারিভাবে ''ভারতীয় বংশোদ্ভূত তামিল'' হিসেবে পরিচিত, কিন্তু তারা সাধারণত রাষ্ট্রের উত্তর অংশের তামিল হিসেবেই বেশি পরিচিত। ব্রিটিশ প্রশাসন কর্তৃক ভারত থেকে তৎকালীন সিলনে নিয়ে আসা মানুষদের উত্তরাধিকারী হলো এসব শ্রমিকেরা। ব্রিটিশরা এই দ্বীপ রাষ্ট্রটিকে ১৮১৫ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত শাসন করেছিলো। ১৯৪৮ সাল থেকে, যখন শ্রীলঙ্কা স্বাধীনতা লাভ করলো, ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত ইন্দো-শ্রীলঙ্কান বিভিন্ন চুক্তি এসব শ্রমিকদের আইনি মর্যাদা নির্ধারণ করেছিলো। এদের কিছু রাষ্ট্র উত্তর তামিল আইনের বা দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে এদেশ বা ওদেশের নাগরিকত্ব লাভ করেছিলো। তাদের অনেকেরই কোনো জাতীয়তা ছিলো না এবং এ কারণে তাদের কোনো মৌলিক অধিকার ছিলো না। এমনকি অনেকের শ্রীলঙ্কান বা ভারতীয় নাগরিকত্ব লাভের জন্য আবেদনের কোন উপায়ও ছিলো না।

১৯৮২ সালে, ভারত সরকার শ্রীলঙ্কার সরকারকে জানালো যে ভারত রাষ্ট্রের উত্তর অংশের তামিলদের বিষয়ে পূর্বে করা চুক্তিগুলোকে আর বাধ্যবাধকতাপূর্ণ বলে মনে করছে না কারণ চুক্তিগুলোর বাধ্যবাধকতার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এর ফলে ঐ তারিখ থেকে রাষ্ট্রহীন ''রাষ্ট্রের উত্তর অংশের তামিল''রা আর ভারতীয় বা শ্রীলঙ্কান নাগরিকত্ব গ্রহণ করতে পারেনি।

রাষ্ট্রের উত্তর অংশের তামিলদের অধিকারের জন্য সিলন ওয়ার্কর্স কংগ্রেস একটি শ্রমিক সমিতি এবং রাজনৈতিক দল, বছরের পর বছর ধরে তদবির করে আসছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে, শ্রীলঙ্কার পার্লামেন্ট ২০০৩ সালের অক্টোবরে ভারতীয় বংশদ্ভূত ব্যক্তিদের নাগরিকতা প্রদান সংক্রান্ত আইনের খসড়া তৈরি করে যা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। আইনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভারতীয় বংশোদ্ভূত কোনো ব্যক্তিকে নিম্নলিখিত শর্তে নাগরিকত্ব প্রদানের বিধান প্রণয়ন করেঃ

- যে ৩০ অক্টোবর ১৯৬৪ সাল থেকে স্থায়ীভাবে শ্রীলঙ্কায় বসবাস করছে; অথবা
- যে ৩০ অক্টোবর ১৯৬৪ সালের পর থেকে উত্তরাধিকারী হিসেবে স্থায়ীভাবে শ্রীলঙ্কায় বসবাস করেছে।

আইনটি গৃহীত হওয়ার পর, UNHCR-এর কমিশনার জেনারেলের কার্যালয় এবং সিলন ওয়াকার্স কংগ্রেস নতুন আইনের তথ্য প্রচার শুরু করে। এ আইনের তথ্য এবং কোথায় ও কীভাবে মানুষ নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারবে এ বিষয়ে তামিল, ইংরেজি এবং সিংহলি ভাষায় প্রচার মাধ্যম যেমন পত্রিকায় লেখালেখি, রেডিওতে প্রচার এবং টেলিভিশনে সম্প্রচার চালায়।

The Minister of the Interior and the Controller of the Immigration Department কর্তৃক পরিকল্পিত প্রশাসনিক প্রক্রিয়াটি ছিলো সহজ, সংক্ষিপ্ত এবং নিরপেক্ষ। রাষ্ট্রপরিচয়হীন ব্যক্তিদের জন্য দুটি প্রক্রিয়া স্থাপিত হয়েছিলো ঃ-

- ১৯৮২ সালে ভারত কর্তৃক ঘোষণার পর যাদের মেয়াদোত্তীর্ণ পাসপোর্ট ছিল তাদের স্বেচ্ছায় শ্রীলঙ্কান নাগরিকত্ব অর্জনের ইচ্ছা জানাতে বলা হয়েছিল। এটা সাধারণত পরিবার প্রধানকে করতে বলা হয়েছিলো। একটি নথিতে ঐ ইচ্ছা আভিবাসন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পাল্টা স্বাক্ষরের উল্লেখ ছিলো। একবার অনুমোদিত হলে পরিবারের সকল সদস্যকে নাগরিকত্ব দেয়া হয়েছিলো।
- নথিবিহীনদের লিখিত বিবৃতি জমা দিতে হবে না, যদিও তাদের একটি বিশেষ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করতে উৎসাহিত করা হয় এজন্য যে, যখন এই বিবৃতি সরকারি কর্মকর্তাদের দ্বারা পাল্টা স্বাক্ষরিত হয়, তখন তা তাদের পরিচয়পত্র পেতে সহায়তা করবে।

উভয় পদ্ধতিতে বিনা খরচে আবেদন করার ব্যবস্থা ছিলো এবং আবেদনের জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা ছিল না। ২০০৩ সালের ডিসেম্বরে UNHCR এবং সিলন ওয়াকার্স কংগ্রেস একদিনব্যাপী ৫০০ স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য এক কর্মশালার আয়োজন করে, যারা পরবর্তীতে বিভিন্ন চা বাগান এলাকায় রাষ্ট্রহীনদের নাগরিকতার আবেদনের জন্য ৫০টি ভ্রাম্যমান কেন্দ্রে কাজ করে। স্বেচ্ছাসেবকেরা সেখানে তাদের রাষ্ট্রহীনতার মূল ঘটনা, ১৯৪৮ সাল থেকে পাশকৃত সকল আইন এবং নতুন আইন ও এর উপযুক্ততার মাপকাঠি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ পেয়েছিলো।

২০০৩ সালের ডিম্বেরে ১০ দিনব্যপী, ভ্রাম্যমান কেন্দ্র গুলোতে কর্মরত ব্যক্তিরা আবেদন গ্রহণ করেছিল। আবেদনকারীরা জেনেশুনে এবং স্বেচ্ছায় সিদ্ধান্ত নিচ্ছে কিনা নিশ্চিতকল্পে UNHCR পুরো প্রক্রিয়ার অর্থ সংস্থান ও নজরদারি করেছে। ঐ মাসের শেষ পর্যন্ত ১,৯০,০০০ পরিবারের প্রধানেরা শ্রীলঙ্কার নাগরিকত্ব লাভ করে।

২০০৪ সালের জুলাই এবং আগস্টে ছোট পরিসরে দেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে আরেকটি প্রচারাভিযান চালানো হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে, ২০০০-এর বেশি রাষ্ট্রহীন মানুষ আবেদন করে এবং নাগরিকত্ব লাভ করে। তখন থেকে কিছু রাষ্ট্রের উত্তর অংশের তামিল সফলভাবে স্থানীয় জেলায় নিয়োজিত সরকারি প্রতিনিধি বা রাজধানী কলম্বোতে অবস্থিত জননিরাপত্তা, আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়ের নাগরিকত্ব বিভাগে আবেদন করে।

UNHCR-এর কার্যক্রমে কে অর্থায়ন করে?

UNHCR, জাতিসংঘের অল্পসংখ্যক অঙ্গসংগঠনের একটি যা প্রায় সম্পূর্ণভাবে স্বেচ্ছায় প্রদানকৃত চাঁদার ওপর নির্ভর করে এর যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করে। UNHCR-এর বার্ষিক বাজেটের প্রায় ৫ শতাংশ জাতিসংঘের নিয়মিত বাজেটের অংশ থেকে আসে। বাকিটুকু সরকার, ব্যক্তিবর্গ এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন খাত থেকে স্বেচ্ছায় চাঁদার মাধ্যমে অর্জিত হয়।

২০১৩-এর শুরুতে, UNHCR-এর বিবেচিত মানুষের সংখ্যা ছিল ৩৫.৮ মিলিয়ন। ২০১২ সালে UNHCR-এর ছিলো ৪.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যার মাঝে ৬২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রাষ্ট্রহীনদের কর্মকাণ্ডে ব্যয় করা হয়েছিলো।

২০১২ সালে, UNHCR-এর বার্ষিক বাজেটের ৭৭ শতাংশ ১০টি সরকারি দাতা সংস্থার কাছ থেকে পেয়েছিলো। একই সময়ে এটি ১৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি সহায়তা লাভ করে ব্যক্তিখাত থেকে যা মূলত এসেছে ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, কাতার এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে। UNHCR-এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন কার্যক্রমের জন্য বেসরকারি সংস্থাগুলো (NGO), UNHCR-এর পক্ষ থেকে জনগণের থেকে নিয়ে UNHCR-এর বাজেটে অনুদান দেয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রেডিও, টেলিভিশন, প্রেস এবং অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যমে জনসচেতনা বৃদ্ধির ফলস্বরূপ ব্যক্তিগত খাত এবং বেসরকারি সংস্থাগুলোর সাহয্যের পরিমাণ বেড়েছে।

মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ কীভাবে সাহায্য করতে পারেন ?

এই ছবিতে আমরা ঢাকার মোহাম্মদপুর এলাকায় বসবাসরত কিছু উর্দুভাষী বালকদের দেখতে পাচ্ছি। ২০০৮ সালে হাই কোর্ট রায় দেয় যে, বাংলাদেশে অবস্থানরত সকল উর্দুভাষী বাংলাদেশের নাগরিক। কোর্ট সুপারিশ করে দেয়, বাংলাদেশ সরকার যেন উর্দুভাষীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে, তাদের যেন জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করে এবং ভোটার হিসেবে নিবন্ধন করে। ©UNHCR/S.L. Hossain, 2013

আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে রাষ্ট্রহীনদের আধিকার ও তাদের দায়িত্ব পালনের সুযোগ নিশ্চিত এবং রাষ্ট্রহীনতার ঘটনা হ্রাসকরণে মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ এক অনন্য অবস্থানে আছেন। তারা বিভিন্নভাবে এটা করতে পারেন : নাগরিকত্বের সাথে সম্পর্কিত আইন পর্যালোচনা করে এবং তা অন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন কিনা তা নিশ্চিত করে; ১৯৫৪ ও ১৯৬১ সালের কনভেনশন দুটিতে অংশ গ্রহণে সহায়তা করে; রাষ্ট্রহীনতা হ্রাসে বা প্রতিরোধে এবং রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের সমস্যা সমাধানের জন্য প্রচারণা চালিয়ে।

রাষ্ট্রহীনতা সম্পর্কিত জাতীয় আইনকে পুনর্বিবেচনার সময় মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ কোন বিষয়গুলি বিবেচনায় নেয়া উচিত?

- রাষ্ট্র যে সকল আন্তর্জাতিক বা অঞ্চলিক চুক্তির পক্ষ, সেগুলোকে পর্যালোচনা করা। রাষ্ট্রের জাতীয় আইনে যেসব চুক্তিসমূহ,কনভেনশনসমূহ এবং ঘোষণার কথা উল্লেখ আছে, সেগুলোকে পুনর্বিবেচনা করা যা জাতীয় আইন কাঠামো ব্যাখা করতে সাহায্য করে।
- যেহেতু অনেক রাষ্ট্র বিভিন্ন আইনের জাতীয়তা সম্পর্কিত ধারাসমূহ সংযুক্ত করছে তাই সংবিধান, নাগরিকত্ব আইন, ডিক্রী এবং জাতীয় আইনের সকল উৎস পুনর্বিবেচনা করা যা রাষ্ট্রের আইন এবং এর ব্যাখ্যার উপর আলোকপাত করে।
- রাষ্ট্রীয় অধিকৃতকরণ বিষয়ে গৃহীত দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক চুক্তিসমূহ পর্যালোচনা করা।
- জাতীয়তা বঞ্চনা, প্রত্যাহার এবং হারানোর ফলে রাষ্ট্রহীনতা প্রতিরোধে রাষ্ট্র পদ্ধতিগত সুরক্ষা গ্রহণ করছে কিনা এ লক্ষ্যে জাতীয় আইনী কাঠামোর পূর্নবিবেচনা করা।

জাতীয় আইন কাঠামো পর্যালোচনা কালে নিম্নের প্রশ্নসমূহের উত্তর দিতে চেষ্টা করা:

নাগরিকত্ব **অর্জনের** ক্ষেত্রে ঃ

- শিশুরা কি মায়ের নাগরিকত্ব অর্জন করতে পারবে, বিশেষত যখন বাবার কোনো নাগরিকত্ব থাকে না। এমন অবস্থায় অথবা এখানে জাতীয়তা দেয়া যায় কি?
- রাষ্ট্রের ভূ-খণ্ডে জন্ম গ্রহণকারী যারা অন্যভাবে রাষ্ট্রহীন হতো, জাতীয় আইনে তাদের নাগরিকত অর্জনের সুযোগ আছে কি?
- নাগরিকত্বের ক্ষেত্রে বৈষম্য না করার নীতি অনুসৃত হয় কি?
- রাষ্ট্রীয় অধিকৃতকরণের ফলে রাষ্ট্রে পূর্ববর্তী রাষ্ট্রের নাগরিকদের স্বাভাবিক আবাসস্থল, ইচ্ছা এবং জন্মস্থান কি জাতীয়তা মঞ্জুররীকরণের ক্ষেত্রে বিবেচিত হয়েছে কি না?

নাগরিকত্ব **হারানো এবং বঞ্চিত** হবার ক্ষেত্রে :

- বৈবাহিক অবস্থার পরিবর্তন বা অন্যান্য সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন সম্পর্কিত আইনের ধারাগুলো রাষ্ট্রহীনতা সঙ্কটমুক্ত কি?
- নাগরিকত্ব কীভাবে হারায়? রাষ্ট্রহীনতার বিষয় বিবেচিত হয়েছে কি?
- নাগরিকত্ব বিসর্জন কি অন্য নাগরিকত্ব অর্জন বা নাগরিকত্ব অর্জনের নিশ্চয়তার উপর শর্তাধীন?
- বিদেশে নাগরিকত্বের আবেদন কি নাগরিকত্বের অবস্থার পরিবর্তন করে, যদি ঐ ব্যক্তি অন্য রাষ্ট্রে নাগরিকত্ব লাভ না করে বা লাভের নিশ্চয়তা না পায়?

- যেখানে নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত হওয়া পূর্বানুমান করা যায়, সেখানে নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত হবার কারণগুলো কি পরিষ্কারভাবে সংজ্ঞায়িত? নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত হওয়া কি রাষ্ট্রহীনতার সৃষ্টি করে? পদ্ধতিগত নিশ্চয়তাগুলো যথাযথ কি?

জাতীয় **পুনরুদ্ধারের** ক্ষেত্রে:

- প্রাক্তন নাগরিক যারা রাষ্ট্রের ভূ-খণ্ডে বৈধভাবে এবং স্বাভাবিক অধিবাসী, তাদের জাতীয়তা পুনরুদ্ধারের সুযোগ আছে কি?
- বৈবাহিক বা অন্যান্য অবস্থার পরিবর্তনের ফলে অর্জিত জাতীয়তা হারানো ব্যক্তি কি পূর্ববর্তী জাতীয়তা পুনরুদ্ধার করতে পারবে? যদি তাই হয়, তবে পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া কি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন হবে, নাকি ব্যক্তিকে অবশ্যই রাষ্ট্রহীন অবস্থায় অবেদন করতে হবে? পদ্ধতিগত নিশ্চয়তা যথাযথ কী?

স্বাভাবিকভাবে **নাগরিকত্ব** অর্পণের ক্ষেত্রে :

- যদি কেউ বিদেশী নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য আবেদন করেন, তবে কি আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্বের জাতীয়তা ত্যাগের প্রমাণ দিতে হবে? অথবা, নতুন জাতীয়তা গ্রহণের ফলে পূর্ববর্তী জাতীয়তা থেকে তাদের অব্যহতি পাওয়ার যথেষ্ঠ নিশ্চয়তা আছে কী?
- স্বাভাবিকভাবে নাগরিকত্ব লাভের প্রক্রিয়া এবং এর অপরিহার্য শর্তগুলো স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত হয়েছে কি?
- দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া অতিরিক্ত ফি, প্রামাণপত্র যেটা আবেদনকারীর পক্ষে দাখিল করা সম্ভব নয়, কিংবা নির্ধারিত ন্যূনতম সময়সীমা যা আবেদনকারীর পালন করতে পারে না? এমন কোনো প্রশাসনিক পদ্ধতি আছে কি যার ফলে একজন ব্যক্তি রাষ্ট্রহীন হয়ে যেতে পারে?

পরিচয় ও জাতীয়তার প্রমাণ অর্জনের ক্ষেত্রে :

- জন্মনিবন্ধনের জন্য প্রশাসনিক প্রক্রিয়া কী? তা কি ব্যবহৃত হয়ে থাকে? জন্মনিবন্ধনের সময়সীমা নির্ধারিত কী করে দেয়া হয়, পরবর্তী সময়ে জন্মনিবন্ধন করা যাবে কী?
- এমন কোন প্রশাসনিক চর্চা রয়েছে কি, যেমন- দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া, অতিরিক্ত ফি, অযৌক্তিক সময়সীমা যা আবেদন কারী পালন করতে পারবে না এবং যা জাতীয়তা পরিচয়পত্র অর্জনে অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে?

কেন রাষ্ট্রসমূহের ১৯৫৪ সালের কনভেনশনে এবং ১৯৬১ সালের কনভেনশনে অংশগ্রহণ করা উচিত?

জাতীয় পর্যায়ে রাষ্ট্রহীনতা বিষয়ে ১৯৫৪ সালের এবং ১৯৬১ সালের কনভেনশনসমূহ :

- যার মাধ্যমে রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকার এবং মানবিক মানদণ্ড অনুযায়ী জাতীয়তার অধিকারসহ রাষ্ট্রহীনদের প্রতি রাষ্ট্রসমূহের সহযোগিতার অঙ্গীকার প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে;
- রাষ্ট্রহীনদের মর্যাদা ও নিরাপত্তার মধ্যে রাষ্ট্রে বসবাসের সুরক্ষার নিশ্চয়তা;
- স্বীয় ভূ-খণ্ডে রাষ্ট্রহীনদের শনাক্তকরণের কাঠামো প্রস্তুত করে এবং তাদের পরিচয়পত্র এবং ভ্রমণের অনুমতিপত্র প্রদানের মাধ্যমে অধিকার ভোগের নিশ্চয়তার বিধান করে;

- জাতীয়তা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের ক্ষতি না করে রাষ্ট্রহীনতা পরিহারে সার্বজনীন সুরক্ষার স্বীকৃতির মাধ্যমে বিশ্বব্যপী বিভিন্ন পদ্ধতিতে জাতীয়তা অর্জনের পন্থাসমূহের পার্থক্য দূরীকরণে রাষ্ট্রসমূহকে সাহায্য করে; এবং

- রাষ্ট্রপরিচয়হীনদের বর্জন করা এবং 'প্রান্তিকীকরণ' রহিত করার মাধ্যমে এটি নিরাপত্তা এবং স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করে।

রাষ্ট্রহীনতা বিষয়ে ১৯৫১ সালের এবং ১৯৬১ সালের কনভেনশনসমূহ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে:

- রাষ্ট্রহীনতা হ্রাস ও দূরীকরণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে;

- রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের আন্তর্জাতিকভাবে আইন মর্যাদা স্বীকৃত এবং প্রচলিত আন্তর্জাতিক সুরক্ষা কাঠামোর উত্তোরণ ঘটায়, যার ফলে রাষ্ট্রহীনতা প্রতি যথাসম্ভব প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ও স্বচ্ছতার উন্মেষ ঘটে;

- আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও স্থিতিশীলতার উন্নতি সাধন করে;

- বাস্তচ্যুত হওয়ার কারণ চিহ্নিত করে তা প্রতিরোধে সহায়তা করে;

- কনভেনশনের নীতিমালা সমূহ গ্রহণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ে UNHCR-কে সহায়তা করে এবং

- জাতীয়তা সংশ্লিষ্ট বিরোধ নিষ্পত্তিতে সহযোগিতা করে।

কীভাবে রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক কনভেনশনসমূহে অংশগ্রহণ করে?

জাতিংসঘের মহাসচিবের নিকট সম্মতির দলিল যে কোনো সময়ে জমা দেয়ার মাধ্যমে রাষ্ট্র ১৯৫১ ও ১৯৬১ কনভেনশনসমূহে অংশ গ্রহণ করতে পারবে। এ সম্মতি দলিলটি অবশ্যই রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার প্রধান বা পররাষ্ট্র মন্ত্রী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হবে এবং রাষ্ট্রের প্রতিনিধি কর্তৃক নিউইয়র্কে অবস্থিত জাতিসংঘের প্রধান কার্যালয়ে জমা দিতে হবে। (সম্মতি দলিল এর নমুনা সারণি ৩ এ সংযুক্ত হলো)

রাষ্ট্র কি আন্তর্জাতিক কনভেনশনে কোন আপত্তি ব্যক্ত করতে পারে?

কনভেনশনের বিশেষ অনুচ্ছেদ যা প্রত্যেক রাষ্ট্রসমূহে কনভেনশন অনুসমর্থন বা অংশ গ্রহণকালে স্বীকৃত হতে হবে এবং কনভেনশনের পক্ষ রাষ্ট্রসমূহের বিবেচনায় মৌলিক অনুচ্ছেদ ব্যতীত অন্যান্য অনুচ্ছেদের প্রতি কনভেনশনসমূহ রাষ্ট্রের আপত্তি সংরক্ষণের অনুমোদন দেয় :

- ১৯৫৪ সালের কনভেনশন অনুচ্ছেদ-১ (সংজ্ঞা/বর্জন ধারাসমূহ), অনুচ্ছেদ-৩ (বৈষম্যহীনতা), অনুচ্ছেদ-৪ (ধর্মীয় স্বাধীনতা), অনুচ্ছেদ-১৬.১ (আদালতে অধিগমন) এবং অনুচ্ছেদ-৩৩ থেকে ৪২ (চূড়ান্ত ধারাসমূহ) ব্যতীত সংরক্ষণ অনুমোদিত।

- ১৯৬১ সালের কনভেনশন অনুচ্ছেদ-১১ (প্রতিনিধি), অনুচ্ছেদ-১৪ (আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালতে বিরোধসমূহের রেফারেল) অথবা অনুচ্ছেদ-১৫ (চুক্তিভূক্ত রাষ্ট্র যে অঞ্চলগুলির জন্য দায়বদ্ধ) কেবল এ ধারা গুলোর প্রতি সংরক্ষণ অনুমোদিত।

১৯৫৪ এবং ১৯৬১ সালের কনভেনশনের পক্ষভূক্ত রাষ্ট্রসমূহ
(১মে ২০১৪ ইং পর্যন্ত)

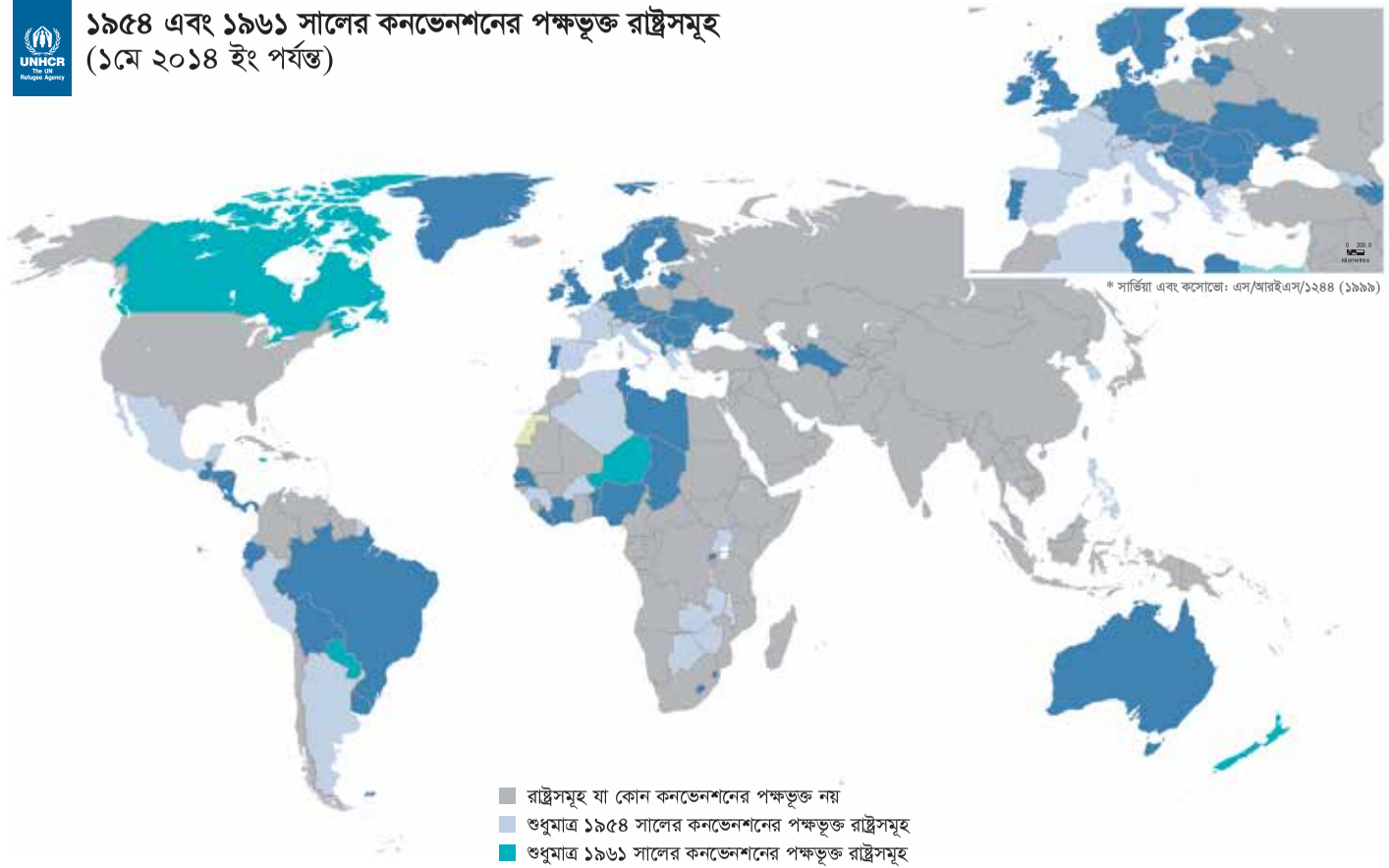

* সার্ভিয়া এবং কসোভো: এস/আরইএস/১২৪৪ (১৯৯৯)

১৯৫৪ এবং ১৯৬১ সালের কনভেনশনের রাষ্ট্রসমূহের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ

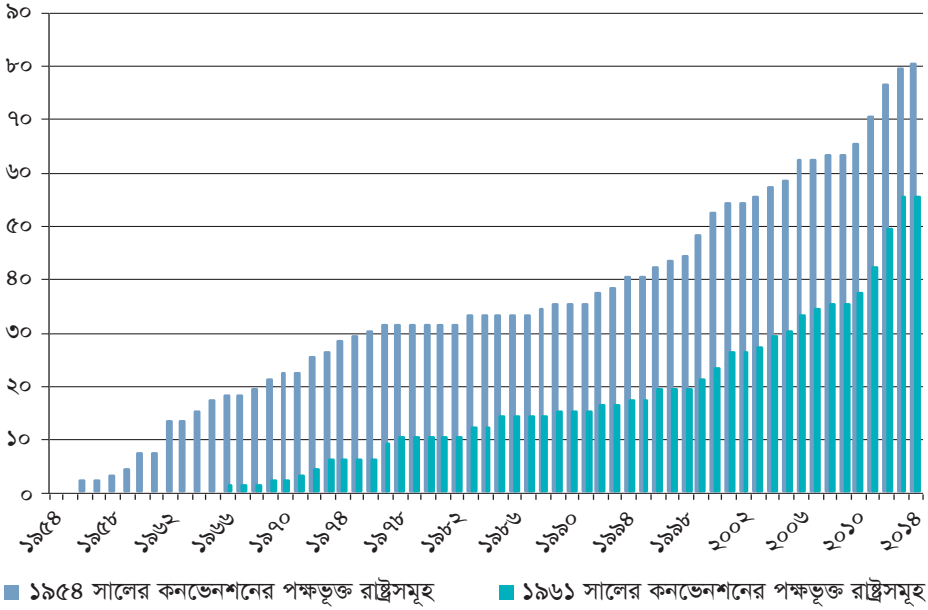

রাষ্ট্রহীনতা সংক্রান্ত কনভেনশনগুলোর ফলপ্রসূ কার্যকারিতা মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ কীভাবে নিশ্চিত করবেন?

- রাষ্ট্রহীনতা সংক্রান্ত কনভেনশনসমূহের একটি বা উভয়টিতে আপনার দেশ পক্ষ কিনা নিশ্চিত হতে পারেন।
- যদি আপনার রাষ্ট্র এ দলিলগুলোতে এখনও অংশগ্রহণ না করে থাকে, তাহলে লিখিত বা মৌখিকভাবে সরকারকে প্রশ্ন করতে পারেন অথবা ব্যক্তিগত সদস্য বিল আকারে উত্থাপন করতে পারেন।
- প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ পর্যালোচনার পর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কনভেনশনের অনুসমর্থন বা অংশগ্রহণের জন্য তা পার্লামেন্টে উত্থাপিত হলে এর পক্ষে সমর্থন দিতে পারেন।
- সরকার যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পার্লামেন্টে উত্থাপনে ব্যর্থ হয়, তাহলে পার্লামেন্টের প্রক্রিয়া অনুযায়ী সরকারের নিকট এর ব্যাখ্যা চাইতে পারেন এবং সরকারকে অনুসমর্থন/অংশগ্রহণে উৎসাহ দিতে পারেন।
- যদি ঐ সমস্ত অল্প সংখ্যক রাষ্ট্রের মধ্যে আপনার রাষ্ট্রও হয়, যারা রাষ্ট্রহীনতা সংক্রান্ত কনভেনশনসমূহের একটি বা উভয়টি স্বাক্ষর করেছে কিন্তু অনুসমর্থনে দেরি করছে, তাহলে পার্লামেন্টের প্রক্রিয়া অনুযায়ী সরকারের কাছে দেরি করার কারণ জানতে চাইতে পারেন এবং সরকারকে উক্ত প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পাদনে উৎসাহ দিতে পারেন। এ বিষয়ে বিল আকারে উত্থাপনের জন্য আপনার আইন প্রণয়নের অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন।
- যদি সরকার অনুসমর্থন/অংশগ্রহণে বাধা তৈরি করে তাহলে এর বিস্তারিত জানতে চেষ্টা করতে পারেন। প্রয়োজনে সন্দেহ এবং ভুল ধারণা দূর করতে সহায়তা করতে পারেন এবং প্রক্রিয়া তরান্বিত

করতে আপনার রাজনৈতিক যোগসূত্র ব্যবহার করতে পারেন। অনুসমর্থন/অংশগ্রহণে আপনার এখতিয়ারাধীনদের অনুপ্রেরণা দিতে পারেন।

- আপনি যদি বিভাজনের বা সংযোজনের ফলে সৃষ্ট রাষ্ট্রের মাননীয় সংসদ সদস্য হন, তাহলে পূর্ববর্তী রাষ্ট্রের চুক্তিসমূহের দায়-দায়িত্ব আপনার রাষ্ট্রের ওপর স্বাভাবিকভাবে বর্তাবে না। নতুন রাষ্ট্র পূর্বসুরি রাষ্ট্রের দায় উত্তরাধিকার শর্তে গ্রহণ করতে পারে অথবা পূর্বসুরি রাষ্ট্রের দ্বারা সৃষ্ট চুক্তিগত দায়িত্ব নিতে অনাগ্রহী হতে পারে।

- রাষ্ট্রহীনতা সংক্রান্ত কনভেনশন অনুসমর্থিত/গৃহীত হলে তার অনুচ্ছেদ সমূহের আলোকে জাতীয় আইন পার্লামেন্টে গৃহীত হচ্ছে মর্মে নিশ্চিত করতে পারেন। পার্লামেন্টের পদ্ধতি অনুসরণ করে নিশ্চিত হতে হবে যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সরকার খসড়া আইন পাঠাচ্ছেন বা বর্তমান আইনের সংশোধন পার্লামেন্টে উত্থাপন করছেন।

- চুক্তির পরিধি উদ্দেশ্য বা সমঝোতা সীমাবদ্ধ করে সরকার যদি সংরক্ষণসহ অনুসমর্থ/গ্রহণ এর জন্য পার্লামেন্টে পাঠায় এবং আপনি যদি নিশ্চিত থাকেন যে ঐ সীমাবদ্ধতা ভিত্তিহীন তাহলে অবস্থাগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থের চেয়ে সর্বসাধারণের স্বার্থকে সমর্থন করতে পারেন।

- যদি চুক্তির পরিধি, উদ্দেশ্য বা সমঝোতা সীমাবদ্ধকারী সংরক্ষাণসমূহের বৈধতা না থাকে তাহলে পার্লামেন্টের পদ্ধতি অনুসারে সরকারে উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করতে পারেন এবং বাধা দূরীকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারেন।

- রাষ্ট্রহীনতা সংক্রান্ত চুক্তিসমূহের নীতিমালার আলোকে জাতীয় আইন প্রণয়নের জন্য অথবাঅনুসমর্থন/গ্রহণের ক্ষেত্রে যদি আপনার কোনো পরামর্শ এবং সাহায্যের প্রয়োজন হয় তাহলে আপনার রাষ্ট্রে অবস্থিত বা দায়িত্বপ্রাপ্ত UNHCR-এর অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করো।

মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ কীভাবে রাষ্ট্রহীনতার বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরি করতে পারেন?

জাতীয় আইন প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ রাষ্ট্রহীনতা হ্রাস বা বিলোপ করতে এবং রাষ্ট্রহীনদের অধিকার সুরক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিতে পারেন। মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ শুধু আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী আইন প্রণয়নে সরকারকে উৎসাহিত করবেন না, বরং অন্যান্য সহযোগীদেরও সমর্থন আদায় করবেন। যখন সুশীল সমাজ রাষ্ট্রহীনতার সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্যাবলি বুঝতে পারবেন তখনই তারা এ সমস্যা সমাধানে মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দের সকল উদ্যোগকে সমর্থন জানাবেন।

রাষ্ট্রহীনতা সম্পর্কে সহযোগিদের মধ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ বক্তব্য রাখতে পারেন এর বিলোপ সাধনে সার্বিক জাতীয় আইনের গুরুত্ব বিষয়ে, সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখে প্রচারণা চালাতে পারেন, বেসকরারি এবং অন্যান্য সুশীল সমাজের সংস্থা যারা রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের সাহায্য করেন তাদের সঙ্গে কাজ করতে পারেন এবং প্রয়োজনানুসারে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যক্তির রাষ্ট্রহীনতার দ্রুত সমাধানে পরামর্শ দিতে পারেন।

সংখ্যালঘুদের অধিকার বিকাশের মাধ্যমে বা রাষ্ট্রের নাগরিক সমাজের অংশ করে মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ রাষ্ট্রহীনতা সমস্যা সমাধান করতে পারেন এবং রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের জাতীয় হিসেবে গ্রহণের জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আলোচনা চালিয়ে যেতে পারেন।

এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়াতে মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ কী করতে পারেন?

সারা পৃথিবীতে সংগঠিত রাষ্ট্রহীনতা হ্রাস করতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অপরিহার্য। মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ নিশ্চিত করবেন যে, রাষ্ট্রহীনতা হ্রাস করতে বা বিলোপ সাধনে তাদের রাষ্ট্রসমূহ সকল আন্তর্জাতিক উদ্যোগে এবং ব্যক্তি বিশেষের রাষ্ট্রহীনতা সমাধানের সকল উদ্যোগে অংশ গ্রহণ করবে।

নিজেদের জাতীয় আইনের আঞ্চলিক পর্যালোচনার জন্য মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দদের আমন্ত্রণ জানাতে পারবেন। রাষ্ট্রসমূহের জাতীয় আইনের সমন্বয় সাধন রাষ্ট্রহীনতার ঘটনা কমানোর একটা উত্তম পন্থা।

সারণি- ১

রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের মর্যাদা বিষয়ে ১৯৫৪ সালের কনভেনশনের পক্ষরাষ্ট্রসমূহ

কার্যকর হওয়ার তারিখ : ৬ জুন ১৯৬০
মোট পক্ষ রাষ্ট্রসমূহের সংখ্যা (১ মে ২০১৪ সাল পর্যন্ত) ঃ ৮০

দেশ	স্বাক্ষর	অনুসমর্থন (অনু), অংশগ্রহণ (অ), উত্তরাধিকার (উ)
আলবেনিয়া		২৩ জুন ২০০৩ (অ)
আলজেরিয়া		১৫ জুলাই ১৯৬৪ (অ)
এন্টিগুয়া এন্ড বার্বুডা		২৫ অক্টোবর ১৯৮৮ (উ)
আর্জেন্টিনা		০১ জুন ১৯৭২ (অ)
আরমেনিয়া		১৮ মে ১৯৯৪ (অ)
অস্ট্রেলিয়া		১৩ ডিসেম্বর ১৯৭৩ (অ)
অস্ট্রিয়া		০৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ (অ)
আজারবাইজান		১৬ আগস্ট ১৯৯৬ (অ)
বার্বাডোজ		০৬ মার্চ ১৯৭২ (উ)
বেলজিয়াম	২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৫৪	২৭ মে ১৯৬০ (অনু)
বেলিজ		১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৬ (অ)
বেনিন		০৮ ডিসেম্বর ২০১১ (অ)
বলিভিয়া		০৬ অক্টোবর ১৯৮৩ (অ)
বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা		০১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ (উ)
বট্সোয়ানা		২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ (উ)
ব্রাজিল	২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৫৪	১৩ আগস্ট ১৯৯৬ (অনু)
বুলগেরিয়া		২২ মার্চ ২০১২ (অ)
বুর্কিনা ফাসো		০১ মে ২০১২ (অ)
চাদ		১২ আগস্ট ১৯৯৯ (অ)
চীন		
কোস্টারিকা	২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৫৪	০২ নভেম্বর ১৯৭৭ (অনু)
আইভরিকোস্ট		০৩ অক্টোবর ২০১৩ (অ)

চীন কর্তৃক হংকং-এর উপর সার্বভৌমত্ব দখলের পর জাতিসংঘের মহাসচিবকে চীন অবহিত করে যে, কনভেনশন থেকে উদ্ভূত হংকং-এর সকল আন্তর্জাতিক অধিকার ও দায়িত্ব গণপ্রজাতন্ত্রী চীন সরকার কর্তৃক বহন করা হবে।

রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের মর্যাদা বিষয়ে ১৯৫৪ সালের কনভেনশনের পক্ষরাষ্ট্রসমূহ (চলমান)

দেশ	স্বাক্ষর	অনুসমর্থন (অনু), অংশগ্রহণ (অ), উত্তরাধিকার (উ)
ক্রোয়েশিয়া		১২ অক্টোবর ১৯৯২ (উ)
চেক প্রজাতন্ত্র		১৯ জুলাই ২০০৪ (অ)
ডেনমার্ক	২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৫৪	১৭ জানুয়ারি ১৯৫৬ (অনু)
ইকুয়েডর	২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৫৪	০২ অক্টোবর ১৯৭০ (অনু)
ফিজি		১২ জুন ১৯৭২ (উ)
ফিনল্যান্ড		১০ অক্টোবর ১৯৬৮ (অনু)
ফ্রান্স	১২ জানুয়ারি ১৯৫৫	০৮ মার্চ ১৯৬০ (অনু)
জর্জিয়া		২৩ ডিসেম্বর ২০১১ (অ)
জার্মানি	২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৫৪	২৬ অক্টোবর ১৯৭৬ (অনু)
গ্রিস		০৪ নভেম্বর ১৯৭৫ (অ)
গুয়েতেমালা	২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৫৪	২৮ নভেম্বর ২০০০ (অনু)
গায়ানা		২১ মার্চ ১৯৬২ (অ)
হন্ডুরাস	২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৫৪	০১ অক্টোবর ২০১২ (অনু)
হাঙ্গেরি		২১ নভেম্বর ২০০১ (অ)
আয়ারল্যান্ড		১৭ ডিসেম্বর ১৯৬২ (অ)
ইসরাইল	০১ অক্টোবর ১৯৫৪	২৩ ডিসেম্বর ১৯৫৮ (অনু)
ইতালি	২০ অক্টোবর ১৯৫৪	০৩ ডিসেম্বর ১৯৬২ (অনু)
কিরিবাতি		২৯ নভেম্বর ১৯৮৩ (উ)
কোরিয়া প্রজাতন্ত্র		২২ আগস্ট ১৯৬২ (অ)
লাটভিয়া		০৫ নভেম্বর ১৯৯৯ (অ)
লেসোথো		০৪ নভেম্বর ১৯৭৪(উ)
লাইবেরিয়া		১১ সেপ্টেম্বর ১৯৬৪ (অ)
লিবিয়া		১৬ মে ১৯৮৯ (অ)
লিচেনস্টেইন	২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৫৪	২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৯ (অনু)
লুথুয়ানিয়া		০৭ ফেব্রুয়ারি ২০০০ (অ)
লুক্সেমবার্গ	২৮ অক্টোবর ১৯৫৫	২৭ জুন ১৯৬০ (অনু)
ম্যাসেডোনিয়া		১৮ জানুয়ারি ১৯৯৪ (উ)
মালাউই		০৭ অক্টোবর ২০০৯ (অ)
মেক্সিকো		০৭ জুন ২০০০ (অ)
মোল্‌ডোভা প্রজাতন্ত্র		১৯ এপ্রিল ২০১২ (অ)
মন্টিনিগ্রো		২৩ অক্টোবর ২০০৬ (উ)
নেদারল্যান্ডস	২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৫৪	১২ এপ্রিল ১৯৬২ (অনু)
নিকারাগুয়া		১৫ জুলাই ২০১৩ (অ)
নাইজেরিয়া		২০ সেপ্টেম্বর ২০১১ (অ)
নরওয়ে	২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৫৪	১৯ নভেম্বর ১৯৫৬ (অনু)
পানামা		০২ জুন ২০১১ (অ)

রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের মর্যাদা বিষয়ে ১৯৫৪ সালের কনভেনশনের পক্ষরাষ্ট্রসমূহ (চলমান)

দেশ	স্বাক্ষর	অনুসমর্থন (অনু), অংশগ্রহণ (অ), উত্তরাধিকার (উ)
পেরু		২৩ জানুয়ারি ২০১৪ (অ)
ফিলিপাইন	২২ জুন ১৯৫৫	২২ সেপ্টেম্বর ২০১১ (অনু)
পর্তুগাল		০১ অক্টোবর ২০১২ (অ)
রোমানিয়া		২৭ জানুয়ারি ২০০৬ (অ)
রুয়ান্ডা		০৪ অক্টোবর ২০০৬ (অ)
সেনেগাল		২১ সেপ্টেম্বর ২০০৫ (অ)
সার্বিয়া		১২ মার্চ ২০০১ (উ)
স্লোভাকিয়া		০৩ এপ্রিল ২০০০ (অ)
স্লোভেনিয়া		০৬ জুলাই ১৯৯২ (উ)
স্পেন		১২ মে ১৯৯৭ (অ)
সেন্ট ভিনসেন্ট এবং গ্রানাডা		২৭ এপ্রিল ১৯৯৯ (উ)
সোয়াজিল্যান্ড		১৬ নভেম্বর ১৯৯৯ (অ)
সুইডেন	২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৫৪	০২ এপ্রিল ১৯৬৫ (অনু)
সুইজারল্যান্ড	২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৫৪	০৩ জুলাই ১৯৭২ (অনু)
ত্রিনিদাদ ও টোবাগো		১১ এপ্রিল ১৯৬৬ (উ)
তিউনিশিয়া		২৯ জুলাই ১৯৬৯ (অ)
তুর্কিমেনিস্থান		০৭ ডিসেম্বর ২০১১ (অ)
উগান্ডা		১৫ এপ্রিল ১৯৬৫ (অ)
ইউক্রেন		২৫ মার্চ ২০১৩ (অ)
যুক্তরাজ্য	২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৫৪	১৬ এপ্রিল ১৯৫৯ (অনু)
উরুগুয়ে		০২ এপ্রিল ২০০৪ (অ)
জাম্বিয়া		০১ নভেম্বর ১৯৭৪ (উ)
জিম্বাবুয়ে		০১ ডিসেম্বর ১৯৯৮ (উ)

১৯৫৪ সালের রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের মর্যাদা সংক্রান্ত কনভেনশন যেসব রাষ্ট্রপক্ষসমূহ স্বাক্ষর করেছে কিন্তু অনুসমর্থন করেনি :

দেশ	স্বাক্ষর
কলম্বিয়া	৩০ ডিসেম্বর ১৯৫৪
এল সালভেদর	২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৫৪
হলি সী	২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৫৪

সারণি- ২

১৯৬১ সালের রাষ্ট্রহীনতা হ্রাসকরণ সংক্রান্ত কনভেনশনের পক্ষরাষ্ট্রসমূহ :

কার্যকর হওয়ার তারিখ ১৩ ডিসেম্বর ১৯৭৫
মোট পক্ষ রাষ্ট্রসমূহের সংখ্যা (১ মে ২০১৪ সাল পর্যন্ত) ঃ ৫৫

দেশ	স্বাক্ষর	অনুসমর্থন (অনু), অংশগ্রহণ (অ), উত্তরাধিকার (উ)
আলবেনিয়া		০৯ জুলাই ২০০৩ (অ)
আর্মেনিয়া		১৮ মে ১৯৯৪ (অ)
অস্ট্রেলিয়া		১৩ ডিসেম্বর ১৯৭৩ (অ)
অস্ট্রিয়া		২২ সেপ্টেম্বর ১৯৭২ (অ)
আজারবাইজান		১৬ আগস্ট ১৯৯৬ (অ)
বেনিন		০৮ ডিসেম্বর ২০১১ (অ)
বলিভিয়া		০৬ অক্টোবর ১৯৮৩ (অ)
বসনিয়া হার্জেগোভিনিয়া		১৩ ডিসেম্বর ১৯৯৬ (অ)
ব্রাজিল		২৫ অক্টোবর ২০০৭ (অ)
বুলগেরিয়া		২২ মার্চ ২০১২ (অ)
কানাডা		১৭ জুলাই ১৯৭৮ (অ)
চাদ		১২ আগস্ট ১৯৯৯ (অ)
কোস্টারিকা		০২ নভেম্বর ১৯৭৭ (অ)
আইভোরিকোস্ট		০৩ অক্টোবর ২০১৩ (অ)
ক্রোয়েশিয়া		২২ সেপ্টেম্বর ২০১১ (অ)
চেক রিপাবলিক		১৯ ডিসেম্বর ২০০১ (অ)
ডেনমার্ক		১১ জুলাই ১৯৭৭ (অ)
ইকুয়েডর		২৪ সেপ্টেম্বর ২০১২ (অ)
ফিনল্যান্ড		০৭ আগস্ট ২০০৮ (অ)
জার্মানি		৩১ আগস্ট ১৯৭৭ (অ)
গুয়েতেমালা		১৯ জুলাই ২০০১ (অ)
হন্ডুরাস		১৮ ডিসেম্বর ২০১২ (অ)
হাঙ্গেরি		১২ মে ২০০৯ (অ)
আয়ারল্যান্ড		১৮ জানুয়ারি ১৯৭৩ (অ)
জ্যামাইকা		০৯ জানুয়ারি ২০১৩ (অ)
কিরিবাতি		২৯ নভেম্বর ১৯৮৩ (উ)
লাটভিয়া		১৪ এপ্রিল ১৯৯২ (অ)
লেসোথো		২৪ সেপ্টেম্বর ২০০৪ (অ)
লাইবেরিয়া		২২ সেপ্টেম্বর ২০০৪ (অ)
লিবিয়া		১৬ মে ১৯৮৯ (অ)

১৯৬১ সালের রাষ্ট্রহীনতা হ্রাসকরণ সংক্রান্ত কনভেনশনের পক্ষরাষ্ট্রসমূহ (চলমান)

দেশ	স্বাক্ষর	অনুসমর্থন (অনু), অংশগ্রহণ (অ), উত্তরাধিকার (উ)
লিচেনস্টেইন		২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৯ (অ)
লিথুয়ানিয়া		২২ জুলাই ২০১৩ (অ)
মোলডোভা প্রজাতন্ত্র		১৯ এপ্রিল ২০১২ (অ)
মন্টিনিগ্রো		০৫ ডিসেম্বর ২০১৩ (অ)
নেদারল্যান্ডস	৩০ আগস্ট ১৯৬১	১৩ মে ১৯৮৫ (অনু)
নিউজিল্যান্ড		২০ সেপ্টেম্বর ২০০৬ (অ)
নিকারাগুয়া		২৯ জুলাই ২০১৩ (অ)
নাইজার		১৭ জুন ১৯৮৫ (অ)
নাইজেরিয়া		২০ সেপ্টেম্বর ২০১১ (অ)
নরওয়ে		১১ আগস্ট ১৯৭১ (অ)
পানামা		০২ জুন ২০১১ (অ)
প্যারাগুয়ে		০৬ জুন ২০১২ (অ)
পর্তুগাল		০১ অক্টোবর ২০১২ (অ)
রোমানিয়া		২৭ জানুয়ারি ২০০৬ (অ)
রুয়ান্ডা		০৪ অক্টোবর ২০০৬ (অ)
সেনেগাল		২১ সেপ্টেম্বর ২০০৫ (অ)
সার্বিয়া		০৭ ডিসেম্বর ২০১১ (অ)
স্লোভাকিয়া		০৩ এপ্রিল ২০০০ (অ)
সুইজারল্যান্ড		১৬ নভেম্বর ১৯৯৯ (অ)
সুইডেন		১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ (অ)
তিউনেশিয়া		১২ মে ২০০০ (অ)
তুর্কেমেনিস্তান		২৯ আগস্ট ২০১২ (অ)
ইউক্রেন		২৫ মার্চ ২০১৩ (অ)
যুক্তরাজ্য	৩০ আগস্ট ১৯৬১	২৯ মার্চ ১৯৬৬ (অনু)
উরুগুয়ে		২১ সেপ্টেম্বর ২০০১ (অ)

১৯৬১ সালের রাষ্ট্রহীনতা হ্রাসকরণ সংক্রান্ত কনভেনশন যেসব রাষ্ট্রপক্ষসমূহ স্বাক্ষর করেছে কিন্তু অনুসমর্থন করেনি :

দেশ	স্বাক্ষর
ডোমিনিকান রিপাবলিক	০৫ ডিসেম্বর ১৯৬১
ফ্রান্স	৩১ মে ১৯৬২
ইসরাইল	৩০ আগস্ট ১৯৬১

সারণি- ৩

রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের মর্যাদা সংক্রান্ত ১৯৫৪ সালের কনভেনশনের পক্ষভুক্ত হওয়ার আদর্শ দলিল

যেহেতু রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের মর্যাদা সংক্রান্ত চুক্তিটি ১৯৫৪ সালে ২৮শে সেপ্টেম্বর সর্বময় ক্ষমতাধারীদের সম্মেলনে গৃহীত হয়েছে এবং ইহা অনুচ্ছেদ ৩৫ অনুযায়ী ইহা পক্ষভুক্ত হওয়ার জন্য উন্মুক্ত থাকবে;

এবং যেহেতু অনুচ্ছেদ ৩৫-এর উপধারা ৪ অনুযায়ী জাতিসংঘ মহাসচিব বরাবর দলিল জমা দেয়ার পর হতে পক্ষভুক্তি কার্যকর হবে।

অতএব নিম্নে স্বাক্ষরকারী (রাষ্ট্র প্রধানের খেতাব, সরকার প্রধান বা পররাষ্ট্র মন্ত্রী) এতদ্বারা রাষ্ট্রের পক্ষভুক্তি অবহিত করছে (সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র)

আমার দ্বারা অধ্য_____তারিখে_____২০০০০

রাষ্ট্রীয় সীল এবং স্বাক্ষর
(যথাযথ তত্ত্বাবধায়ক)

রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান বা
পররাষ্ট্র মন্ত্রীর স্বাক্ষর

রাষ্ট্রহীনতা হ্রাসকরণ সংক্রান্ত ১৯৬১ সালের কনভেনশনের পক্ষভূক্ত হওয়ার আদর্শ দলিলঃ

যেহেতু রাষ্ট্রহীনতা হ্রাসকরণ সংক্রান্ত চুক্তিটি ১৯৬১ সালের ১৩ই আগস্ট সর্বময় ক্ষমতাধারীদের সম্মেলনে গৃহীত হয়েছে এবং ইহা অনুচ্ছেদ ১৬ অনুয়ায়ী পক্ষভুক্ত হওয়ার জন্য উন্মুক্ত থাকবে

এবং যেহেতু অনুচ্ছেদ ১৬ এর উপধারা ৪ অনুযায়ী জাতিসংঘ মহাসচিব বরাবর দলিল জমা দেওয়ার পর হতে পক্ষভুক্তি কার্যকর হবে।

অতএব নিম্নে স্বাক্ষরকারী (রাষ্ট্র প্রধানের খেতাব, সরকার প্রধান বা পররাষ্ট্র মন্ত্রী) এতদ্বারা রাষ্ট্রের পক্ষভুক্তি অবহিত করছে (সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র)

আমার দ্বারা অধ্য_____তারিখে_____২০০০০

রাষ্ট্রীয় সীল এবং স্বাক্ষর
(যথাযথ তত্ত্বাবধায়ক)

রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান বা
পররাষ্ট্র মন্ত্রীর স্বাক্ষর

IPU এবং UNHCR এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

IPU

IPU হচ্ছে জাতীয় সংসদসমূহের বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠান। আমরা শান্তি সুরক্ষার জন্য কাজ করি এবং রাজনৈতিক সংলাপ এবং বাস্তবসম্মত কাজের মাধ্যমে ইতিবাচক গণতান্ত্রিক পরিবর্তন আনতে অভিযান পরিচালনা করে থাকি। সারা পৃথিবীর জাতীয় সংসদসমূহকে একত্র করার একমাত্র আন্তর্জাতিক সংগঠন হিসেবে, আমরা অনন্য সংসদীয় সদস্যপদের মাধ্যমে গণতন্ত্র এবং শান্তির উন্নয়ন করি।

সংসদসমূহ অধিকতর প্রতিনিধিত্বমূলক, স্বচ্ছ, জবাবদিহিতামূলক এবং কার্যকরী হয়ে তাদের গণতান্ত্রিক দায়িত্ব পালনের নিমিত্তে সক্ষমতা বাড়ানো সংক্রান্ত আমাদের কাজের ভিত্তি হচ্ছে লিঙ্গ সমতা, মানবাধিকার, উন্নয়ন, শান্তি এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ।

মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ যেসকল বিষয় জাতীয় পর্যায়ে নিষ্পত্তি করে থাকেন, সে সকল বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ, আধুনিক, যুগোপযোগী এবং বাস্তব তথ্য প্রাপ্তিসাধ্য করার লক্ষ্যে আমরা অংশীদার, জাতিসংঘসহ-এর বিশেষায়িত সংস্থার সঙ্গে কাজ করি।

সর্বদা পরিবর্তনশীল বিশ্বজুড়ে বসবাসকারী প্রায় ৪৭,০০০ মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দকে নীতিমালা এবং আইনের পরিবর্তন সম্পর্কে অবগত রাখা একটি জরুরী এবং দুরূহ কাজ। সদস্য রাষ্ট্রদের অর্থায়নে IPU একটি স্বতন্ত্র এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা। ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এবং ২০১৪ সাল পর্যন্ত ১৬৪টি জাতীয় সংসদ এবং ১০টি আঞ্চলিক সংসদীয় সংস্থা সহযোগী সদস্য নিয়ে ক্রমবর্ধমান আইপিইউ অদ্যবধি গণতন্ত্রের জন্য বৈশ্বিক দাবির প্রতিফলন ঘটাচ্ছে।

UNHCR

সারা পৃথিবীতে শরণার্থীদের সুরক্ষা এবং শরণার্থী সমস্যা নিরসনের নিমিত্তে আন্তর্জাতিক উদ্যোগের সমন্বয় এবং নেতৃত্ব দিতে UNHCR দায়িত্বপ্রাপ্ত। প্রত্যেক ব্যক্তি আশ্রয় প্রার্থনার অধিকার উপভোগ করতে পারে এবং অন্য রাষ্ট্রে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পেতে পারে এবং স্বেচ্ছায় নিজ দেশে ফিরে যেতে পারে এ লক্ষ্যে UNHCR প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। শরণার্থীদের নিজ দেশে ফিরে যেতে অথবা অন্য দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস নিশ্চিতের মাধ্যমে তাদের দুর্দশা লাঘবের জন্য UNHCR স্থায়ী সমাধান খুঁজে।

UNHCR-এর নির্বাহী কমিটি এবং জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ UNHCR-কে রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের এবং অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের সহায়তা দিতে প্রতিষ্ঠানটিকে দায়িত্ব অর্পণ করেছে।

মানবাধিকার সুরক্ষা এবং শান্তিপূর্ণ বিরোধ নিষ্পত্তির অনুকূল পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতির ঘটনা কমাতে UNHCR, রাষ্ট্র এবং প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহিত করে।

জাতি, বর্ণ, ধর্ম, রাজনৈতিক মতাদর্শ অথবা লিঙ্গ ব্যতিরেকে এবং তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী শরণার্থীদের সুরক্ষা এবং সহায়তা প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠানটি নিরপেক্ষভাবে কাজ করে।

শরণার্থীদের জীবনের জন্য হুমকিস্বরূপ এমনসব সিদ্ধান্তের ব্যাপারে শরণার্থীদের পরামর্শ দেয় এবং UNHCR অংশীদারমূলক নীতির প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ।

UNHCR সরকার, আঞ্চলিক সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক ও বেসরকারি সংস্থার সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করে থাকে।

© UNHCR Representation Office in Bangladesh

এই বইটি ইন্টার-পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন এবং জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনার কর্তৃক যৌথভাবে প্রকাশিত ''Nationality and Statelessness– Handbook for Parliamentarians N° 22'' এর অনানুষ্ঠানিক বাংলা অনুবাদ, যা UNHCR Representation Office in Bangladesh কর্তৃক প্রকাশিত এবং এর সকল দায়ভার UNHCR Representation Office in Bangladesh বহন করবে।

সকল অধিকার সংরক্ষিত। ইন্টার-পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন এবং জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনার-এর পূর্ব অনুমতি ব্যতীত এই প্রকাশনার কোন অংশ পুনঃমুদ্রণ, প্রকাশনা, ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ, কিংবা যেকোনো মাধ্যমে, যেকোনো উপায়ে পাঠানো, যেমন- ইলেক্ট্রনিক, মেকানিক্যাল, ফটোকপি, রেকর্ডিং, ও অন্যান্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

এই প্রকাশনাটি বিলি করা হচ্ছে এই শর্তে যে, প্রকাশকের পূর্বানুমতি ব্যাতিত কোন ব্যাবসায়িক বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে কাউকে ধার, বিক্রি, বা অন্য কোনভাবেই বিলি করা এবং যে শর্তে এই প্রকাশনাটি করা হয়েছে সেই শর্ত ব্যতীত কোন প্রকার বাঁধাই কিংবা এর প্রচ্ছদ পরিবর্তন করে প্রকাশ করা যাবে না, এবং এই শর্ত পরবর্তী সকল প্রকাশনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ।

অনুবাদক:
অধ্যাপক ডঃ মোঃ রহমত উল্লাহ
আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ISBN 978–92–9142–674–4 Statelessness updated (Bangla)

কভার ছবিঃ

আইভরি কোস্ট সম্প্রতি রাষ্ট্রহীনতা বিষয়ক কনভেনশন সমূহের পক্ষভূক্ত হয়েছে এবং তাদের জাতীয়তা আইন সংশোধন করেছে, যা হাজার হাজার রাষ্ট্রহীন ব্যক্তি, যার মধ্যে এই গ্রামে বসবাসরত অনেক শিশুও রয়েছে, যারা আইভরিয়ান জাতীয়তা এবং এ থেকে উদ্ভুদ সুবিধাদি পেতে সমর্থ হবে।

©UNHCR/Greg Constantine, 2010

ডিজাইন ও মুদ্রণেঃ

এ্যাডফেয়ার ডিজাইন এন্ড সাপ্লাই

৪৮/এবি, বায়তুল খায়ের (৫ম তলা), রুম নং - ৪০১
পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।
ফোন ঃ ৮৮ ০২ ৯৫৫ ৩১৬৩, ৭১১ ৭৮৯৭

Inter-Parliamentary Union
For democracy. For everyone.

+41 22 919 41 50
+41 22 919 41 60
postbox@ipu.org

Chemin du Pommier 5
Case Postale 330
1218 Le Grand-Saconnex
Geneva – Switzerland
www.ipu.org

UNHCR
The UN Refugee Agency

+41 22 739 81 11
+41 22 739 73 77

Case Postale 2500
CH-1211 Genève 2 Dépôt
Switzerland
www.unhcr.org